ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন, দণ্ডবিধি আইন, আইন ও
আদালত, ইউনিয়ন বোর্ড আইন, সাক্ষ্যবিষয়ক
আইন, মুসলমান আইন প্রভৃতি
গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র, বি, এল্

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৩৫

মূল্য এক টাকা।

প্রকাশক—শ্রীইন্দুভূষণ মিত্র
২৯ নং হুজুরীমল লেন,
কলিকাতা

পুস্তক পাইবার ঠিকানা ঃ—

১। ইন্দুভূষণ মিত্র, প্রকাশক
২৯ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৩। হিতবাদী পুস্তক বিভাগ,
৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। ইষ্টার্ণ ল হাউস,
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কলিকাতা
৫৭ নং হ্যারিসন রোড, কটন প্রেস
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

নিবেদন।

হিন্দু আইন সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও পুস্তক নাই। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব প্রণীত "সাধারণের জ্ঞাতব্য আইন" নামক পুস্তকে হিন্দু আইনের সারমর্ম্মগুলি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোনও জটিল প্রশ্নের আলোচনা নাই। এতদ্ভিন্ন, বাঙ্গালা ভাষায় আরও কতকগুলি পুস্তকে আরও সংক্ষিপ্তভাবে হিন্দু আইনের কতকগুলি তথ্য লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে হিন্দু আইন সম্বন্ধে সাধারণের মোটামুটি একটু জ্ঞান জন্মায় মাত্র, কোন কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে উক্ত পুস্তকগুলিতে কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না।

ইংরেজী ভাষায় হিন্দু আইন সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলি এত দুর্ম্মূল্য যে সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তাহা ক্রয় করা অসম্ভব, তাহার উপর আইনের নানা জটিল কথা থাকায় এবং সাধারণের দুর্ব্বোধ্য কূটভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় একমাত্র আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেহ তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা জানেন না তাঁহাদের পক্ষে সে পুস্তকগুলি কোনও কাজেই আসিবে না। সুতরাং হিন্দু আইন সম্বন্ধে সাধারণ গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে ব্যবহার্য্য বিশদভাবে লিখিত কোনও পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এপর্য্যন্ত ছিল না।

এই অভাব দূর করিবার জন্য আমি বর্ত্তমান পুস্তকখানি প্রণয়ন করিতে সাহসী হইয়াছি। আইনের কূটভাষা যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়া এবং অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক জটিল প্রশ্নের আলোচনা যথাসম্ভব বাদ দিয়া পুস্তকখানিকে সাধারণ গৃহস্থের বোধগম্য করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। যেখানেই কোনও জটিল প্রশ্নের আলোচনা করিতে এবং তজ্জন্য আইনের সামান্য সামান্য কূটভাষা ব্যবহার

করিতে হইয়াছে, সেইখানে উদাহরণ দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দিয়াছি। যেস্থলে প্রাচীন হিন্দু আইনের বিধানগুলি এখনও অবিকলভাবে প্রচলিত আছে, সে স্থলে স্মৃতিশাস্ত্র ও টীকাকারগণের গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত সূত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, এবং প্রাচীন শাস্ত্রের নিয়মগুলি বর্ত্তমানে নজীর দ্বারা স্থানে স্থানে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি।

এই পুস্তকে কলিকাতা হাইকোর্টের ও প্রিভিকৌন্সিলের সমস্ত প্রয়োজনীয় নজীরগুলি দিয়াছি, এবং যে স্থলে অন্যান্য প্রদেশের আইনের সহিত বঙ্গদেশের আইনের কোনও পার্থক্য নাই সেস্থলে অন্যান্য হাইকোর্টের নজীরগুলিও উদ্ধৃত করিয়াছি।

আশা করি, আমার অন্যান্য পুস্তকগুলির ন্যায় এই পুস্তকখানিও সাধারণের উপকারজনক ও আদরণীয় হইবে।

ভাদ্র, ১৩৩২।

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মিতাক্ষরা সম্বন্ধে কোন কথাই আমি লিপিবদ্ধ করি নাই, তাহার কারণ বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে মিতাক্ষরা-শাসিত খুব কম লোকই আছেন। কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় কম হইলেও তাঁহাদের আইনটী একেবারে বাদ দেওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনায় এবং বহু স্থান হইতে মিতাক্ষরা আইনটী লিখিবার জন্য অনুরোধপত্র পাওয়ায় এই সংস্করণে মিতাক্ষরার বিধানগুলি পরিশিষ্টে সংযোজিত করিলাম।

২২শে আশ্বিন, ১৩৩৫।

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র।

সূচীপত্র।

উপক্রমণিকা।

হিন্দু আইনের উৎপত্তি ও উপকরণ।

হিন্দু আইনের মূল ভিত্তি সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। হিন্দু মনীষীগণের মতে স্বয়ং ভগবানই হিন্দু আইনের স্বষ্টিকর্ত্তা; ভগবানের মুখ হইতে যে আদেশ বাক্য নিঃস্বত হইয়াছিল, ব্রহ্মা তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন [শ্রুতি], এবং তিনি শ্রবণ করিয়া উহা তাঁহার পৌত্র মনুকে বলিয়াছিলেন; মনু ঐ সকল বাক্য স্মরণ করিয়া রাখিয়া [স্মৃতি] পরিশেষে তাঁহার মরীচি প্রভৃতি পুত্রগণের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। ঐ শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই হিন্দু আইনের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাই প্রাচ্য পণ্ডিতগণের মত। কিন্তু পাশ্চাত্য আইন-বিশারদগণ বলিয়া থাকেন যে, আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিবারও পূর্ব্বে এদেশে যে সমস্ত প্রথা বর্ত্তমান ছিল, তাহাই হিন্দু আইনের মূল ভিত্তি। আর্য্যগণ এদেশে আসিয়া অনার্য্যগণের সেই সমস্ত প্রথাগুলির মধ্যে কতকগুলি গ্রহণ করিলেন, কতকগুলি নীতিবিরুদ্ধ বা রুচিবিগর্হিত বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন; এইরূপে আর্য্য ও অনার্য্যগণের প্রথাগুলি

সংমিশ্রিত হইয়া গেল। পরে আর্য্যগণ সেই সমস্ত প্রথা লিপিবদ্ধ করিলেন, উহাই তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিণত হইল। ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত।

হিন্দু আইনের মূল ভিত্তি সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, উহার উপকরণ সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইতে হিন্দু আইনের উপকরণ গৃহীত হইয়াছে :—

(১) **শ্রুতি** ; অর্থাৎ চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ এবং অষ্টাদশ উপনিষদ্। যদিও শ্রুতি হিন্দু আইনের একটী উপকরণ বলিয়া কথিত আছে, তথাপি আমরা আইন বলিতে যাহা বুঝি, তাহা শ্রুতিতে নাই বলিলেই হয়, এবং আইনঘটিত কোনও বিষয়ের মীমাংসায় কখনও বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতির আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

(২) **স্মৃতি** ; অর্থাৎ, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি, দেবল, কাত্যায়ণ, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ ; এবং গৌতম, বৌধায়ণ, বশিষ্ঠ, পরাশর প্রভৃতি ঋষি প্রণীত ধর্ম্মসূত্রসমূহ। এইগুলি হিন্দু আইনের প্রধান উপকরণ বটে।

স্মৃতি সম্বন্ধে জৈমিনী লিখিয়াছেন—যদি স্মৃতির কোন বিধানের সহিত শ্রুতির বিরোধ দৃষ্ট হয়, তবে সে স্থলে স্মৃতির বিধান অগ্রাহ্য হইবে। আরও, যদি এরূপ বুঝিতে পারা যায় যে পুরোহিতগণ তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন বিধান প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তবে সে স্থলেও স্মৃতির সেই বিধান গ্রাহ্য করা হইবে না। (পূর্ব্বমীমাংসা, ১।৩।৩৪)

(৩) **পুরাণ**। এইগুলিতে দেবদেবীগণের উপাখ্যান, সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবাসুরের যুদ্ধ, দশাবতারের বিবরণ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আইনের উপকরণ হিসাবে পুরাণের মূল্য অতি সামান্য।

(৪) **নিবন্ধ** বা উপরোক্ত স্মৃতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মসূত্র সমূহের টীকা। যদিও এইগুলি স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের টীকা বা ব্যাখ্যারূপে লিখিত হইয়াছে,

তথাপি নিবন্ধকারগণ স্থানে স্থানে মূল স্মৃতিশাস্ত্রের অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। স্থানে স্থানে অনেক নূতন কথাও সংযোগ করিয়াছেন। স্মৃতিসমূহ যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল, তাহার বহু শতাব্দী পরে নিবন্ধকারগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সময়ের মধ্যে প্রাচীন রীতিনীতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বোধ হয়, সেই কারণে নিবন্ধকারগণ তাঁহাদের সমসাময়িক সামাজিক রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত সমাজের মতানুযায়ী করিবার নিমিত্তই প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের ঐরূপ পরিবর্ত্তন এবং স্থানে স্থানে নূতন বিষয় সংযোজনা করিয়াছেন। এই নিবন্ধগুলিই হিন্দু আইনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ এবং আইন হিসাবে স্মৃতিসমূহ অপেক্ষাও ঐগুলি অধিক মূল্যবান্। যদি কোনও বিষয়ে স্মৃতি এবং নিবন্ধের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে নিবন্ধের মতই গৃহীত হইবে।

নিবন্ধ বহুসংখ্যক আছে, তন্মধ্যে কতকগুলির নাম উল্লেখযোগ্য, যথা—জীমূতবাহন প্রণীত "দায়ভাগ"; বিজ্ঞানেশ্বর প্রণীত "মিতাক্ষরা"; রঘুনন্দন প্রণীত "দায়তত্ত্ব"; শ্রীকৃষ্ণ প্রণীত "দায়ক্রম-সংগ্রহ"; বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত "বিবাদ-চিন্তামণি"; দেবানন্দ ভট্ট প্রণীত "স্মৃতি-চন্দ্রিকা"; চণ্ডেশ্বর প্রণীত "বিবাদ-রত্নাকর"; মিত্রমিশ্র প্রণীত "বীরমিত্রোদয়" প্রভৃতি। এই সমস্ত গ্রন্থগুলি সকল দেশে সমানভাবে প্রচলিত নহে; কোনটী বঙ্গদেশে প্রচলিত, কোনটী বা মিথিলায় প্রচলিত, এইরূপ। বঙ্গদেশে দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ এবং বীরমিত্রোদয় এই চারিটী গ্রন্থ প্রচলিত; তন্মধ্যে **দায়ভাগই** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যদি কোনও বিষয়ে এই চারিটী গ্রন্থের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে দায়ভাগের মতই গৃহীত হইবে। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে, অর্থাৎ আট শত বৎসর পূর্ব্বে জীমূতবাহন কর্ত্তৃক দায়ভাগ রচিত হইয়াছিল। ইহা প্রধানতঃ মনুসংহিতার টীকা

বিশেষ। রঘুনন্দন তাঁহার "দায়তত্ত্ব" গ্রন্থে স্থানে স্থানে দায়ভাগের ব্যাখ্যা এবং অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রণীত "দায়ক্রমসংগ্রহ" গ্রন্থখানি দায়ভাগেরই একটী ব্যাখ্যা।

মিতাক্ষরা গ্রন্থ দায়ভাগের বহু পূর্ব্বে পণ্ডিত বিজ্ঞানেশ্বর কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। ইহা যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকা বিশেষ। মিতাক্ষরা গ্রন্থখানিতে হিন্দু আইনের সকল বিষয়গুলিই (উত্তরাধিকার, দত্তক-গ্রহণ, বিবাহ, ভরণপোষণ) লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু দায়ভাগ গ্রন্থ-খানি বঙ্গদেশে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বিশেষ বিধি প্রচলিত করিবার জন্য রচিত হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গদেশে উত্তরাধিকার ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে মিতাক্ষরার বিধি গ্রাহ্য হইবে। যাঁহারা দায়ভাগশাসিত, তাঁহাদের প্রতি উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মিতাক্ষরা অপেক্ষা দায়ভাগই প্রবল হইবে। বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে অনেক বাঙ্গালী বাস করেন, তাঁহারা মিতাক্ষরা কর্ত্তৃক অনুশাসিত, তাঁহারা সম্পত্তি বিভাগ ও উত্তরাধিকার বিষয়ে দায়ভাগ অপেক্ষা মিতাক্ষরার বিধিই মানিয়া চলিবেন। (এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে মিতাক্ষরার বিধিগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে)।

(৫) **রাজকীয় আইন সমূহ**। পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি ও নিবন্ধগুলি হইতে আমরা যে আইনব্যবস্থা প্রাপ্ত হই, তাহা স্থানে স্থানে রাজকীয় আইনসমূহ কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যথা, কোনও ব্যক্তি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে সে তাহার পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইতে পারিতনা; ইহাই স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত প্রাচীন হিন্দু আইন ছিল; কিন্তু ১৮৫০ সালের ২১ আইনের বিধানমতে এখন আর কেহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না। এইরূপে যে যে স্থানে রাজকীয় আইন কর্ত্তৃক প্রাচীন হিন্দু আইন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা এই পুস্তকের যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

(৬) **নজীর**। নজীরগুলি দ্বারাও প্রাচীন হিন্দু আইনের অনেক

অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যথা, যে বালক তাহার পিতামাতার একমাত্র পুত্র, তাহাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করা শাস্ত্রোক্ত হিন্দু আইনে নিষিদ্ধ; কিন্তু প্রিভিকৌন্সিল কর্ত্তৃক ঐরূপ দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল (২২ মাদ্রাজ ৩৯৮; ২১ এলাহাবাদ ৪৬০; ২৪ বোম্বাই ৩৬৭)।

(৭) **প্রথা।** প্রাচীন হিন্দু আইনকর্ত্তৃগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কালে আদালতের বিচারপতিগণ পর্য্যন্ত সকলেই সামাজিক প্রথার খুব উচ্চ স্থান দিয়াছেন। প্রিভি কৌন্সিল একটি মোকদ্দমায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে যদি কোনও লিখিত আইন এবং সামাজিক প্রথা পরস্পরবিরোধী হয়, তাহা হইলে লিখিত আইন অপেক্ষা প্রথাই বলবত্তর বলিয়া গণ্য হইবে (মাদুরার কালেক্টর বঃ মুথু রামলিঙ্গ, ১২ মুর্‌স্ ইণ্ডিয়ান আপীল্‌স্ ৩৯৭)। সকলেই জানেন যে রাজ-এষ্টেটগুলি (যথা বর্দ্ধমান রাজ এষ্টেট, দ্বারবঙ্গ রাজ এষ্টেট) বিভাগ করা যায় না, এবং উহা কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই পাইয়া থাকেন; ইহাই প্রথার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ; সাধারণ হিন্দু আইনের বিভাগ ও উত্তরাধিকার বিষয়ক কোনও বিধান এস্থলে প্রযোজ্য হইবে না, প্রথাই প্রবল থাকিবে।

তবে সকল প্রথাই যে এইরূপ প্রবল বলিয়া গণ্য হইবে তাহা নহে। যে প্রথা বহুদিন ধরিয়া (অন্ততঃ একশত বৎসর ধরিয়া) চলিয়া আসিতেছে, যাহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং যাহা সামাজিক নীতিবিরুদ্ধ নহে, এইরূপ প্রথাই আদালত কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে (রামলক্ষ্মী বঃ শিবানন্দ, ১৪ মুর্‌স্ ইণ্ডিয়ান আপীলস ৫৮৫)। যাহা অল্পদিন মাত্র হইয়াছে (৩ মাদ্রাজ ল জার্ণাল ১০০; ১৩ বেঙ্গল ল রিপোর্ট ১৬৫), যাহা পরিবর্ত্তনশীল, এবং যাহা ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ (২১ মাদ্রাজ ২২৯) এরূপ প্রথা কোনও মতেই প্রবল বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

এই সাতটী উপকরণের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান হিন্দু আইন গঠিত হইয়াছে। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ

ও নিবন্ধগুলি হইতে আমরা যে প্রাচীন বিশুদ্ধ হিন্দু আইন প্রাপ্ত হই, তাহা পরে রাজকীয় আইন ও নজীর দ্বারা বহু পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে এক মিশ্রিত আকার ধারণ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, হিন্দু আইনের কতকগুলি বিষয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। দণ্ডবিধি, চুক্তি, সম্পত্তি হস্তান্তর, আদালতের কার্য্যবিধি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু আইনে যে সমস্ত বিধান ছিল, তাহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশে হিন্দু আইন প্রচলিত করিবার সময়ে গ্রহণ করেন নাই। কেবলমাত্র বিবাহ, দত্তকগ্রহণ, উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ, এজমালী পরিবার, বিভাগ প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু আইনের বিধানগুলি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এদেশের জন্য গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে, এবং হিন্দু আইন বলিতে গেলে এখন আমরা ঐ বিষয়গুলিই বুঝিয়া থাকি। ঐ বিষয়-গুলিই আমরা একে একে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিব।

এইস্থলে আরও একটী কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক—কোন্ কোন্ ব্যক্তির প্রতি হিন্দু আইন প্রযোজ্য? প্রথমতঃ, যাহারা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাদের প্রতি ইহা প্রয়োজ্য; যদিও তাঁহারা হিন্দু আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহারা হিন্দু আইন কর্ত্তৃক শাসিত হইবেন। যথা, যদি কেহ বিলাতে গিয়া সাহেবী আচার-ব্যবহার অবলম্বন করেন, তাহা হইলেও যতদিন তিনি হিন্দু 'ধর্ম্ম' পরিত্যাগ না করিবেন ততদিন তিনি হিন্দু আইনের অধীনে থাকিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, শিখ ও জৈনগণের প্রতি হিন্দু আইন প্রযোজ্য হইবে; তবে হিন্দু আইনের যে যে বিধানের সহিত হিন্দু-ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, সেই সেই বিধানগুলি শিখ্ ও জৈনগণের প্রতি প্রয়োজ্য হইবে না; যথা, হিন্দু আইন অনুসারে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ নিবারণ করিবার জন্য দত্তকগ্রহণের ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ দত্তকগ্রহণের সহিত হিন্দুধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং

দত্তকগ্রহণ সম্বন্ধে হিন্দু আইনের বিধানগুলি শিখ ও জৈনগণের প্রতি প্রয়োজ্য হইবে না।

তৃতীয়তঃ, কতিপয় শ্রেণীর লোক হিন্দু না হইলেও তাহাদের প্রতি হিন্দু আইনের উত্তরাধিকারের নিয়মগুলি প্রয়োজ্য হয়; যথা, বোম্বাই দেশের খোজা এবং মেমনগণ; গুজরাটের সুন্নি বোরাগণ; রাজপুতানার গিরাসিয়াগণ। উত্তরাধিকার ব্যতীত হিন্দু আইনের আর কোনও বিধান ইহাদের প্রতি প্রয়োজ্য হয় না। আসামের কোচগণের প্রতিও হিন্দু আইন প্রয়োজ্য হইবে (দাননাথ বঃ চণ্ডা কোচ, ১৬ কলিকাতা ল জার্ণ্যাল, ১৪; আইতি কোচুনি বঃ আইদেও কোচুনি, ২৪ কলিকাতা উইকলি নোটস্, ১৭৩)।

চতুর্থতঃ, কোন হিন্দু ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পরেও যদি হিন্দু আচার ব্যবহার পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তিনি হিন্দু আইন কর্ত্তৃক শাসিত হইতে থাকিবেন।

পঞ্চমতঃ, কোন হিন্দু ব্যক্তি যদি খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যে যে বিষয়ের সহিত খৃষ্টান ধর্ম্মের কোনও সংশ্রব নাই, সেই সেই বিষয়ে হিন্দু আইন তাঁহার প্রতি প্রয়োজ্য হইবে।

ষষ্ঠতঃ, ব্রাহ্মগণ হিন্দু বলিয়া গণ্য এবং তাঁহারা হিন্দু আইন দ্বারা শাসিত হইবেন।

প্রথম অধ্যায়।

দত্তকগ্রহণ।

প্রাচীন হিন্দুসমাজে ১৪ প্রকার পুত্র জ্ঞাত ছিল। তন্মধ্যে কেবলমাত্র ঔরসপুত্রই স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত পুত্র। অপরগুলিরও মধ্যে কতকগুলি দত্তকপুত্রের ন্যায় গৃহীত, কতকগুলি স্ত্রীর বিবাহের পূর্ব্বে অপরের ঔরসে তাহার গর্ভে অবৈধপ্রণয়জাত, কেহ বা উপপত্নীর গর্ভজাত, ইত্যাদি। পরে সামাজিক আদর্শ উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে ঐ সকল পুত্র লোপ পাইতে লাগিল। এখন কেবলমাত্র ঔরস, দত্তক ও কৃত্রিম এই তিন প্রকার পুত্র প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কৃত্রিম পুত্র কেবলমাত্র মিথিলা ভিন্ন আর কোথায়ও প্রচলিত নাই।

এই অধ্যায়ে আমরা দত্তক পুত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

দত্তক গ্রহণ করিতে হইলে, যে ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, যে ব্যক্তি দত্তক দান করিতেছেন, তাঁহার দান করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, যাহাকে গ্রহণ করা হইতেছে সেই বালক দত্তকরূপে গৃহীত হইবার উপযুক্ত হইবে, এবং দত্তক গ্রহণের সময় হোম প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। এই সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইলে তবে দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ হইবে এবং এইরূপে গৃহীত হইলে দত্তকপুত্রের নানাপ্রকার অধিকার জন্মায়। আমরা এইগুলি একে একে আলোচনা করিব।

কে দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন।

যে ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র বর্ত্তমান নাই তিনি দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন ; উহাদের মধ্যে কেহ বর্ত্তমান থাকিতে দত্তক গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু শিশুপ্রপৌত্র (প্রপৌত্রের পুত্র) বা দৌহিত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র বা অন্য কোন জ্ঞাতিকুটুম্ব বর্ত্তমানে দত্তকগ্রহণে বাধা নাই।

কেহ যদি তাঁহার নিজের একমাত্র পুত্রকে অপরের নিকট দত্তকরূপে দান করিয়া দিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি অপুত্রক স্বরূপ গণ্য হইবেন, এবং দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন। (শ্রীবালুসু বঃ শ্রীবালুসু, ২২ মাদ্রাজ ৩৯৮, প্রিভিকৌন্সিল)।

কোন ব্যক্তির পুত্র উন্মাদগ্রস্ত, জন্মান্ধ, জন্মমূক, জন্মবধির বা কুষ্ঠগ্রস্ত হইলে ঐ ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন (১০ মূরস্ ইণ্ডিয়ান আপীলস্ ৪২৯), কারণ ঐরূপ পুত্র যখন পিণ্ডদানাদি ধর্ম্মকার্য্য করিতে অক্ষম তখন সে থাকিয়াও না থাকা স্বরূপ গণ্য হইবে। সেইরূপ, কোন ব্যক্তির পুত্র সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলে ঐ ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন। পুত্র বিধর্ম্মী হইলে পিতা দত্তক গ্রহণ করিতে সক্ষম, কারণ যদিও ঐ পুত্র ধর্ম্মান্তরগ্রহণ করা সত্ত্বেও ১৮৫০ সালের ২১ আইন অনুসারে পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইবে বটে, তথাপি সে পিণ্ড-দানাদি কার্য্য করিতে অক্ষম, এবং ঐ কার্য্যের জন্য পিতা দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু পুত্র নিরুদ্দিষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে পিতা কি দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন ? ইহা বড়ই কঠিন প্রশ্ন।

দত্তকগ্রহীতা যদি জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মাদগ্রস্ত বা কুষ্ঠগ্রস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার দত্তকপুত্র ভরণপোষণ মাত্র পাইবে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। কারণ, দত্তকগ্রহীতা নিজেই যখন জন্মান্ধতা বা জন্মবধিরতা ইত্যাদি বশতঃ সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত, তখন

তাঁহার দত্তকপুত্র কোথা হইতে সম্পত্তি পাইবে? তাঁহার দত্তকপুত্র কখনই তাঁহার অপেক্ষা অধিক স্বত্ব পাইতে পারে না। কিন্তু একথা কেবলমাত্র দত্তকগ্রহীতার পৈতৃক সম্পত্তি সম্বন্ধে খাটে; যদি দত্তকগ্রহীতার নিজের কিছু স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি থাকে, আর তিনি যদি জন্মবধির (বা জন্মান্ধ) ইত্যাদি হন, তাহা হইলে ঐ সম্পত্তিতে তাঁহার দত্তকপুত্রের অবশ্যই উত্তরাধিকারস্বত্ব জন্মিবে।

স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় স্বামী দত্তক গ্রহণ করিলেও তাহা সিদ্ধ হইবে (১২ বোম্বাই ১০৫), কারণ, যতক্ষণ সন্তান ভূমিষ্ঠ না হইয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পিতা অপুত্রক বলিয়া গণ্য হইবে।

অবিবাহিত ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন (৪ মাদ্রাজ হাইকোর্ট রিপোর্ট ২৭০); যে ব্যক্তির স্ত্রী মৃত তিনিও পারেন (২ মাদ্রাজ ৩৬৭)।

হিন্দু আইন অনুসারে কোনও ব্যক্তির বয়স ১৫ বৎসর পূর্ণ হইলে সে দত্তক গ্রহণের পক্ষে সাবালক বলিয়া গণ্য হয়; ঐরূপ ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিতে পারে (যমুনা বঃ বামাসুন্দরী, ১ কলিকাতা ২৮৯, প্রিভিকৌন্সিল)। যাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে থাকে তিনি রেভিনিউ বোর্ডের সম্মতি না লইয়া দত্তকগ্রহণ করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে।

এক সময়ে একটী মাত্র দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে। একই সময়ে অর্থাৎ একদিনে একসঙ্গে একাধিক দত্তক গ্রহণ করিলে সকল গুলিই অসিদ্ধ হইবে।

যদি একটী দত্তক গ্রহণ করিয়া কিছুকাল পরে আর একটী দত্তক গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে প্রথম দত্তকটী সিদ্ধ, এবং দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ হইবে (মহেশ বঃ তারকনাথ, ২০ কলিকাতা ৪৮৭)। এমন কি, প্রথম দত্তকের মৃত্যু হইলেও ঐ দ্বিতীয় দত্তক সিদ্ধ হইবে না, কারণ

যাহা অসিদ্ধ তাহা চিরকালই অসিদ্ধ এবং কোনও ঘটনা দ্বারা তাহা পরে সিদ্ধ হইতে পারে না।

স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক দত্তক গ্রহণ—স্বামীর অনুমতি।

পুরুষ যদি দত্তক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি স্ত্রীর সম্মতি লইতে বাধ্য নহেন ; এমন কি, স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন।

কিন্তু কোন স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতি বা সম্মতি ব্যতীত দত্তকগ্রহণ করিতে পারেন না। বশিষ্ঠ লিখিয়াছেন—"ন স্ত্রী পুত্রং দদ্যাৎ প্রতি-গৃহ্নীয়াৎ বা অন্যত্রানুজ্ঞানাৎ ভর্ত্তুঃ" অর্থাৎ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী কোন পুত্রকে দত্তকরূপে দান বা গ্রহণ করিতে পারেন না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কোন স্ত্রীলোক তাঁহার নিজের পারলৌকিক উপকারের জন্য দত্তকগ্রহণ করিতে পারে না—কেবলমাত্র তাঁহার স্বামীর মঙ্গলের জন্যই পারেন। এই কারণে কোনও অবিবাহিতা স্ত্রীলোক দত্তকগ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন (৪ বোম্বাই ৫৪৩ ; ১১ মাদ্রাজ ৪৯৩ ; ১২ মুরস্ ইণ্ডিয়ান আপীলস্ ৫৩৭)।

স্বামীর অনুমতি দেওয়া থাকিলে বিধবা দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন। অনুমতি বাচনিক হইতে পারে কিংবা দলিল দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে। যদি ঐ অনুমতি উইলের দ্বারা দেওয়া হয়, অর্থাৎ উইলের মধ্যে উইল-কর্ত্তা স্ত্রীকে দত্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা লিখিয়া দেন, তাহা হইলে কোন ষ্ট্যাম্প কাগজের প্রয়োজন হয় না, এবং রেজেষ্টারী না করিলেও চলে, (কিন্তু রেজেষ্টারী করা খুবই কর্ত্তব্য)। যদি উহা অনুমতিপত্রে লিখিত হয়, তাহা হইলে তাহা ২০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে, এবং রেজেষ্টারী করিতেই হইবে, নতুবা সিদ্ধ হইবে না।

স্বামীর অনুমতি থাকিলেই যে বিধবা দত্তকগ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন, এরূপ নহে; দত্তক গ্রহণ করা না করা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। তিনি দত্তক গ্রহণ না করিলেও সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্বহানি হয় না। (২৮ এলাহাবাদ ৩৭৭ ; ৭ কলিকাতা ২৮৮)।

যে স্থলে বিধবা অনুমতি অনুসারে দত্তকগ্রহণ করেন, সেস্থলে অনুমতিপত্রে দত্তকগ্রহণ সম্বন্ধে যেরূপ আদেশ থাকিবে, বিধবা ঠিক সেইরূপ ভাবে আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইবেন। তিনি ঐ আদেশের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে বা তাহা লঙ্ঘন করিতে পারেন না। যদি কোনও একটী বিশেষ বালকের নাম করিয়া তাহাকে দত্তকস্বরূপ গ্রহণ করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিধবা ঐ বালকটী ভিন্ন অপর বালককে গ্রহণ করিতে পারেন না (সীতাবাই বঃ বাপু আন্না, ৪৭ কলিকাতা ১০১২)। কিন্তু যদি ঐ বালককে তিনি না পান, অর্থাৎ সেই বালকের পিতা যদি তাহাকে দিতে সম্মত না হন, কিম্বা ঐ বালককে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যদি তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ঐ বিধবা অন্য দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন (২২ বোম্বাই ৯৯৬)। যদি একটিমাত্র দত্তক রাখিবার অনুমতি থাকে তাহা হইলে বিধবা একটিমাত্র দত্তক লইতে পারেন, এবং তাহার মৃত্যু হইলে আর দত্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকে না।

কিন্তু স্বামী যদি সাধারণ কথায় স্ত্রীকে দত্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দিয়া যান, তাহা হইলে এক দত্তক পুত্রের মৃত্যু হইলেও স্ত্রী পুনরায় দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন (২৯ মাদ্রাজ ৩৮২)। এক ব্যক্তি তাঁহার গর্ভবতী স্ত্রীকে এইরূপ ক্ষমতা দিয়া গিয়াছিলেন যে, "প্রয়োজন হইলে তুমি দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে; যদি ঐ দত্তকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তুমি পুনরায় দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে।" ঐ স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিল, ঐ পুত্র অল্প বয়সে মারা গেল; তখন বিধবা দত্তক গ্রহণ

করিলেন, সেও মরিয়া গেল; বিধবা পুনরায় দত্তকগ্রহণ করিলেন, ঐ দত্তকেরও মৃত্যু হইল; বিধবা তৃতীয়বার দত্তকগ্রহণ করিলেন। তখন প্রশ্ন উঠিল যে বিধবার স্বামী দুইবার দত্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, অতএব তৃতীয় দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ কি না। প্রিভি কৌন্সিল স্থির করিলেন, যে স্বামী দত্তক গ্রহণের সাধারণ ক্ষমতা দিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তৃতীয় দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ নহে (৩৪ এলাহাবাদ ৩৯৮)।

স্বামী সাধারণ কথায় স্ত্রীর প্রতি দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া গেলে, ঐ বিধবা যে কোন বালককে গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু স্বামী জীবিতাবস্থায় যে বালককে গ্রহণ করিতে পারিতেন না, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা স্ত্রীও সেই বালককে দত্তকরূপে লইতে পারিবেন না।

অনুমতি পত্র অসিদ্ধ হইলে তাহার বলে বিধবা কোনও দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন না।

স্বামীর অনুমতি থাকিলে বিধবা স্ত্রী নাবালিকা (১৫ বৎসরের কম বয়স্কা) হইলেও দত্তকগ্রহণ করিতে পারেন। মন্দাকিনী বঃ আদিনাথ, ১৮ কলিকাতা ৬৯); কিন্তু অসতী বিধবা স্বামীর অনুমতি থাকিলেও দত্তকগ্রহণ করিতে পারেন না (৫ বেঙ্গল ল রিপোর্ট ৩৬২)।

স্বামীর অনুমতি থাকিলে বিধবা যখন ইচ্ছা (এমন কি, স্বামীর মৃত্যুর ১৫, ২৫ বা ৫০ বৎসর পরেও) দত্তকগ্রহণ করিতে পারেন (৬ উইকলি রিপোর্টার ২২১; ৯ বোম্বাই ৫৮)। তবে যদি স্বামী কোনও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন যে এত বৎসরের মধ্যে দত্তকগ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আর দত্তকগ্রহণ করা সিদ্ধ হইবে না (২৮ এলাহাবাদ ৩৭৭)।

আরও একটী নিয়ম জানিয়া রাখা উচিত। যদি স্বামীর দত্তকপুত্র বা ঔরসজাত পুত্রের মৃত্যু হওয়ার পর পুত্রবধূতে বা পৌত্রে সম্পত্তি বর্ত্তে, তাহা হইলে বিধবা আর দত্তকগ্রহণ করিতে পারেন না; এমন কি ঐ

পুত্রবধূ বা পৌত্রের মৃত্যুর পর ঐ বিধবাতে সম্পত্তি পুনরায় ফিরিয়া আসিলেও তখন তিনি দত্তকগ্রহণ করিতে পারেন না (ভুবনময়ী বঃ রামকিশোর, ১০ মুরস্ ইণ্ডিয়ান আপীলস্ ২৭৯ ; ১৯ বোম্বাই ৩১১ ; মাণিক্যমালা বঃ নন্দকুমার, ৩৩ কলিকাতা ১৩০৬ ; ২৬ বোম্বাই ৫২৬)।

কিন্তু যদি পুত্রের মৃত্যুর পরই সম্পত্তি ঐ বিধবাতে ফিরিয়া আসে (অর্থাৎ মাঝে পুত্রবধূতে বা পৌত্রে সম্পত্তি না অর্শায়) তাহা হইলে ঐ বিধবা দত্তকগ্রহণ করিতে পারেন (২২ উইকলি রিপোর্টার ১২১ ; ২৫ বোম্বাই ৩০৬)।

কে দত্তক দান করিতে পারেন।

কেবলমাত্র পিতা কিম্বা মাতা পুত্রকে দত্তক দিতে পারেন। মনু বলিয়াছেন—"মাতা পিতা বা দদ্যাৎ" অর্থাৎ কেবলমাত্র মাতা কিংবা পিতা দান করিতে পারেন ; বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—"তস্য প্রদানবিক্রয়-ত্যাগেষু মাতাপিতরৌ প্রভবতঃ" অর্থাৎ পুত্রকে দান, বিক্রয় বা ত্যাগ করিতে পিতামাতার অধিকার আছে। পিতামাতা ভিন্ন অন্য কেহ দত্তক দান করিতে পারে না। কোনও বালকের বিমাতা বা ভ্রাতা বা পিতামহ বা অপর কেহই তাহাকে দত্তকরূপে দান করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন। এইজন্য পিতৃমাতৃহীন বালককে দত্তকগ্রহণ করিতে পারা যায় না, কারণ তাহাকে দত্তকরূপে দিবার কেহ নাই।

কোনও ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীর সম্মতি না লইয়া, এমন কি স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, পুত্রকে দত্তক দিতে পারেন ; কিন্তু স্বামী বর্ত্তমানে তাঁহার সম্মতি না লইয়া স্ত্রী নিজ পুত্রকে দত্তক দিতে পারেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর, অথবা তিনি গৃহত্যাগী, নিরুদ্দিষ্ট বা উন্মাদগ্রস্ত হইলে, স্বামীর অনুমতি না থাকিলেও স্ত্রী নিজ পুত্রকে দত্তক দিতে পারেন ; কিন্তু স্বামী যদি নিষেধ করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্ত্রী পুত্রকে

দত্তকরূপে দান করিতে পারেন না (৩৩ বোম্বাই ১০৭ ; যোগেশ বঃ নৃত্যকালী, ৩০ কলিকাতা ৯৬৫)।

পিতা বা মাতা পুত্রকে দত্তক দিবার জন্য অন্য কাহারও প্রতি ক্ষমতা দিতে পারেন না (১০ বোম্বাই হাইকোর্ট রিপোর্ট ২৬৮)।

পিতা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও পুত্রকে দত্তক দিতে পারেন ; তবে যে সময়ে পুত্রকে দান করা হয় সে সময়ে তিনি বিধর্ম্মী হওয়ার জন্য স্বহস্তে পুত্রকে দান করিতে পারেন না ; সেজন্য তাঁহার পক্ষে অন্য কোনও হিন্দু ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া দানকার্য্য সম্পন্ন করিবেন (২৫ বোম্বাই ৫৫১)।

অর্থ লইয়া পুত্রকে দান করা অতিশয় নিন্দনীয় কার্য্য ; তবে তজ্জন্য দত্তকগ্রহণ অসিদ্ধ হয় না বটে (২৯ মাদ্রাজ ১৬১)।

কাহাকে দত্তকগ্রহণ করা যাইতে পারে ?

স্বধর্ম্মী বালককে দত্তকগ্রহণ করিতে হইবে ; তবে ব্রাহ্ম বালককে দত্তকগ্রহণ করা অসিদ্ধ নহে, কারণ ব্রাহ্মগণ হিন্দু বলিয়া গণ্য। (কুসুম-কুমারী বঃ সত্যরঞ্জন, ৩০ কলিকাতা ৯৯৯ ; জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের বিষয়, ৪৯ কলিকাতা ১০৬৯)।

স্বজাতীয় বালককে দত্তকগ্রহণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ব্যক্তি কায়স্থকে দত্তকগ্রহণ করিতে পারিবেন না। ভ্রাতুষ্পুত্র বা অন্য নিকট-জ্ঞাতির পুত্র থাকিলে তাহাকে দত্তকগ্রহণ করাই উচিত, কিন্তু তাহাকে গ্রহণ না করিয়া অপরকে গ্রহণ করিলেও তাহা সিদ্ধ হইবে।

শৌনকঋষি বলিয়াছেন যে দ্বিজ জাতির পক্ষে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যগণের পক্ষে) এই নিয়ম যে দত্তকপুত্র "পুত্রচ্ছায়াবহ" হইবে, অর্থাৎ যে বালকের মাতাকে দত্তকগ্রহীতা বিবাহ করিতে

পারিতেন, সেই বালককে তিনি দত্তক স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিবেন। সেই জন্য কন্যার বা ভগ্নীর বা মাসীর বা পিসীর পুত্রকে কোনও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্যক্তি দত্তকগ্রহণ করিতে পারেন না; এবং ভ্রাতা, কাকা, বা মামাকেও কেহ দত্তকগ্রহণ করিতে পারেন না।

ভ্রাতার পৌত্র, শ্যালক, শ্যালকপুত্র, শ্যালীর পুত্র ইত্যাদিকে সকলেই দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করা দ্বিজগণের পক্ষে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। (৩ মাদ্রাজ ১৫ ; ৯ পাটনা ল টাইম্‌স্‌, ১২৩)

উপরোক্ত শৌণকের সূত্র শূদ্রের প্রতি প্রযোজ্য নহে। (২১ এলাহাবাদ ৪১২)। অতএব শূদ্রেরা দৌহিত্র, ভাগিনেয়, বা মাসীর ও পিসীর পুত্রকে, এমন কি কাকা ও মামাকেও আইন মতে দত্তকগ্রহণ করিতে পারেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ, ইহা বহু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা উপবীতত্যাগ এবং নামান্তে দাসদাসী শব্দ ব্যবহার করা হেতু শূদ্রত্বে পতিত হইয়াছেন, এই বলিয়া কলিকাতা হাইকোর্ট স্থির করিয়াছেন যে বঙ্গদেশে কায়স্থগণ ভাগিনেয়কে দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে পারেন (রাজকুমার বঃ বিশ্বেশ্বর, ১০ কলিকাতা ৬৮৮)। সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্ট স্থির করিয়াছেন যে কায়স্থগণ শূদ্র নহেন; তাঁহারা মূলতঃ ক্ষত্রিয়, এবং যদিও তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে দ্বিজাচার (যথা উপবীতগ্রহণ) পালন করেন না বটে তথাপি তজ্জন্য তাঁহাদের ক্ষত্রিয়-বর্ণতা বিলুপ্ত হইতে পারে না। অতএব কোন কায়স্থ তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না (রাজেন্দ্র প্রসাদ বসু বঃ গোলকপ্রসাদ বসু, ৯ পাটনা ল টাইম্‌স্‌, ১২৩)। এই মোকদ্দমায় পাটনা হাইকোর্ট কলিকাতার হাইকোর্টের ১০ কলিকাতা ৬৮৮ নামক নজীরটী ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাটনা হাইকোর্টের উপরোক্ত

নজীর দ্বারা বেহারবাসী বাঙ্গালী কায়স্থের শূদ্রত্ব অপবাদ দূরীভূত হইল। কিন্তু ঐ নজীরটী বাঙ্গালা দেশে খাটিবে না। এ দেশের কায়স্থগণ এখনও আইনের চক্ষে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন; এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অপর একটী মোকদ্দমাতেও স্থির হইয়াছে যে কায়স্থগণ শূদ্র, সুতরাং তাহাদের দত্তকগ্রহণকালে কোন হোমক্রিয়ার প্রয়োজন নাই (অসিতমোহন ঘোষ মৌলিক বঃ নীরদ মোহন, ২০ কলিঃ উইকলি নোট্স্‌. ৯০১)। কায়স্থগণ যতদিন উপবীত গ্রহণ, দাসদাসী শব্দ পরিত্যাগ করিয়া দেবদেবী শব্দ ব্যবহার এবং বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় কার্য্যে দ্বিজাচার পালন না করিবেন, ততদিন আইনের চক্ষে তাঁহাদের এই শূদ্রত্ব অপবাদ ঘুচিবেনা।

যে বালককে দত্তকগ্রহণ করিতে হইবে তাহার বয়ঃক্রমসম্বন্ধে কোন বিধান নাই; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির পক্ষে এই নিয়ম যে, ঐ বালকের উপনয়ন হইবার পূর্ব্বে উহাকে দত্তকগ্রহণ করিতে হইবে, পরে করিলে ঐ দত্তক অসিদ্ধ হইবে (৯ এলাহাবাদ ২৫৩)। শূদ্রগণের সম্বন্ধে এই নিয়ম যে, বালকের বিবাহের পূর্ব্বে তাহাকে দত্তক লইতে হইবে।

দত্তকগ্রহিত্রী মাতা অপেক্ষা দত্তকের বয়স অধিক হইলেও তাহাতে দত্তকগ্রহণ অসিদ্ধ হয় না (২৩ বোম্বাই ২৫০)।

কোনও বালক তাহার পিতার একমাত্র পুত্র হইলে, তাহাকে দত্তকগ্রহণ করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—"ন ত্বেবৈকং পুত্রং দদ্যাং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ বা স হি সন্তানায় পূর্ব্বেষাম্‌।" অর্থাৎ, একমাত্র পুত্রকে দান বা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ সে তাহার পিতৃপুরুষের বংশরক্ষা করিবার জন্য থাকিবে। শৌনক বলিয়াছেন—"নৈকপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং কদাচন। বহুপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং প্রযত্নতঃ॥" অর্থাৎ যাহার একটীমাত্র পুত্র, তাহার পুত্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, যাহার বহুপুত্র আছে, সেই ব্যক্তিরই দান করা উচিত। এই শাস্ত্র-

বাক্য অনুসারে বঙ্গদেশে বহু মোকদ্দমায় স্থির হইয়াছিল যে একমাত্র পুত্রকে দত্তকগ্রহণ করা অসিদ্ধ (উপেন্দ্রলাল বঃ রাণী প্রসন্নময়ী, ১ বেঙ্গল ল রিপোর্ট ২২১)। কিন্তু ১৮৯৮ সালে প্রিভিকৌন্সিল দুইটী মোকদ্দমায় স্থির করিলেন যে, ঐ শাস্ত্রবাক্যগুলি সামান্য নিষেধসূচক উপদেশবাক্য মাত্র, অবশ্য-প্রতিপাল্য আদেশবাক্য নহে; সুতরাং একমাত্র পুত্রকে দত্তকগ্রহণ করা সিদ্ধ (২২ মান্দ্রাজ ৩৯৮ ; ২১ এলাহাবাদ ৪৬০)।

কোনও ব্যক্তি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দত্তকরূপে দান করিতে পারেন। (জানকী বঃ গোপাল, ২ কলিকাতা ৩৬৫) ।

জন্মান্ধ, জন্মমূক, জন্মবধির, কুষ্ঠগ্রস্ত বা উন্মাদগ্রস্ত বালককে দত্তক-গ্রহণ করা যায় না, কারণ যে উদ্দেশ্যে (পিণ্ডদান ও উত্তরাধিকার) দত্তকগ্রহণ করা যাইতেছে, তাহা এই বালক দ্বারা সাধিত হইতে পারে না।

দত্তকগ্রহণে কি কি ক্রিয়া আবশ্যক।

যে বালককে দত্তকগ্রহণ করা হইবে তাহাকে প্রদান ও গ্রহণ করা আবশ্যক। বালকের পিতা ও মাতা স্বহস্তে দান করিবেন, এবং দত্তক-গ্রহীতা স্বহস্তে তাহাকে গ্রহণ করিবেন। এই আদানপ্রদান ব্যাপারটী সাধিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক, নচেৎ দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ হইবে না। কার্য্যতঃ আদান ও গ্রহণ করা চাই ; শুধু মুখের কথায় বা লিখনক্রমে "আমি দান করিলাম" ও "আমি গ্রহণ করিলাম" বলিলে চলিবে না (মণ্ডিত বঃ ফুলচাঁদ, ২ কলিকাতা উইকলি নোটস্ ১৫৪ ; ঈশ্বরীপ্রসাদ বঃ হরিপ্রসাদ, ৬ পাটনা ৫০৬)। অথবা "আমি আমার পুত্রকে দান করিলাম, আপনি যখন ইচ্ছা তাহাকে শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিবেন" এইরূপ বলিয়া দত্তকদাতা একটী দলিল সম্পাদন করিয়া দিলেই দত্তক-গ্রহণকার্য্য সম্পন্ন হয় না (শশিনাথ বঃ কৃষ্ণসুন্দরী, ৬ কলিকাতা ২৮১)।

শূদ্রগণের মধ্যে বালকের আদান-প্রদান ব্যতীত আর কোনও ক্রিয়া বা হোমের প্রয়োজন হয় না (৬ কলিকাতা ২৮১ ; ৫ কলিকাতা ৭৭০), কারণ শূদ্রগণ হোমকার্য্যের অধিকারী নহেন। কিন্তু দ্বিজগণের মধ্যে (এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণও ইঁহাদিগের অন্তর্গত হওয়া উচিত) দত্তহোম করা অবশ্য কর্ত্তব্য (১১ বেঙ্গল ল রিপোর্ট ১৭১) ; না করিলে দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ হইবে। হোমকার্য্য আদান প্রদানের সময়ে করা যাইতে পারে, অথবা তাহার পরেও হইতে পারে। যদি কোনও দত্তকগ্রহীতা আদান-প্রদানের পরে এবং হোমক্রিয়ার পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন, তাহা হইলে পরে তাঁহার বিধবা পত্নী বা অপর কোনও ব্যক্তি উহা সম্পন্ন করিলেও চলিবে (২১ মাদ্রাজ ৪৯৭ ; ৪৯ মাদ্রাজ ৯৬৯) ; এমন কি, এরূপ অবস্থায় হোমকার্য্য না হইলেও কোন দোষ হইবে না। কিন্তু পক্ষগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক হোমক্রিয়া পরিহার করিলে তাহাতে দত্তকগ্রহণ অসিদ্ধ হইবে।

সগোত্র বালককে দত্তকগ্রহণ করিলে দ্বিজগণের পক্ষে হোমক্রিয়া না হইলেও চলে (রেতকা বঃ লকপতি, ২০ কলিকাতা উইকলি নোটস্ ১৯ ; বালগঙ্গাধর তিলক বঃ শ্রীশ্রীনিবাস, ৩৯ বোম্বাই ৪৪১ প্রিভি-কৌন্সিল)।

দত্তকগ্রহণ করিতে হইলে কোনও দলিল সম্পাদন করিবার প্রয়োজন হয় না ; কিন্তু দলিল থাকিলে দত্তকগ্রহণ সম্বন্ধে উত্তম প্রমাণ হয়। অতএব দত্তকদাতা এবং দত্তকগ্রহীতার মধ্যে দলিল (দত্তকদানপত্র বা দত্তকগ্রহণ পত্র) সম্পাদিত হওয়া উচিত। এই দলিলে ২০৲ টাকা ষ্ট্যাম্প লাগে।

দত্তকের স্বত্ব—দত্তকগ্রহণের ফল।

দত্তকগ্রহণ হইলেই দত্তক তাঁহার জন্মদাতা পিতার পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দত্তকগ্রহীতা পিতার পরিবারে সম্পূর্ণরূপে আনীত হন।

তিনি তাঁহার জন্মদাতা পিতার পরিবারবর্গের শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান কার্য্য করিতে পারেন না এবং ঐ পরিবারস্থ কাহারও উত্তরাধিকারী হইয়া সম্পত্তি পাইতে পারেন না। কিন্তু দত্তকগ্রহণের পূর্ব্বেই তিনি যদি তাঁহার জন্মদাতার পরিবারে কোনও সম্পত্তি পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি দত্তকরূপে গৃহীত হইবার পরে ঐ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন না (বেহারীলাল বঃ কৈলাসচন্দ্র, ১ কলিকাতা উইক্লি নোট্‌স্‌ ১২১)। যথা, তিনি যদি তাঁহার পিতার মৃত্যুতে পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন, এবং তাহার পর তাঁহার মাতা যদি তাঁহাকে দত্তকরূপে দান করেন, তাহা হইলেও তিনি পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

কিন্তু দত্তকগ্রহণের পরেও জন্মদাতা পিতার পরিবারে তাঁহার রক্ত সম্বন্ধ নষ্ট হইবে না। সেজন্য দত্তকগ্রহণের পরে তিনি তাঁহার জন্মদাতা পিতার পরিবারে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ করিতে পারিবেন না, অথবা নিষিদ্ধ ব্যক্তিগণকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না।

দত্তকপুত্রের স্বত্ব ঠিক ঔরস পুত্রের ন্যায়। সে দত্তকগ্রহীতা পিতা এবং তাঁহার পিতা ও পিতামহ আদি পূর্ব্বপুরুষগণের ওয়ারিস হইতে পারিবে; সে তাহার দত্তকগ্রহীতা পিতার ভ্রাতারও ওয়ারিস হইতে পারিবে; তাহার দত্তকগ্রহিত্রী মাতা যদি তাহাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াও থাকেন (অর্থাৎ যদি তাহার দত্তকগ্রহীতা পিতা নিজ স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দত্তকগ্রহণ করিয়া থাকেন) তাহা হইলেও সে তাহার দত্তকগ্রহিত্রী মাতার স্ত্রীধন সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইবে এবং ঐ মাতৃবংশের ব্যক্তিগণের ওয়ারিস হইতে পারিবে (কালীকমল বঃ উমাশঙ্কর, ১০ কলিকাতা ২৩২, প্রিভিকৌন্সিল)। দত্তকপুত্রে এবং ঔরসজাত পুত্রে উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রভেদ নাই। ঔরসজাত

পুত্র যে যে স্থলে যেরূপভাবে ওয়ারিস হইয়া থাকে, দত্তকপুত্রও সেই সেই স্থলে সেইরূপ ভাবে ওয়ারিস হইয়া সম্পত্তি পাইবে। ইহার আর একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। এক ব্যক্তির দুই কন্যা আছে, তন্মধ্যে এক কন্যার গর্ভজাত পুত্র আছে, এবং এক কন্যার দত্তকপুত্র আছে; এরূপস্থলে উভয় দৌহিত্রই সমানভাবে ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি পাইবে (সূর্য্যকান্ত বঃ মহেশচন্দ্র, ৯ কলিকাতা ৭০)।

দত্তকগ্রহণের পর যদি দত্তকগ্রহীতার পুত্রসন্তান জন্মে, তাহা হইলে ঐ ঔরসজাত পুত্র যাহা পাইবেন তাহার অর্দ্ধেক অংশ দত্তকপুত্র পাইবেন। অর্থাৎ একজন ঔরসজাত পুত্র জন্মিলে সম্পত্তি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া ঔরস পুত্র ২/৩ অংশ ও দত্তকপুত্র এক তৃতীয়াংশ পাইবেন। দুইজন ঔরস পুত্র জন্মিলে দত্তক এক পঞ্চমাংশ (১/৫) এবং ঔরস পুত্রগণ প্রত্যেকে ২/৫ অংশ করিয়া পাইবেন। তিন জন ঔরস পুত্র জন্মিলে দত্তক ১/৭ অংশ ও ঔরস পুত্রগণ প্রত্যেকে ২/৭ অংশ করিয়া পাইবেন। এইরূপ নিয়মে সম্পত্তির বিভাগ হইবে।

পিতা যেমন ঔরসপুত্রকে ত্যজ্যপুত্র করিতে পারেন, দত্তকগ্রহীতাও সেইরূপ দত্তকপুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সম্পত্তি অপর কাহাকেও দান করিয়া বা উইল দ্বারা দিয়া যাইতে পারেন। কারণ, ঔরসপুত্র সম্বন্ধে পিতা যাহা করিতে পারেন, দত্তকপুত্র সম্বন্ধেও তাহাই করিতে তিনি ক্ষমতাপন্ন; ঔরসপুত্র অপেক্ষা দত্তকপুত্র অধিক ক্ষমতা পাইতে পারেনা (২২ মাদ্রাজ ৩৮৩)। কিন্তু যদি দত্তকগ্রহণ করিবার সময়ে দত্তক-গ্রহীতা এইরূপ প্রতিশ্রুতি করিয়া চুক্তি করিয়া থাকেন যে, তিনি দত্তকপুত্রকে কোনও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন না, তাহা হইলে তিনি কোনও সম্পত্তি অপর কাহাকেও হস্তান্তর করিয়া বা উইল করিয়া দিয়া যাইতে পারেন না (সুরেন্দ্র বঃ দুর্গাসুন্দরী, ১৯ কলিকাতা ৫১৩)।

এ কথা সত্য বটে যে, ঔরসপুত্র অপেক্ষা দত্তকপুত্রের অধিক ক্ষমতা নাই, এবং ঔরসজাত পুত্রকে পিতা যখন ত্যাগ করিতে পারেন, তখন দত্তক পুত্রকেও পারেন। কিন্তু এস্থলে তুইটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, পিতা তাঁহার ঔরসজাত পুত্রকে সামান্য কারণে প্রায় ত্যজ্যপুত্র করেন না, কারণ স্বাভাবিক পিতৃস্নেহ তাঁহাকে এরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবে ; কিন্তু দত্তকপুত্রের প্রতি সেরূপ স্নেহ হওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং দত্তকগ্রহীতা-পিতা ইচ্ছা করিলে সামান্য কারণে দত্তকপুত্রকে ত্যজ্যপুত্র করিতে পারেন ; অথবা হয়তো দত্তকপুত্রের প্রতি তাঁহার মোটেই স্নেহ হইল না, একারণেও তিনি দত্তককে বঞ্চিত করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিকতর স্নেহের পাত্রকে সম্পত্তি দিয়া গেলেন। এই কারণ বশতঃ, দত্তকগ্রহীতা যাহাতে যথেচ্ছরূপে দত্তকপুত্রকে ত্যজ্যপুত্র করিয়া না যাইতে পারেন এরূপভাবে তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত, নহিলে দত্তকপুত্র অনেকস্থলে বিনাদোষে পরিত্যক্ত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, দত্তকপুত্রের জন্মদাতা-পিতা বালককে কোন্ উদ্দেশ্যে পরগৃহে দত্তকরূপে দান করিয়াছে ? সে ভাল অবস্থায় থাকিবে, এই আশাতেই তো ? সুতরাং যদি দত্তকপুত্র বিনাদোষে পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পিতামাতাও নিরাশ হইয়া যায়। এই সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে দত্তকপুত্রকে একান্তই ত্যজ্যপুত্র করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট সম্পত্তি দেওয়া উচিত।

যেস্থলে কোনও বিধবা স্ত্রীলোক দত্তকগ্রহণ করেন, সে স্থলে যদি বালকের জন্মদাতা পিতার সহিত দত্তকগ্রহীত্রীর এইরূপ চুক্তি থাকে যে, দত্তকগ্রহণের পরেও দত্তকগ্রহীত্রী যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন তিনি তাঁহার স্বামীত্যক্ত সম্পত্তি জীবনস্বত্বে ভোগ করিতে থাকিবেন, তাহা হইলে ঐরূপ চুক্তি ঐ বালক সাবালক হইয়া অসিদ্ধ সাব্যস্ত

করাইতে পারিবেন (ভায়া রবিদং বঃ মহারাণী ইন্দার, ১৬ কলিকাতা ৫৫৬ প্রিভি কৌন্সিল)।

বিধবা স্ত্রীলোক দত্তকগ্রহণ করিলেই স্বামীত্যক্ত সম্পত্তিতে তাঁহার জীবনস্বত্বের লোপ হয়, এবং উহাতে দত্তকপুত্রের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব জন্মে (মন্দাকিনী বঃ আদিনাথ ১৮ কলিকাতা ৬৯)।

কোনও স্ত্রীলোক যদি তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তিতে জীবনস্বত্বে উত্তরাধিকারিণী হইয়া থাকেন, এবং তাহার পর তিনি দত্তক-গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও ঐ সম্পত্তিতে তাঁহার জীবনস্বত্ব লোপ হইবে, এবং দত্তকপুত্রের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব জন্মিবে (১ মাদ্রাজ ১৭৪)। কিন্তু পুত্রের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া দত্তকগ্রহণ করিলে তিনি ঐ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন না। সেইরূপ, কোনও স্ত্রীলোক যদি তাঁহার পিতৃত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হইয়া থাকেন, এবং তাহার পর তিনি দত্তকগ্রহণ করেন, তাহা হইলেও তিনি ঐ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন না। তিনি যতকাল বাঁচিবেন, ততকাল পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি ভোগ করিবেন।

কোনও বিধবা যদি দত্তকগ্রহণের পূর্ব্বে স্বামীত্যক্ত কোনও সম্পত্তি আইনসঙ্গত আবশ্যকতা ব্যতীত হস্তান্তর করিয়া থাকেন তবে ঐ দত্তকপুত্র তাহা রহিত করিয়া সম্পত্তি দখল করিবার জন্য নালিশ করিতে পারেন। এরূপ নালিশ দত্তকগ্রহণের তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে (তামাদি আইন, ১৪৪ দফা)। কিন্তু বিধবা যদি হস্তান্তর করিবার সময়ে ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি লইয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ হস্তান্তর সিদ্ধ হইবে এবং দত্তকপুত্র তাহা রদ করিতে পারিবেন না (৩ উইকলি রিপোর্টার ১৪)। যদি আইনসঙ্গত আবশ্যকতা হেতু বিধবা সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দত্তকপুত্র তাহা রদ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবে না।

দত্তকগ্রহণ যদি অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে দত্তকপুত্র দত্তকগ্রহীতার পরিবারে কেবলমাত্র ভরণপোষণ পাইবে ; আবার কোন কোন শাস্ত্রকার বলেন যে, দত্তকগ্রহীতার গৃহে আসিয়া যদি তাহার বিবাহ বা উপনয়ন সম্পন্ন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে আপন পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবে কিন্তু যদি তাহা সম্পন্ন হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আপন পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না, দত্তকগ্রহীতা তাহাকে ভরণপোষণ করিবেন।

দত্তকগ্রহণ একবার সিদ্ধরূপে সম্পন্ন হইলে আর কেহ তাহা রদ করিতে পারেন না। দত্তকপুত্রও ইচ্ছা করিলে আর স্বীয় পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইতে ও পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, তবে সে ইচ্ছা করিলে দত্তকগ্রহীতা-পিতার সম্পত্তি লইতে অস্বীকার করিতে পারে (১৯ বোম্বাই ২৩৯)।

৬। অন্যান্য কথা।

দত্তকগ্রহণ ব্যাপারে দাতা এবং গ্রহীতা এই উভয় পক্ষের স্বাধীন সম্মতি থাকা প্রয়োজন। কোনও পক্ষের প্রতি প্রবঞ্চনা, ভয়প্রদর্শন, বলপ্রকাশ, বা অবৈধ ক্ষমতাপ্রয়োগপূর্ব্বক দত্তকগ্রহণ হইলে ঐ পক্ষ তাহা অসিদ্ধ করাইতে পারেন (চুক্তি আইন, ১৯ ধারা)।

যদি দত্তকগ্রহীতা দত্তকদাতাকে অর্থ দিবেন বলিয়া চুক্তি করিয়া দত্তকগ্রহণ করেন এবং পরে অর্থ না দেন, তাহা হইলে দত্তকগ্রহণ অসিদ্ধ হইবে না বটে ; কিন্তু সেই টাকার জন্য দত্তকদাতা গ্রহীতার বিরুদ্ধে নালিশ করিতেও পারিবেন না, কারণ ঐ টাকা দিবার চুক্তি বে-আইনী ও অসিদ্ধ (চুক্তি আইন, ২৩ ধারা)।

কোনও দত্তকগ্রহণ অসিদ্ধ সাব্যস্থ করাইবার জন্য নালিস করাইতে হইলে, বাদী যে তারিখে দত্তকগ্রহণের কথা জানিতে পারেন সেই তারিখ হইতে ৬ বৎসরের মধ্যে নালিস করিতে হইবে (তামাদি আইন, ১১৮

দফা)। যদি ঐ নালিসে সম্পত্তি দখলেরও দাবী থাকে, তাহা হইলে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত সময় পাওয়া যায় (তামাদি আইন, ১৪৪ দফা ; মহম্মদ উমার বঃ মহম্মদ নিয়াজুদ্দিন, ৩৯ কলিঃ ৪১৮ প্রিভিকৌন্সিল ; কল্যানদাপ্পা বঃ চেনবাসাপ্পা, ৪৮ বোম্বাই ৪১১ প্রিঃ কৌঃ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিবাহ।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের কথা লিখিত আছে, যথা ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য, আর্ষ, আসুর, রাক্ষস, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ। তন্মধ্যে এখন কেবলমাত্র ব্রাহ্ম ও আসুর বিবাহ প্রচলিত আছে, অপর গুলি সামাজিক আদর্শের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইয়াছে।

বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক বরকে গৃহে আনিয়া তাহাকে সালঙ্কারা কন্যা দান করাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে, এবং বর কর্ত্তৃক মূল্য দিয়া কন্যাকে বিবাহ করাকে আসুর বিবাহ বলে। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ ভদ্রসমাজে যে বিবাহ হয় তাহা প্রথমোক্ত প্রকারের; নিম্ন জাতির মধ্যে আসুর বিবাহ খুব বেশী প্রচলিত।

কোনও বিবাহ ব্রাহ্ম কিংবা আসুর মতে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হয়, অন্যত্র প্রয়োজন হয় না। ব্রাহ্ম বিবাহ হইলে স্ত্রীধন একপ্রকার উত্তরাধিকারীতে অর্শায়, আসুর বিবাহ হইলে অন্য প্রকার উত্তরাধিকারীতে যায়। ব্রাহ্ম বিবাহই শাস্ত্রসম্মত, এবং আসুর বিবাহ শাস্ত্রনিন্দিত; সেজন্য কোন বিবাহ হইলে আদালত প্রথমেই অনুমান করিয়া লন যে, ঐ বিবাহ ব্রাহ্ম বিধিতেই সম্পন্ন হইয়াছে; তবে অপর পক্ষ অবশ্য ঐ অনুমান খণ্ডন করিয়া প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে পারেন যে বিবাহ আসুরমতে সম্পন্ন হইয়াছে (জগন্নাথ, বঃ রঞ্জিৎ, ২৫ কলিকাতা ৩৫৪)।

অন্যান্য আইনে বিবাহ একপ্রকার চুক্তি বলিয়া গণ্য; কিন্তু হিন্দু আইনে তাহা নহে; উহা একটী ধর্ম্মকার্য্য বা সংস্কার। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধ বলিয়া গণ্য, চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ সম্বন্ধ নহে; এবং সেজন্য হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে বিবাহবন্ধন কিছুতেই ছিন্ন হয় না।

কে বিবাহ করিতে পারেন।

হিন্দু আইন অনুসারে কোনও ব্যক্তির বয়স ১৫ বৎসর পূর্ণ হইলেই সে সাবালক হয় এবং বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া নাবালকের বিবাহ অসিদ্ধ নহে। তবে নাবালকের বিবাহে তাহার পিতা বা অন্য অভিভাবকের সম্মতি আবশ্যক, কিন্তু সম্মতি না থাকিলে যে বিবাহ অসিদ্ধ হইয়া যাইবে তাহা নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের সম্বন্ধে আরও এই নিয়ম আছে যে তাহাদের উপনয়ন সম্পন্ন না হইলে বিবাহ হইতে পারিবে না।

যদি কেহ এরূপ উন্মাদগ্রস্ত বা বুদ্ধিহীন হয় যে, সে কি করিতেছে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা তাহার নাই, তাহা হইলে তাহার বিবাহ অসিদ্ধ হইবে (মৌজিলাল বঃ চন্দ্রাবলী, ৩৮ কলিকাতা ১০০ প্রিভি কৌন্সিল)। কিন্তু অল্প মস্তিষ্কবিকৃতি থাকিলে (যাহাকে চলিত কথায় 'পাগলের ছিট' বলা যায়) বিবাহ অসিদ্ধ হয় না। পুরুষত্বহানি হইলে তাহার বিবাহ সিদ্ধ কি না এ বিষয়ে এখনও আদালতে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই। কিন্তু বিষ্ণুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এরূপ ব্যক্তির বিবাহ নিষিদ্ধ।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিতে পারে না; কিন্তু যেস্থলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিতে অস্বীকার করেন, কিংবা বিদেশে বাস করেন, কিংবা উন্মাদবশতঃ বা অন্য কোন কারণে বিবাহ করিতে অক্ষম হন, সেস্থলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু ঐ সকল অবস্থা ব্যতীতও যদি জ্যেষ্ঠের পূর্ব্বে কনিষ্ঠের বিবাহ

হইয়া যায় তাহা হইলেও উহা অসিদ্ধ হইবে না। কন্যার পক্ষেও এইরূপ নিয়ম আছে যে, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী অবিবাহিতা থাকিতে কনিষ্ঠার বিবাহ নিষিদ্ধ; কিন্তু এরূপ বিবাহ হইলেও অসিদ্ধ হইবে না। এক স্ত্রী বর্ত্তমানে পুনরায় বিবাহ করিলেও, তাহা সিদ্ধ।

কাহাকে বিবাহ করিতে পারা যায়।

স্বধর্ম্মী ও স্বজাতির মধ্যে বিবাহ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ কায়স্থকে বিবাহ করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে। কিন্তু কোনও কোনও স্থলে (যথা ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম) কায়স্থের সহিত বৈদ্যের বিবাহ স্থানীয় প্রথানুসারে সিদ্ধ (৭ কলিকাতা উইক্‌লি নোটস ৬১২)। কিন্তু একই জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ অসিদ্ধ নহে (১৫ কলিকাতা ৭০৮)। যথা, রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্যক্তি যদি বারেন্দ্র শ্রেণীয় কন্যাকে বিবাহ করেন তাহা সিদ্ধ হইবে।

সম্প্রতি একটী ফৌজদারী মোকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি প্যাণ্টন স্থির করিয়াছেন যে, কায়স্থের সহিত ডোমের বিবাহ যদি শাস্ত্রোক্ত বিধান মতে সম্পন্ন হয় তাহা হইলে উহা সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে; কারণ উভয়েই যখন শূদ্র, তখন তাহাদের মধ্যে বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে (ভোলানাথ বঃ ভারতেশ্বর, ৫১ কলিকাতা ৪৮৮)। এই নিষ্পত্তি একেবারেই ভ্রান্ত, কারণ কায়স্থ ও ডোমের মধ্যে বিবাহ যে কিরূপে "শাস্ত্রোক্ত বিধানমতে অনুষ্ঠিত" হইতে পারে, ইহাই এক হাস্যকর কথা, কারণ হিন্দুশাস্ত্রই এইরূপ বিবাহের বিরোধী। উপরোক্ত মোকদ্দমার ইউরোপীয় বিচারপতি এদেশীয় শাস্ত্র ও রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সুতরাং তিনি ঐ অদ্ভুত রায় দিয়াছেন; এদেশীয় বিচারপতি হইলে তাঁহার নিষ্পত্তি অন্যরূপ হইত, সন্দেহ নাই। ইহার পূর্ব্বে আরও একটী মোকদ্দমায় স্থির হইয়াছে যে, কায়স্থ ও তাঁতির মধ্যে বিবাহ

অসিদ্ধ নহে (বিশ্বনাথ বঃ সরসীবালা, ৪৮ কলিকাতা ৯২৬)। ইহাতেও বিচারপতিগণ উপরোক্তরূপে ভ্রম করিয়াছেন এবং ইহাও দুইজন ইউরোপীয় বিচাপতির নিষ্পত্তি। শূদ্রের মধ্যে যে সকল জাতি আছে তাহাদের মধ্যেও বিবাহ হয় না; যথা ধোপার সহিত নাপিতের বিবাহ বা কলুর সহিত গোয়ালার বিবাহ হয় না; এ সকল বিষয় ইউরোপীয় বিচারপতিগণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারে না; তাঁহারা 'শূদ্র' বলিতে সকল শূদ্রজাতিকেই এক পর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া স্থির করিয়াছেন যে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ চলিতে পারে।

তাহার পর, বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে শূদ্রমধ্যে পরিগণিত করিয়া ঐ দুইটী মোকদ্দমায় হাইকোর্ট যে গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন, এই ভ্রমটী ৪০ বৎসরের উর্দ্ধকাল হইতে বিচারালয়ে চলিয়া আসিতেছে। এদেশের কায়স্থগণ কর্ত্তৃক বহু শতাব্দী হইতে উপনয়ন ত্যাগ ও ক্ষত্রিয়োচিত আচার পরিবর্জ্জনহেতু রঘুনন্দন তাঁহাদিগকে শূদ্রমধ্যে গণ্য করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্যামাচরণ সরকার তাঁহার "ব্যবস্থাদর্পণ" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে—এ দেশীয় কায়স্থগণ বাস্তবিকই ক্ষত্রিয়, কিন্তু বহুকাল যাবৎ তাঁহারা উপনয়ন ত্যাগ করিয়াছেন এবং নামান্তে 'বর্ম্মা' শব্দ ব্যবহার না করিয়া 'দাস' শব্দ ব্যবহার করেন বলিয়া তাঁহারা শূদ্রত্বে পতিত হইয়াছেন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া কলিকাতা হাইকোর্ট ১৮৮৪ সালে রাজকুমার বঃ বিশ্বেশ্বর (১০ কলিকাতা ৬৮৮) নামক মোকদ্দমায় কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং এই নজীর অনুসরণ করিয়া অসিতমোহন বঃ নীরদমোহন (২০ কলিঃ উইক্‌লি নোট্‌স্‌ ৯০১) নামক মোকদ্দমায় সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আর স্মার্ত্ত রঘুনন্দন যাহা বাকী রাখিয়াছিলেন সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্ট তাহা শেষ করিয়া দিয়াছেন; কায়স্থের সহিত ডোমের ও তাঁতির বিবাহ সমর্থন করিয়া এই সম্ভ্রান্ত জাতির ললাটে শূদ্রত্বের চরম কলঙ্ককালিমা

লেপন করিলেন। এই অপবাদের জন্য কায়স্থগণ নিজেরাই দায়ী। তাঁহারা উপবীত গ্রহণ অনাবশ্যক বোধ করেন, শূদ্রের ন্যায় ৩০ দিন অশৌচ পালন করেন, এবং দাস শব্দ ব্যবহার করিতে অনেকেই গৌরব অনুভব করেন। শূদ্রত্বের এই সকল চিহ্ন যতদিন তাঁহারা স্বেচ্ছায় ধারণ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের এই গ্লানি ঘুচিবে না। বেহার ও পশ্চিম প্রদেশের কায়স্থগণ দাসশব্দ ব্যবহার করেন না, এবং উপবীত ত্যাগ করেন নাই, সেজন্য তথাকার কায়স্থগণ হাইকোর্টের বিচারে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন (ঈশ্বরীপ্রসাদ বঃ হরিপ্রসাদ, ৬ পাটনা ৫০৬ ; তুলসী বঃ বেহারী, ১২ এলাহাবাদ ৩২৮)।

সগোত্রে বিবাহ করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে। কতকগুলি সম্পর্ক "নিষিদ্ধ সম্পর্ক" বলিয়া কথিত হইয়াছে ; ঐ সকল সম্পর্কীয়া কন্যাকে বিবাহ করা আইনে নিষিদ্ধ। যথা, পিতৃকুলের সাত পুরুষের, এবং মাতৃকুলের পাঁচ পুরুষের মধ্যে কাহারও বংশীয়া কন্যাকে বিবাহ করা শাস্ত্রে নিষেধ আছে। নারদ বলিয়াছেন—"আসপ্তমাৎ পঞ্চমাচ্চ বন্ধুভ্যঃ পিতৃমাতৃতঃ। অবিবাহ্যা সগোত্রা চ সমানপ্রবরা তথা ॥" মনু বলিয়াছেন—"অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ। সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে।" কিন্তু এই নিষেধ থাকিলেও সকলে সকল সময়ে মানিয়া চলে না ; অতএব যদি উভয় পক্ষের আত্মীয় ও স্বজনগণের সম্মুখে এবং তাঁহাদের সম্মতিক্রমে পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যেও বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সিদ্ধ বলিয়াই গণ্য হইবে। কিন্তু অতি নিকট সম্পর্কীয়গণের মধ্যে বিবাহ হওয়া উচিত নহে, কারণ তাহা অসিদ্ধ সাব্যস্ত হইবার সম্ভাবনা বেশী।

আরও, বিমাতার ভগিনী, বিমাতার ভ্রাতুষ্কন্যা, খুল্লতাতের স্ত্রীর ভগিনী, শ্যালীকন্যা প্রভৃতিকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু এইরূপ বিবাহ করিলেও তাহা অসিদ্ধ নহে।

এতদ্ভিন্ন, গুরুকন্যা (অর্থাৎ যে গুরু বেদপাঠ করান তাহার কন্যা), বরের মাতৃনামধারিণী কন্যা, কিংবা যে কন্যা বর অপেক্ষা অধিকবয়স্কা তাহাকে বিবাহ করাও শাস্ত্রনিষিদ্ধ। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষেত্রেও বিবাহ করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে না।

কন্যার বিবাহে অভিভাবক।

বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের নিয়ম প্রচলিত আছে, এবং তাঁহার মতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কন্যার বিবাহে অভিভাবক হইতে পর পর ক্ষমতাপন্ন :—পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য (অর্থাৎ ৪র্থ হইতে ৭ম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতি) মাতামহ, মাতুল, মাতা। "পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো মাতামহো মাতা চেতি। কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বাভাবে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ ॥"—বিষ্ণু, ২৪।৩৮-৩৯।

এই নিয়মটী দেখিলেই মনে হয় যে, মাতার স্থান বড়ই শেষে দেওয়া হইয়াছে। সন্তানের শরীর বা সম্পত্তি রক্ষার জন্য হিন্দু আইনে পিতার পরই অভিভাবক রূপে মাতার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কন্যার বিবাহে অভিভাবক হিসাবে তাঁহার স্থান অত্যন্ত নিম্নে। সম্ভবতঃ বিবাহের ন্যায় একটা সামাজিক কার্য্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরই বিচারশক্তি অধিক, পাত্র সম্বন্ধে ভাল-মন্দ বিচার স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষই ভালরূপ করিতে পারিবে, এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ মাতাকে সর্ব্বশেষে স্থান দিয়াছেন।

কিন্তু তাহা বলিয়া কন্যার বিবাহে মাতা যে কোনও কথাই বলিতে পারিবেন না, এরূপ নহে। কন্যার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য পিতার যেমন ভাবনা, মাতার ভাবনা তাহা অপেক্ষা কম নহে; সুতরাং যদিও তিনি কন্যার পাত্রনির্ব্বাচন সম্বন্ধে অধিকারিণী নহেন বটে, তথাপি, যদি কন্যার পিতা কন্যাকে কোন অপাত্রে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হন

তাহা হইলে কন্যার মাতা তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন (হরেন্দ্র বঃ বৃন্দারাণী, ২ কলিকাতা উইকলি নোটস্ ৫২১)। আবার বিশেষ বিশেষ স্থলেও পিতা অপেক্ষা মাতাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় অভিভাবক বলিয়া গণ্য হন। যদি একজন কুলীন ব্রাহ্মণের একশত পত্নী থাকে, তাহা হইলে কবে কোন্ পত্নীর গর্ভে কোথায় কোন্ কন্যা জন্মিয়াছে তাহা হয়তো ঐ ব্রাহ্মণের স্মরণও না থাকিতে পারে; ঐ কন্যা তাহার মাতার নিকট মাতামহের গৃহে প্রতিপালিত হইতেছে, পিতাকে সে হয়তো কখনও দেখেও নাই। এরূপ অবস্থায় ঐ কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে পিতা অপেক্ষা মাতাই স্বাভাবিক অভিভাবক হইবেন (মধুস্থদন বঃ যাদবচন্দ্র, ৩ উইকলি রিপোর্টর ১৯৪)।

অভিভাবক হিসাবে পিতার স্থান খুবই উচ্চ; এমন কি, পিতা যদি কোনও অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া দণ্ড প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেও সে কারণে তিনি কন্যার বিবাহের অভিভাবক হইবার অযোগ্য হইবেন না (১২ বোম্বাই ১১০)।

বিমাতা কখনও অভিভাবক হইতে পারেনা।

কন্যার যদি কোনও অভিভাবক না থাকে, অথবা যদি কন্যা যৌবনস্থা হওয়ার পরও তাহার অভিভাবকগণ বিবাহ দিতে অবহেলা করেন, তাহা হইলে সে নিজে স্বামী নির্ব্বাচন করিতে পারে।

কন্যার বিবাহে কে উপযুক্ত অভিভাবক হইবেন, এ সম্বন্ধে বিবাহের পূর্ব্বে কোন প্রশ্ন উঠিলে আদালত তাহার মীমাংসা করিতে পারেন, কিন্তু বিবাহের পরে প্রশ্ন উঠিলে আদালত প্রায় হস্তক্ষেপ করেন না। যদি কোন কন্যার পিতা একটি পাত্র নির্ব্বাচন করেন, এবং ভ্রাতাও একটী পাত্র নির্ব্বাচন করেন, এবং পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভ্রাতা বিবাহ দিতে অগ্রসর হন, সে স্থলে আদালত হস্তক্ষেপ করিবেন, এবং ভ্রাতার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিবেন।

কিন্তু এ সকল বিষয়েও আদালত প্রধানতঃ কন্যার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। যদি আদালত দেখেন যে, পিতা একটী অযোগ্য পাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন এবং ভ্রাতার নির্ব্বাচিত পাত্র তাহা অপেক্ষা যোগ্যতর, তাহা হইলে আদালত কখনও ভ্রাতার নির্ব্বাচন রহিত করিয়া পিতার নির্ব্বাচন স্থির রাখিবেন না। আর একটী উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে যে, পিতা অযোগ্য পাত্র নির্ব্বাচন করিলে মাতা তাঁহাকে আদালতের নিষেধাজ্ঞা দ্বারা নিবৃত্ত করিতে পারেন (২ কলিকাতা উইকলি নোটস্ ৫২১)।

কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেলে পর, তখন আর আদালত অভিভাবক সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন লইয়া হস্তক্ষেপ করিবেন না। তাহার কারণ এই যে, হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে বিবাহ একটী অবিচ্ছেদ্য ধর্ম্মসম্বন্ধ, সুতরাং বিবাহ হইয়া গেলে পর আদালত তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে এবং বিবাহ অসিদ্ধ সাব্যস্ত করিলে কন্যার সামাজিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে, সমাজে তাহার দাঁড়াইবার স্থান থাকে না (২২ বোম্বাই ৮১২)। সুতরাং যদি কোনও কন্যার পিতা বর্ত্তমানে এবং পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও মাতা বিবাহ দেন, এবং ঐ বিবাহ-ক্রিয়া যদি শাস্ত্রমতে সম্পন্ন হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে আদালত তাহাতে আর হস্তক্ষেপ করিবেন না (১১ বোম্বাই ২৪৭)। এমন কি, যদি পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাতা বিবাহ দিতে উদ্যত হন, এবং মাতাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য পিতা আদালত হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করান এবং ঐ নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মাতা বিবাহ দেন, তাহা হইলেও ঐ বিবাহ অসিদ্ধ সাব্যস্ত হইবে না (২২ বোম্বাই ৫০৯)।

বিবাহে কি কি ক্রিয়া আবশ্যক।

আদান-প্রদান, হোম এবং সপ্তপদীগমন—বিবাহে এই তিনটী ক্রিয়া আবশ্যক। দত্তকগ্রহণের ন্যায় বিবাহেও সম্প্রদান ও গ্রহণ কার্য্যতঃ

সম্পন্ন হওয়া চাই। এই ক্রিয়াগুলির মধ্যে কোনটী ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিহার করিলে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে।

কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ প্রথা থাকিলে সেই প্রথানুসারে বিবাহ করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে। যথা, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রথা আছে যে, কণ্ঠিবদল করিলেই বিবাহ সিদ্ধরূপে সম্পন্ন হইয়া যায়, তাহাদিগের আর কোনও অনুষ্ঠান আবশ্যক হয় না; এবং আইনের চক্ষে এরূপ বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না। (সৌরভমণির বিষয়, ২৪ কলিকাতা উইকলি নোটস্, ৯৫৮)।

স্বামী-স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

বিবাহের পর স্বামীই স্ত্রীর আইনমত অভিভাবক হন, এবং স্ত্রী স্বামীর বাটীতে বাস করিতে বাধ্য। কিন্তু কোন কোন স্থলে এরূপ প্রথা আছে যে, দ্বিতীয় সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রী পিতৃগৃহে বাস করিতে পারেন। বিবাহের পূর্ব্বে যদি এইরূপ চুক্তি হয় যে, স্ত্রী কখনও স্বামীর গৃহে বাস করিবে না, কিংবা স্বামী পুনরায় বিবাহ করিলে স্ত্রী পিতৃগৃহে চলিয়া যাইবে, তাহা হইলে ঐ চুক্তি অসিদ্ধ হইবে (মনোমোহিনী বঃ বসন্তকুমার, ২৮ কলিকাতা ৭৫১)। সেইরূপ, বিবাহের পরও যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এইরূপ চুক্তি হয় যে, স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে পৃথকভাবে থাকিবে, এবং ভরণপোষণ পাইবে, তাহা হইলে ঐ চুক্তি অসিদ্ধ হইবে (রাজলক্ষ্মী বঃ ভূতনাথ, ৪ কলিকাতা উইকলি নোটস্ ৪৮৮)।

ফলকথা এই যে, বিবাহের পর হইতেই স্ত্রী স্বামীর নিকট বাস করিতে বাধ্য। স্বামী যদি পুনরায় বিবাহ করেন (১ মাদ্রাজ ৩৭৫) বা অসচ্চরিত্র হন, তাহা হইলেও স্ত্রী স্বামীগৃহে বাস করিতে বাধ্য। কিন্তু যদি স্বামী স্ত্রীর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার (প্রহার) করেন (দুলার বঃ দ্বারকা, ৩৪ কলিকাতা ৯৭১), কিংবা স্ত্রীকে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দেন (যথা

গৃহে উপপত্নী রাখা, ৩৪ কলিকাতা ৯৭১) কিংবা গুরুতর সংক্রামক রোগে (যথা কুষ্ঠরোগ) আক্রান্ত হন, তাহা হইলে স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে পৃথক থাকিতে এবং ভরণপোষণ আদায় করিতে পারেন। স্বামী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে, স্ত্রী স্বামী হইতে পৃথক থাকিতে পারেন (মুচু বঃ অর্জ্জুন, ৫ উইকলি রিপোর্টার ২৩৫)।

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীকে কেহ স্বামীগৃহ হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে পারেন না। এমন কি, স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীকে যদি তাঁহার পিতাও লইয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে তিনিও অপরাধী হইবেন (ধরণীধর আসামী, ১৭ কলিকাতা ২৯৮)। কোন ব্যক্তি যদি স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীকে স্বামীগৃহ ত্যাগ করিতে সাহায্য করেন, কিংবা স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী গৃহত্যাগ করিয়া গেলে যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে স্বামী ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারেন।

স্বামীর মৃত্যুর পরও স্বামীগৃহে বাস করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য, কিন্তু তথাপি উপযুক্ত কারণ থাকিলে তিনি তথায় বাস না করিতে পারেন।

স্বামীগৃহে থাকা শুধু যে স্ত্রীর কর্ত্তব্য তাহা নহে, স্ত্রীর উহাতে অধিকারও আছে। স্বামী স্ত্রীকে নিজগৃহে উপযুক্ত স্থান দিতে এবং তাহাকে ভরণপোষণ করিতে বাধ্য। তিনি কিছুতেই স্ত্রীকে বিনাকারণে পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

বিধবার পুনর্বিবাহ।

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ একপ্রকার নিষেধই ছিল, এবং সেজন্য সমাজে উহা মোটেই প্রচলিত নাই। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে উহা কতকগুলি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে স্থানীয় প্রথানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু ১৮৫৬ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশরের একটী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, এবং তাঁহার চেষ্টায় হিন্দু বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু ঐ আইনসত্ত্বেও হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই বলিলেও চলে। তবে পূর্ব্বে উহা একেবারে অসিদ্ধ ছিল, এখন উহা আইনানুসারে সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

যদি ঐ বিধবার পূর্ব্বস্বামীর সহিত সহবাস না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ কন্যার বিবাহে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পর পর অভিভাবক হইবেন :—পিতা, পিতামহ, মাতা, ভ্রাতা, অন্যান্য পুরুষ জ্ঞাতি। যদি পূর্ব্বস্বামীর সহিত ঐ কন্যার সহবাস হইয়া থাকে, কিংবা যদি ঐ কন্যা সাবালিকা হয়, তাহা হইলে সে স্বেচ্ছাক্রমে স্বামী নির্ব্বাচন করিতে পারিবে (উক্ত আইন, ৭ ধারা)।

হিন্দু-বিধবা বিবাহ করিলে তিনি আর তাহার প্রথম স্বামীর ঔরসজাত সন্তানগণের অভিভাবক হইতে পারিবেন না (৩ ধারা), তাঁহার সম্পত্তি হইতে ভরণপোষণ পাইতে পারিবেন না, এবং তাঁহার স্বামীর সম্পত্তি তিনি যদি পাইয়া থাকেন (স্বামীর উত্তরাধিকারিণী স্বরূপে বা পুত্রের উত্তরাধিকারিণী স্বরূপে হউক), তাহা হইলে ঐ সম্পত্তি আর তিনি অধিকার করিতে পারিবেন না (২ ধারা)। কিন্তু এস্থলে ইহা জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, যে সম্পত্তি তিনি পুনর্ব্বিবাহের সময়ে ভোগ করিতেছেন সেই সম্পত্তি হইতেই তিনি বঞ্চিত হইবেন, যদি ভবিষ্যতে তাঁহার প্রথম স্বামীর সম্পর্কীয় কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি তাঁহাতে অর্শায়, সে সম্পত্তি হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন না। যদি তাঁহার পুনর্ব্বিবাহের পর তাঁহার প্রথম পক্ষের স্বামীর ঔরসে নিজ গর্ভজাত পুত্র অবিবাহিত অবস্থায় পরলোকগমন করে, তাহা হইলে তিনি ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারিবেন (১১ উইক্‌লি রিপোর্টার ৮২)।

অন্যান্য কথা।

বিবাহে বরকর্ত্তা এবং কন্যাকর্ত্তা এই উভয়পক্ষের স্বাধীন সম্মতি থাকা চাই। সুতরাং যদি কোন বিবাহ বলপূর্ব্বক কিংবা প্রতারণাপূর্ব্বক সম্পন্ন হয়, এবং তাহাতে যদি ভবিষ্যতে কন্যার অমঙ্গল হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে আদালত এই বিবাহ রদ করিতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ বিবাহে কন্যার কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে আদালত উহা রদ করিবেন না। কারণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, বিবাহ অসিদ্ধ সাব্যস্ত হইলে কন্যার সমাজিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়; এবং সেজন্য বিবাহের পর আদালত প্রায়ই হস্তক্ষেপ করেন না।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, হিন্দুবিবাহ কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হয় না। স্বামী যদি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন তাহা হইলেও বিবাহবন্ধন যেমন তেমনিই থাকে এবং স্বামী অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে স্ত্রী তাঁহার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হইবেন।

স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কোন পক্ষ যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন এবং তজ্জন্য অপরপক্ষ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আদালত ১৮৬৬ সালের ২১ আইন অনুসারে ঐ বিবাহ বন্ধন ছিন্ন বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারেন। ইহাই হিন্দুবিবাহ বিচ্ছেদের একমাত্র উদাহরণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

নাবালক ও অভিভাবক।

সাবালক বিষয়ক আইনের (১৮৭৫ সালের ৯ আইন) ৩ ধারায় এই বিধান আছে যে কোন ব্যক্তির বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হইলেই সে সাবালক বলিয়া গণ্য হইবে, তবে যদি তাহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে থাকে কিংবা আদালত কর্ত্তৃক তাহার জন্য অভিভাবক নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হইলে তবে সে সাবালক হইবে।

কিন্তু উক্ত আইনের ২ ধারায় এই বিধান আছে যে, হিন্দু আইনের বিবাহ ও দত্তকগ্রহণ সম্বন্ধে কোনও বিধানের উপর সাবালক বিষয়ক আইন হস্তক্ষেপ করিবে না, অর্থাৎ বিবাহ ও দত্তকগ্রহণ এই দুই ব্যাপারে সাবালক হওয়ার বয়সসম্বন্ধে হিন্দুআইনের যে বিধান আছে, সেই বিধানই প্রবল থাকিবে, উহাতে সাবালক বিষয়ক আইন প্রযোজ্য হইবে না।

বিবাহ ও দত্তকগ্রহণ বিষয়ে হিন্দু আইনের বিধান অনুসারে কোনও ব্যক্তির বয়স ১৫ বৎসর পূর্ণ হইলেই সে সাবালক বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং ১৫ বৎসর পূর্ণ হইলেই কোন হিন্দু ব্যক্তি দত্তকগ্রহণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, এবং বিবাহ সম্বন্ধে সাবালক হন, তখন আর তাঁহার অভিভাবকের সম্মতির প্রয়োজন হয় না। এই সূত্রে আর একটী কথা জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, কোনও বিধবা যদি স্বামীর অনুমতি অনুসারে দত্তকগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার বয়স ১৫ বৎসরের কম হইলেও তিনি ঐ কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন; কারণ তিনি তাঁহার স্বামীর

জন্য এবং স্বামীর প্রতিনিধিস্বরূপে ঐ কার্য্য করিতেছেন, সুতরাং এস্থলে তাঁহার নিজের বয়স সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উঠিবে না (মন্দাকিনী বঃ আদিনাথ, ১৮ কলিকাতা ৬৯)।

কিন্তু দত্তকগ্রহণ ও বিবাহ ব্যতীত আর সমস্ত ব্যাপারেই উপরোক্ত সাবালক বিষয়ক আইনের বিধান প্রযোজ্য হইবে। কোন হিন্দু ব্যক্তির বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ না হইলে সে উইল করিতে বা কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে বা ধর্ম্মার্থে দান করিতে পারিবে না। উইল সম্বন্ধে আর একটী কথা জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক কোনও হিন্দু ব্যক্তি সম্পত্তি সম্বন্ধে উইল করিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার বয়স ১৫ বৎসর পূর্ণ হইয়া থাকিলে সে দত্তকগ্রহণ করিবার জন্য তাহার স্ত্রীকে উইল দ্বারা অনুমতি দিয়া যাইতে পারে।

হিন্দু আইন অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নাবালকের অভিভাবক হইবার জন্য পর পর ক্ষমতাপন্ন :—

(১) পিতা। পিতাই নাবালক পুত্রের স্বাভাবিক অভিভাবক। পিতা ইচ্ছা করিলে নাবালক পুত্রের জন্য উইলদ্বারা অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া যাইতে পারেন (৩১ বোম্বাই ৪১৩)। কিন্তু পিতা যদি নাবালক পুত্রকে দত্তকরূপে দান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্য আর ঐ পুত্রের অভিভাবক থাকিতে পারেন না; দত্তকগ্রহীতা পিতামাতাই অভিভাবক হইবেন। জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা দত্তকগ্রহীতা মাতাই অভিভাবকরূপে অগ্রগণ্য (গঙ্গাপ্রসাদ বঃ হরকান্ত, ১৫ কলিঃ উইক্‌লিনোট ৫৫৮)। এমন কি, জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা দত্তকগ্রহীতা পিতার মাতা অগ্রগণ্য অভিভাবক বলিয়া স্থির হইয়াছে (৪ পাটনা ১০৯)। কিন্তু দত্তকগ্রহীতা পিতার বা মাতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের নিকটাত্মীয় না থাকিলে জন্মদাতা পিতাই পুনরায় ঐ বালকের অভিভাবক হইবেন (১৫ কলিকাতা উইক্‌লি নোটস ৫৫৮)।

(২) মাতা। পিতার পর মাতাই স্বাভাবিক অভিভাবক। তবে যদি পিতা উইল দ্বারা অন্য কাহাকেও অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। মাতা যদি নিজে নাবালক হন, তাহা হইলেও তিনি তাঁহার নাবালকপুত্রের অভিভাবক হইতে পারিবেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে বা পুনরায় বিবাহ করিলে তিনি আর পুত্রের অভিভাবক থাকিতে পারিবেন না।

নাবালকের পিতামহ অপেক্ষা বা ভ্রাতা অপেক্ষা মাতাই অগ্রগণ্য অভিভাবক (২৮ এলাহাবাদ ২৩৩; বীরেশ্বর বঃ অম্বিকা, ৪৫ কলিকাতা ৬৩০)। মিথিলা আইনে পিতা অপেক্ষা মাতাই নাবালকের শরীর ও সম্পত্তি সম্বন্ধে অগ্রগণ্য অভিভাবক (যশোদা বঃ নিত্যলাল, ৫ কলিকাতা ৪৩)।

বহুপত্নীবিশিষ্ট কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তানগণ সম্বন্ধে পিতা অপেক্ষা মাতাই যোগ্যতর অভিভাবক হইবেন, কারণ কবে কোথায় কোন্ পত্নীর গর্ভে তাঁহার সন্তান জন্মিয়াছে, পিতা হয়তো তাহা অবগতই নহেন, তিনি তাঁহার সন্তান সম্বন্ধে কোন সন্ধানও হয়তো রাখেন না (৩ উইক্‌লি রিপোর্টার ১৯৪)।

বিমাতা কখনও সপত্নীপুত্রের অভিভাবক হইতে পারে না। কিন্তু যে স্থলে নাবালকের অন্য কোনও আত্মীয়-স্বজন নাই সেক্ষেত্রে একজন অপরিচিত ব্যক্তি অপেক্ষা বিমাতাকে আদালত অভিভাবকরূপে নিযুক্ত করিবেন (সুন্দরমণি বঃ গোকুলানন্দ, ১৮ কলিকাতা উইক্‌লি নোটস ১৬০)।

মাতাই জারজ সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক। কিন্তু মাতা যদি ঐ সন্তানকে তাহার পিতা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আর ঐ সন্তানকে পাইতে পারেন না; কারণ সে স্থলে ঐ সন্তানকে মাতার নিকট দিলে তাহার উপকার না হইয়া অপকার হইবারই সম্ভাবনা।

(৩) পিতা ও মাতার অভাবে ভ্রাতা অভিভাবক হইবেন।

(৪) তদভাবে পিতৃকুলের আত্মীয়; যথা পিতামহ, পিতৃব্য, প্রপিতামহ ইত্যাদি। বিমাতা অপেক্ষা পিতামহী অভিভাবকরূপে নিযুক্ত হইবেন (৭ উইকলি রিপোর্টার ৩২০)।

(৫) তদভাবে মাতৃকুলের আত্মীয় :—যথা, মাহামহ, মাতুল।

উপরোক্ত ব্যক্তিগণ নাবালক কন্যারও অভিভাবক। কিন্তু কন্যার বিবাহ হইয়া গেলে, স্বামীই নাবালক স্ত্রীর অভিভাবক। স্ত্রীর দ্বিতীয় সংস্কার না হইয়া থাকিলেও বা পিতৃগৃহে থাকিলেও স্বামীই অভিভাবক হইবেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর নাবালক বিধবার শ্বশুর, ভাসুর, দেবর প্রভৃতি স্বামীকুলের জ্ঞাতিগণই অভিভাবক হইবেন। তাঁহাদের অভাবে পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি অভিভাবক হইতে পারেন (ক্ষুদিরাম বঃ বনোয়ারী, ১৬ কলিকাতা ৫৮৪ ; সতীশ বঃ কালিদাস, ৩৪ কলিকাতা ল জার্ণাল ৫২৯)। যথা, বিধবার ভ্রাতা অপেক্ষা স্বামীর ভাগিনেয়কে আদালত অভিভাবকরূপে নিযুক্ত করিবেন (১৬ কলিঃ ৫৮৪)। যদি ঐ বিধবা অল্পবয়স্কা (১২ কি ১৩ বৎসর বয়স্কা) বালিকা হয় তাহা হইলে তাহার স্বামীকুলের দূরজ্ঞাতি অপেক্ষা পিতাই অভিভাবক থাকা বাঞ্ছনীয় (৩৩ এলাহাবাদ ২২২)।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে পিতাই তাঁহার সন্তানগণের স্বাভাবিক অভিভাবক। অবিবাহিতা কন্যার পক্ষে মাতা অপেক্ষা পিতাই অগ্রগণ্য অভিভাবক (প্রাণকৃষ্ণ, ৮ কলিকাতা ৯৬৯)। আদালত তাঁহাকে সহজে বা সামান্য কারণে অভিভাবকত্ব হইতে দূরীভূত করিতে পারেন না। তিনি যদি তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে পৃথকভাবে বাস করেন, তাহা হইলেও তিনি সন্তানগণকে নিজের কাছে রাখিতে পারিবেন (৪৪ এলাহাবাদ ৫৮৭)। তিনি অসচ্চরিত্র হইলেও তাঁহার সন্তানগণের

অভিভাবক থাকিতে পারিবেন। তিনি যদি তাঁহার সন্তানকে কোনও আত্মীয়ের নিকট কিছুদিন রাখিয়া দেন তাহা হইলেও পরে ইচ্ছা করিলে তাহাকে পুনরায় নিজের কাছে আনিতে পারেন (৪৬ এলাহাবাদ ৭০৬)। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার নাবালক সন্তানের বিদ্যাশিক্ষার ভার অপর ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ করিলেও তাঁহার অভিভাবকত্ব লোপ পাইবে না, এবং তিনি ইচ্ছা করিলে পরে ঐ সন্তানের বিদ্যাশিক্ষার ভার নিজে গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু যদি তিনি তাঁহার পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য অপর ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করেন এবং ঐ ব্যক্তি তাহার উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করেন, এবং সেই সময়ে যদি পুত্রের পিতা তাঁহার পুত্রকে নিজের নিকট ফিরাইয়া আনিতে চাহেন তাহা হইলে আদালত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে এরূপ কার্য্য দ্বারা ঐ বালকের উপকার অথবা অপকার হইবে কি না; যদি আদালত দেখেন যে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে ঐ পুত্রের যথেষ্ট আগ্রহ আছে, এবং তাহাকে তাহার পিতার নিকট ফিরাইয়া দিলে তাহার উচ্চশিক্ষার ব্যাঘাত হইবে ও তাহার ভবিষ্যতের উন্নতির আশা বিফল হইয়া যাইবে, তাহা হইলে আদালত আর উহাকে তাহার পিতার নিকট ফিরাইয়া দিবেন না (আনি বেসান্ত বঃ নারায়ণিয়া, ৩৮ মাদ্রাজ ৮০৭, প্রিভি কৌন্সিল)।

পিতা যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন তাহা হইলেও তাঁহার নাবালক পুত্রকে তিনি নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন। কিন্তু তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার সময় যদি তাঁহার পুত্রকে তাঁহার হিন্দু আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দেন, এবং তাহার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার কোন খোঁজখবর না লন, তাহা হইলে পরে তিনি ঐ পুত্রকে পাইবার দাবী করিলে, আদালত সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া ও নাবালকের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে নাবালককে দেওয়া উচিত স্থির করিবেন তাঁহার নিকট দিবেন। যদি আদালত দেখেন যে ঐ

বালক তাহার হিন্দু আত্মীয়গণের নিকট সুখে স্বচ্ছন্দে আছে এবং তাহার বিধর্ম্মী পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে অসম্মত, তাহা হইলে পিতা আর তাঁহার পুত্রকে নিজের কাছে লইয়া যাইতে পারিবেন না (মুকুন্দ বঃ নবদ্বীপ, ২৫ কলিকাতা ৮৮১)।

নাবালক পুত্র ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেও পিতা আদালত অবলম্বন করিয়া তাহাকে পাইতে পারেন। কিন্তু সাবালক পুত্র চলিয়া গেলে পিতা কিছুই করিতে পারে না।

নাবালকের সম্পত্তি রক্ষার জন্য এবং তাহার উপকারের নিমিত্ত অভিভাবক সকল কার্য্যই করিতে পারেন। তিনি আইনসঙ্গত প্রয়োজন থাকিলে কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে, বা ঋণ করিতে বা ঋণ স্বীকার করিতে পারেন; এবং নাবালক তদ্দ্বারা বাধ্য থাকিবেন। নাবালকের ভরণপোষণ, বিদ্যাশিক্ষা, চিকিৎসাব্যয়, তাহার মাতা পিতামহী ও ভগ্নীগণের ভরণপোষণ, তাহার অবিবাহিতা ভগ্নীগণের বিবাহ, বিগ্রহ সেবা—এইগুলি আইনসঙ্গত প্রয়োজনের দৃষ্টান্ত। এই প্রয়োজনগুলি থাকিলে অভিভাবক সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বা বন্ধক দিতে পারেন। কিন্তু এস্থলে খরিদদারের বা বন্ধকগ্রহীতারও একটা কর্ত্তব্য আছে। অভিভাবক যখন কোনও আইনসঙ্গত প্রয়োজন হেতু কোনও সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বা বন্ধক দিতে উদ্যত হন, তখন খরিদদার বা বন্ধক-গ্রহীতা তদন্ত করিয়া দেখিবেন যে বাস্তবিকই ঐ প্রয়োজন আছে কি না। যদি তিনি তদন্ত করিয়া না দেখেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে নাবালক সাবালক হইয়া ঐ হস্তান্তর অসিদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। যদি তিনি তদন্ত করিয়া দেখেন যে বাস্তবিকই আইনসঙ্গত প্রয়োজন আছে, এবং তজ্জন্যই অভিভাবক সম্পত্তি হস্তান্তর করিতেছেন, তাহা হইলে আর তাঁহার কোনও দায়িত্ব থাকে না। এমন কি, যদি অভিভাবক ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ উক্ত প্রয়োজনে ব্যয় না করেন, তাহা হইলেও

খরিদদারের কোনও দায়িত্ব নাই। অভিভাবক যদি বলেন যে নাবালকের ভগ্নীর বিবাহের জন্য সম্পত্তি বিক্রয় করা প্রয়োজন, এবং ক্রেতা যদি তদন্ত করিয়া দেখেন যে নাবালকের এক অবিবাহিতা ভগ্নী আছে, এবং তাহার বিবাহ দিবার কথা হইতেছে, তাহা হইলেই তিনি নিরাপদ; তাহার পর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অভিভাবক ঐ টাকা নাবালকের ভগ্নীর বিবাহে ব্যয় করিতেছেন কি না তাহা দেখিতে খরিদদার বাধ্য নহেন; এবং অভিভাবক যদি উক্ত টাকা আত্মসাৎ করেন, বা অন্য কোন কার্য্যে ব্যয় করেন, তাহা হইলেও খরিদদারের আর কোন দায়িত্ব থাকিবে না (হনুমান প্রসাদ পাণ্ডে বঃ বাবুই, ৬ মুরস্ ইণ্ডিয়ান আপীলস্ ৩৯৩)।

অভিভাবক যদি এই সকল আইনসঙ্গত প্রয়োজন ব্যতীত উক্তরূপ হস্তান্তর বা ঋণ করেন, তাহা হইলে নাবালক সাবালক হইয়া ঐ হস্তান্তর কার্য্য রহিত করিতে পারিবেন। অভিভাবককৃত কোনও হস্তান্তর রহিত করিতে হইলে সাবালক হওয়ার পর তিন বৎসরের মধ্যে নালিশ করিতে হইবে (তামাদি আইন, ৪৪ দফা)।

উপযুক্ত কারণ থাকিলে অভিভাবক আদালত কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইতে পারেন।

মিতাক্ষরা আইন অনুসারে কেহ নাবালকের সম্পত্তির অভিভাবক হইতে পারে না। কারণ, উক্ত আইনমতে পারিবারিক সম্পত্তিতে কাহারও কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ নাই; যতদিন পর্য্যন্ত বিভাগ না হয়, ততদিন সমস্ত সম্পত্তিটাই সকলেই যৌথরূপে ভোগ করিয়া থাকেন, কেহ বলিতে পারেন না যে, আমার অমুক অংশ আছে। সুতরাং নাবালকের কোন পৃথক সম্পত্তি নাই, এবং সেজন্য তাহার কোন অভিভাবকও থাকিতে পারে না (শ্যাম কুয়ার বঃ মহানন্দ, ১৯ কলিকাতা ৩০১; গৌরা বঃ গজাধর, ৫ কলিঃ ২১৯)। মিতাক্ষরার বিধানমতে, পরিবারের মধ্যে যিনি কর্ত্তা হন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে নাবালকদেরও অভিভাবক, অপর

কোন অভিভাবক নিযুক্ত করা যাইতে পারে না (১৯ কলিঃ ৩০১)। কিন্তু যদি পরিবারের সকল মেম্বরগণই নাবালক হন, সেস্থলে আদালত সকলের জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করিতে পারেন (৩০ বোম্বাই ১৫২ ; ৩৫ এলাহাবাদ ১৫০) ; তাহার পর যখন নাবালকদের মধ্যে একজন সাবালক হইবে, তখন সেই ব্যক্তিই কর্ত্তাস্বরূপ অন্যান্য নাবালকগণের অভিভাবক বলিয়া গণ্য হইবে, এবং আদালত যাঁহাকে অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি কর্ম্মচ্যুত হইবেন (৩২ বোম্বাই ২৫৯)

মিতাক্ষরা পরিবারের কোন নাবালক মেম্বরগণের শরীররক্ষার জন্য অভিভাবক নিযুক্ত হইতে পারিবে, তাহাতে কোন বাধা নাই (২০ এলাহাবাদ ৪০০)।

চতুর্থ অধ্যায়।

এজমালী সম্পত্তি ও বিভাগ।

(দায়ভাগ)

১। এজমালী সম্পত্তি।

কোনও এজমালী পরিবারের কর্ত্তাস্বরূপ পিতার যে সম্পত্তি থাকে—তাহা তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তিই হউক বা স্বোপার্জ্জিত হউক—তাহার উপর তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার পুত্রগণের কোনও দাবী চলিতে পারে না। অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে, কেহ যদি কোনও পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তিনি তাহা ইচ্ছামত হস্তান্তর বা উইল করিয়া তাঁহার পুত্রগণকে বঞ্চিত করিতে পারেন না। কিন্তু ইহা ভুল। দায়ভাগমতে, কোন হিন্দু তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি হউক, বা অন্য কাহারও নিকট হইতে দান, উইল বা উত্তরাধিকারসূত্রে বা অন্য কোনরূপে প্রাপ্ত সম্পত্তি হউক, তিনি নিজ ইচ্ছামত যাহাকে ইচ্ছা দিতে পারেন, বা বিক্রয় করিতে পারেন, বা যেরূপ ভাবে ইচ্ছা (অর্থাৎ পুত্রগণকে না দিয়া বা তুল্য অংশে না দিয়া বা অন্য কাহাকেও দান করিয়া) উইল করিতে পারেন, তাহাতে পুত্রগণ কোনও আপত্তি করিতে পারেন না। পিতার জীবিতকালে ঐ সম্পত্তিতে পুত্রগণের কোনই স্বত্ব নাই। পিতার নিকট হইতে পুত্রগণ ঐ সম্পত্তির বিভাগের দাবি করিতে কিংবা ঐ সম্পত্তির হিসাব বা জমা খরচ চাহিতে পারেন না।

পুত্র যদি নিজে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া তাহা পিতার হস্তে না দেন—নিজে পৃথক রাখেন—তাহা হইলে সেই সম্পত্তিতে অবশ্য তাঁহারই

স্বত্ব হইবে—তাঁহার পিতার বা ভ্রাতার হইবে না। কিন্তু পিতা বর্ত্তমানে যদি পুত্র পৈতৃক বাটীতে কোনও বৃদ্ধি বা উন্নতি সাধন করেন, তাহা হইলেও ঐ উন্নতিতে পিতারই স্বত্ব হইবে, পুত্রের কোনও স্বত্ব হইবে না, এবং পিতা ইচ্ছা করিলে পুত্রকে ঐ বাটী হইতে তাড়াইয়া দিতে পারেন, তাহাতেও পুত্র পিতার নিকট হইতে কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবেন না (ধর্ম্মদাস বঃ অমূল্যধন, ৩৩ কালকাতা ১১১৯ ; বিজয় বঃ আশুতোষ, ১৩ কলিকাতা উইকলি নোটস ৩৯৬)।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি এজমালীতে প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ অংশ পৃথক করিয়া লইতে পারেন। তাঁহারা নিজ অংশ ইচ্ছামত হস্তান্তরও করিতে পারেন ; এবং বিভাগের পূর্ব্বে কোনও ভ্রাতার মৃত্যু হইলে তাঁহার অংশ তাঁহার ওয়ারিসে বর্ত্তিবে।

যে স্থলে কয়েক ব্যক্তি মিলিয়া সম্পত্তি এজমালীতে ভোগ করেন, সে স্থলে প্রায় একব্যক্তি কর্ত্তা বা ম্যানেজারস্বরূপ সমস্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সম্পত্তি সম্বন্ধে উক্ত কর্ত্তার ক্ষমতা খুব বেশী। তিনি যে কার্য্য করিবেন, তাহা দ্বারা অন্য ব্যক্তিগণ বাধ্য থাকিবেন। তিনি ইচ্ছা করিলে সম্পত্তির সমস্ত আয়ই পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য খরচ করিতে পারেন। তিনি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য কোনও পারিশ্রমিক বা সম্পত্তির কিছু অতিরিক্ত অংশ পাইবেন না। তিনি যদি সম্পত্তি হইতে কিছু আত্মসাৎ করেন, কিংবা পারিবারিক প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে কোন ব্যয় করেন, তাহা হইলে তজ্জন্য তিনি দায়ী হইবেন। এজমালী পরিবারের কন্যাগণের বিবাহ, বালকদের উপনয়ন ও বিদ্যাশিক্ষা, পরিবারবর্গের ভরণপোষণ, পৈতৃক ঋণ পরিশোধ, পূজা, ধর্ম্মকার্য্য, বিগ্রহসেবা, শ্রাদ্ধ, প্রয়োজনীয় মামলা মোকদ্দমা চালান, রাজস্বদান—এই সকল কার্য্যকে পারিবারিক প্রয়োজন বলা হয়, এবং এই কার্য্যগুলির জন্য উক্ত কর্ত্তা এজমালী সম্পত্তির আয় হইতে অর্থব্যয়

করিতে ক্ষমতাপন্ন, এমন কি সম্পত্তির আয় হইতে সঙ্কুলান না হইলে ঋণ করিতেও পারেন ; কিন্তু এই সকল পারিবারিক প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে অর্থব্যয় করিতে পারিবেন না, করিলেও তিনি তজ্জন্য নিজে দায়ী হইবেন।

২। বিভাগ।

স্থাবর এবং অস্থাবর উভয় প্রকার এজমালী সম্পত্তিরই বিভাগ হইতে পারে। তবে কতকগুলি সম্পত্তি আছে, যাহা বিভাগ করা অসম্ভব, যথা পুষ্করিণী, মন্দির, কোন শিল্পদ্রব্য (বহুমূল্য চিত্র ইত্যাদি) গাড়ি, ঘোড়া, মণিমাণিক্য, পারিবারিক বিগ্রহ, সম্পত্তির দলিল ইত্যাদি ; এইগুলির মধ্যে পুষ্করিণী এজমালীতে ভোগ করা ভিন্ন উপায় নাই ; বিগ্রহসেবা পালা করিয়া চলিতে পারে ; আর অপর দ্রব্যগুলি একজন লইয়া তিনি অপর ব্যক্তিগণকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু অর্থ দিতে পারেন।

বর্দ্ধমান রাজ, দ্বারবঙ্গ রাজ, প্রভৃতি রাজসম্পত্তিগুলিবিভাগ করা চলে না ; এই সকল অবিভাজ্য এষ্টেট সম্বন্ধে পরে লিখিত হইয়াছে।

সম্পত্তি ভাগ করিবার পূর্ব্বে, পারিবারিক ঋণ থাকিলে তাহা পরিশোধ করিবার জন্য যথেষ্ট টাকা পৃথক করিয়া রাখা উচিত ; পরিবারের মধ্যে অবিবাহিতা কন্যা থাকিলে তাহার বিবাহের ব্যয়ের জন্যও যথেষ্ট অর্থ বা সম্পত্তি পৃথক্ রাখা উচিত ; পারিবারিক সম্পত্তির উপর কাহারও ভরণপোষণের দাবী থাকিলে তজ্জন্যও পৃথক সম্পত্তি রাখা উচিত। এরূপ ভাবে সম্পত্তি পৃথক রাখিলে ভবিষ্যতে কোনও গোলমালের সম্ভাবনা থাকে না। অনেক স্থলে সম্পত্তি পৃথক না রাখিয়া মেম্বরগণ এরূপ চুক্তি করিয়া লন যে অমুক অমুক ব্যয়ভারগুলি অমুক অমুক ব্যক্তি বহন করিবেন। ইহা করিলেও চলে।

যাহা হউক, এই সকল ব্যবস্থা করিয়া তাহার পর সম্পত্তি বিভাগ হইবে। বিভাগ হইলে যাঁহারা যাঁহারা যেরূপ অংশ পাইবেন, তাহা নিম্নে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইল :—

পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র।

পিতা বর্ত্তমানে তাঁহার সম্পত্তিতে পুত্রগণের কোনও স্বত্ব নাই এবং পুত্রগণ ঐ সম্পত্তির বিভাগের দাবি করিতেও পারেন না। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণের মধ্যে এজমালী সম্পত্তির বিভাগ হইতে পারে। তাঁহাদের মধ্যে এক ভ্রাতা যদি পুত্র রাখিয়া পূর্ব্বেই পরলোকগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ ভ্রাতার অংশ তাঁহার পুত্রে বর্ত্তিবে। এইরূপে সপিণ্ডগণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ মূলব্যক্তি হইতে গণনা করিয়া চারি পুরুষ পর্য্যন্ত ওয়ারিসের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ হইবে। যথা :—

আনন্দ
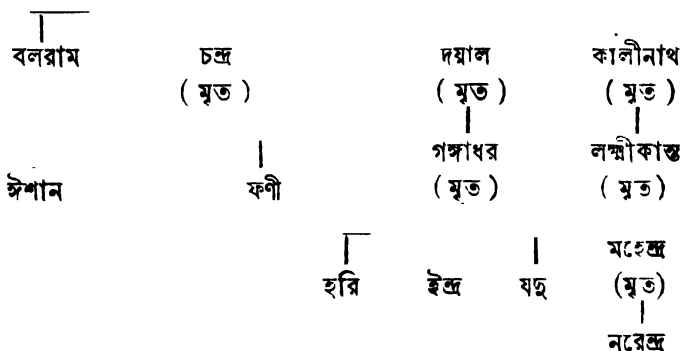
যদি আনন্দের মৃত্যুকালে তাঁহার প্রথম পুত্র বলরাম থাকেন, এবং চন্দ্র নামক দ্বিতীয় মৃত পুত্রের দুই পুত্র ঈশান ও ফণী থাকেন, এবং দয়াল নামক তৃতীয় মৃত পুত্রের গঙ্গাধর নামক এক মৃত পুত্রের তিন পুত্র

হরি, ইন্দ্র এবং যদু থাকেন, এবং কালীনাথ নামক চতুর্থ মৃত পুত্রের লক্ষ্মীকান্ত নামক মৃত পুত্রের মহেন্দ্র নামক মৃত পুত্রের নরেন্দ্র নামক এক পুত্র থাকেন, তাহা হইলে এই শেষোক্ত নরেন্দ্র তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ আনন্দের কোনই সম্পত্তির অংশ পাইবেন না, কারণ তিনি আনন্দ হইতে চারি পুরুষের মধ্যে নহেন। আনন্দের সম্পত্তি উক্ত স্থলে তিন অংশে বিভক্ত হইয়া এক তৃতীয়াংশ তাঁহার প্রথম পুত্র বলরাম পাইবেন; অপর এক তৃতীয়াংশ মৃত পুত্র চন্দ্রের পুত্রদ্বয় ঈশান ও ফণী তুল্যাংশে (প্রত্যেকে $\frac{1}{6}$) পাইবেন, এবং তৃতীয় অংশ মৃত পৌত্র গঙ্গাধরের তিন পুত্র হরি, ইন্দ্র এবং যদু তুল্যাংশে (প্রত্যেকে $\frac{1}{9}$) পাইবেন।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ সম্পত্তি ভাগ করিবার সময়ে যদি তাহাদের মাতা গর্ভবতী থাকেন, তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয়, ততদিন বিভাগ স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য। কারণ যদি ঐ গর্ভে পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে সে এক অংশ পাইতে স্বত্ববান হইবে, এবং তাহাকে এক অংশ দিতেই হইবে। সুতরাং যদি ঐ পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই অন্য পুত্রগণ সম্পত্তি ভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে ঐ পুত্র সন্তান জন্মিবার পরে আবার সমস্ত বিভাগটী রহিত করিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া বিভাগ করিতে হইবে। সেই জন্যই, গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ কয়েক মাস অপেক্ষা করা উচিত।

সহোদর ও বৈমাত্র ভ্রাতায় কোনও প্রভেদ নাই, সকলেই তুল্যাংশে পাইবেন। অনেকের এইরূপ ভুল ধারণা আছে যে যদি এক পত্নীর গর্ব্ভজাত এক পুত্র থাকে, এবং আর এক পত্নীর গর্ভজাত দুই পুত্র থাকে, তাহা হইলে সম্পত্তি দুই ভাগে বিভক্ত হইবে এবং অর্দ্ধাংশ প্রথম পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পাইবে, অপর অর্দ্ধাংশ দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত পুত্রদ্বয় পাইবে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল; সম্পত্তি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকে একতৃতীয়াংশ পাইবে।

মাতা, বিমাতা।

মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ মাতার জীবদ্দশায় পুত্রগণকে সম্পত্তি বিভাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু টীকাকারগণ বলিয়াছেন যে উহা সামান্য নিষেধ মাত্র, শাস্ত্রের আদেশবাক্য নহে। যাহা হউক, মূল শাস্ত্রকারগণ অপেক্ষা টীকাকারগণের মতই অধিক প্রবল, সুতরাং মাতার জীবিতকালে পুত্রগণ সম্পত্তি বিভাগ করিলে তাহা অসিদ্ধ হয় না।

পুত্রগণের মধ্যে বিভাগের সময় মাতা প্রত্যেক পুত্রের সমান এক অংশ পাইবেন (অমৃতলাল বঃ মাণিকলাল, ২৭ কলিকাতা ৫৫১)। মাতা ও চারি পুত্র থাকিলে সম্পত্তি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইবে, এবং মাতা এক পঞ্চমাংশ পাইবেন। কিন্তু এ স্থলে ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা উচিত যে, একাধিক পুত্র থাকিলেই তবে মাতা এক অংশ পাইয়া থাকেন। যদি মাতা ও একটীমাত্র পুত্র থাকে, তাহা হইলে মাতা ও পুত্রে বিভাগ হইয়া প্রত্যেকে অর্দ্ধাংশ পাইবেন না; পুত্রই সমস্ত সম্পত্তি পাইবে, এবং মাতা ঐ সম্পত্তি হইতে কেবলমাত্র ভরণপোষণ পাইবেন। একাধিক পুত্র থাকিলে যতদিন পর্য্যন্ত বিভাগ না হয়, ততদিন মাতা কোনও অংশ পান না, কেবলমাত্র ভরণপোষণ পাইয়া থাকেন; পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ হইলেই মাতা এক অংশ প্রাপ্ত হন। আর পুত্রগণ যতদিন এজমালীতে থাকে, ততদিন মাতা সম্পত্তি বিভাগের দাবী করিতেও পারেন না (চৌধুরী গণেশ বঃ জীবাচ ঠাকুরাণী, ৩১ কলিকাতা ২৬২ প্রিভি কৌন্সিল)।

মাতা যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন তাহাতে তাঁহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব জন্মায় না, বা উহা তাঁহার স্ত্রীধন সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয় না; তিনি ঐ সম্পত্তি ভরণপোষণবাবদ পাইয়া থাকেন, সুতরাং উহাতে তাঁহার মাত্র জীবনস্বত্ব থাকে; এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি তাঁহার পুত্রগণে বর্ত্তিবে।

বিধবা যদি তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে পৃথকরূপে কিছু স্ত্রীধন সম্পত্তি পাইয়া থাকেন এবং ঐ সম্পত্তি তাঁহার ভরণপোষণের ব্যয়-নির্ব্বাহপক্ষে যথেষ্ট হয়, তাহা হইলে আর তিনি তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ হইবার সময়ে কোনও অংশ পাইবেন না। কিন্তু তিনি যদি তাঁহার নিজের পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও সম্পত্তি পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি পুত্রগণের নিকট হইতে অংশ পাইতে বঞ্চিত হইবেন না (জগবন্ধু বঃ রাজেন্দ্র, ৩৪ কলিকাতা ল জার্ণাল ২৯)। সেইরূপ, তিনি যদি তাঁহার কোন মৃত পুত্রের ওয়ারিশস্বরূপ তাহার অংশ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও পরে অপর পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ হইবার সময়ে এক অংশ পাইবেন (সুরেন্দ্র বঃ হেমাঙ্গিনী, ৩৬ কলিকাতা ৭৫)।

পিতা যদি উইল দ্বারা তাঁহার সম্পত্তি পুত্রগণকে দিয়া গিয়া থাকেন, এবং পুত্রগণ ঐ সম্পত্তি বিভাগ করে, তাহা হইলে মাতা ঐ সম্পত্তি হইতে কোন অংশ পাইবেন না, কেবলমাত্র ভরণপোষণ পাইবেন (দেবেন্দ্র বঃ ব্রজেন্দ্র, ১৭ কলিকাতা ৮৮৬)।

মাতার অংশ সম্বন্ধে আর একটী কথা জানিয়া রাখা বিশেষ আবশ্যক। স্বামীর সম্পত্তিবিভাগেই বিধবা অংশ পাইয়া থাকেন; পুত্রগণের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির বিভাগে মাতা কোন অংশ প্রাপ্ত হন না। যদি তিন ভ্রাতা এজমালীতে কোনও সম্পত্তি উপার্জ্জন করে, এবং পরে ঐ সম্পত্তি বিভাগে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিধবা মাতা পুত্রগণের ঐ স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে কোনও অংশ পাইবেন না। যদি ঐ সম্পত্তি তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি হইত তাহা হইলে সেই সম্পত্তি বিভাগে তাহাদের মাতা অংশ পাইতেন, কারণ সেস্থলে উহা ঐ বিধবার স্বামীর সম্পত্তি হইত।

বিমাতা তাঁহার সপত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণের নিকট হইতে সম্পত্তির

এক অংশও পাইবেন না, কেবলমাত্র ভরণপোষণই পাইবেন। তবে যদি তাঁহার নিজ গর্ভজাত পুত্র থাকে তাহা হইলে তিনি অবশ্যই মাতা-স্বরূপ তাহাদের নিকট হইতে এক অংশ পাইতে পারিবেন। কেহ যদি এক বিধবা পত্নী রাখিয়া যান, এবং অপর মৃত পত্নীর গর্ভজাত তিন পুত্র রাখিয়া যান, তাহা হইলে সম্পত্তি মাত্র তিন ভাগে বিভক্ত হইবে এবং পুত্রগণ প্রত্যেকে এক তৃতীয়াংশ পাইবেন; কিন্তু তাহাদের বিমাতা এক অংশও পাইবেন না, কেবলমাত্র ভরণপোষণই পাইবেন। যদি কেহ দুইটী বিধবা পত্নী রাখিয়া যান, এবং প্রত্যেক পত্নীর গর্ভজাত একটী করিয়া পুত্র থাকে তাহা হইলে সম্পত্তি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক পুত্র অর্দ্ধাংশ পাইবে; কিন্তু তাহাদের মাতাদ্বয় কিছুই পাইবেন না, কারণ প্রত্যেকের একটীমাত্র পুত্র রহিয়াছে, একমাত্র পুত্রের নিকট হইতে মাতা কিছুই অংশ পাইবেন না। যদি কেহ দুইটী বিধবা পত্নী রাখিয়া যান এবং প্রথম পত্নার গর্ভে এক পুত্র ও দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র থাকে তাহা হইলে সম্পত্তি প্রথমে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া ঐ প্রথম পত্নীর গর্ভজাত এক পুত্র চতুর্থাংশ অর্থাৎ চারি আনা অংশ পাইবে বাকী বার আনা অংশ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া ঐ দ্বিতীয় বিধবা এবং তাঁহার গর্ভজাত তিন পুত্র—এই চারিজন প্রত্যেকে তিন আনা করিয়া পাইবেন (হেমাঙ্গিনী বঃ কেদার, ১৬ কলিকাতা ৭৫৮)। কিন্তু যদি ঐ পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র থাকিত তাহা হইলে সম্পত্তি সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া ঐ দুই বিধবা এবং পাঁচ পুত্র এই সাতজনের প্রত্যেকে এক এক অংশ ($\frac{১}{৭}$) পাইতেন।

পিতামহী।

পৌত্রগণের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ হইলে পিতামহীও পৌত্রগণের সমান এক অংশ পাইয়া থাকেন। চারি পৌত্র ও তাহাদের পিতামহী

থাকিলে সম্পত্তি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া পিতামহী এক পঞ্চমাংশ পাইবেন। একাধিক পৌত্র থাকিলে এবং তাহাদের মধ্যে বিভাগ হইলেই পিতামহী অংশ পান; কিন্তু যদি শুধু একটী মাত্র পৌত্র থাকে, তাহা হইলে সম্পত্তি বিভাগ হইবে না, পৌত্রই সমস্ত সম্পত্তি পাইবে, আর পিতামহী শুধু ভরণপোষণ পাইবেন। একটী পৌত্র, তাহার মাতা ও পিতামহী থাকিলেও ঐরূপ; পৌত্রই সম্পত্তি পাইবে আর মাতা ও পিতামহী শুধু ভরণপোষণ পাইবেন।

পৌত্রগণ যদি পিতামহীর এক পুত্রের পুত্র হয়, তাহা হইলে পিতা-মহীর অংশ নির্দ্দিষ্ট করা কিছু কঠিন হয় না, যথা :—
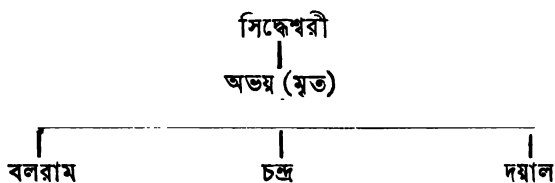
এস্থলে সিদ্ধেশ্বরীর অভয় নামে একটীমাত্র পুত্র ছিল, তাহার পরলোক গমনের পর তাহার তিন পুত্র সম্পত্তি বিভাগ করিতেছে। এখানে সম্পত্তি চারিভাগে বিভক্ত হইবে, এবং সিদ্ধেশ্বরী ও তাঁহার তিন পৌত্র প্রত্যেকে চারি আনা অংশ পাইবেন।

কিন্তু যদি পৌত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন পুত্রের পুত্র হয়, তাহা হইলে পিতামহীর অংশ স্থির করা একটু কঠিন হয়। যথা :—
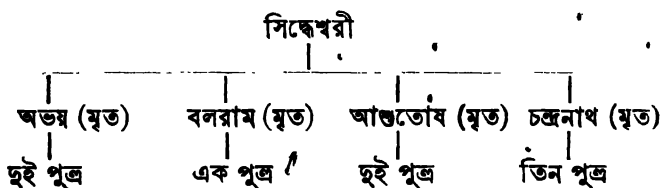
এখানে পৌত্রগণ সিদ্ধেশ্বরীর এক পুত্রের পুত্র নহে, চারি জন ভিন্ন ভিন্ন পুত্রের পুত্র। আর ঐ পৌত্রগণ সকলে সমান অংশ পাইবে না; অভয়ের প্রত্যেক পুত্র যাহা পাইবে, চন্দ্রনাথের প্রত্যেক পুত্র তাহা পাইবে না, আর চন্দ্রনাথের প্রত্যেক পুত্র যাহা পাইবে বলরামের পুত্র তাহা পাইবে না; সকলেরই অংশ অসমান। এদিকে নিয়ম করা হইয়াছে যে, পিতামহী পৌত্রগণের সমান অংশ পাইবে; কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী কোন্ পৌত্রের সমান অংশ পাইবে? সকলের অংশ তো সমান নয়। এস্থলে নিয়ম এই যে, প্রথমতঃ পিতামহীকে একজন পৌত্রস্বরূপ গণনা করিতে হইবে; তাহা হইলে সিদ্ধেশ্বরী + ২ + ১ + ২ + ৩ = ৯ জন হইল; সম্পত্তি ৯ ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, এবং সিদ্ধেশ্বরীকে $\frac{১}{৯}$ ভাগ দেওয়া হইবে; তাহার পর বাকী $\frac{৮}{৯}$ অংশ সিদ্ধেশ্বরীর যতগুলি পুত্র ছিল ততগুলি ভাগ হইবে; অর্থাৎ $\frac{৮}{৯}$ অংশ চারিভাগে বিভক্ত হইবে; তাহা হইলে প্রত্যেক ভাগ হইল $\frac{২}{৯}$; এখন ঐ $\frac{২}{৯}$ অংশ অভয়ের পুত্রদ্বয় (প্রত্যেকে $\frac{১}{৯}$ করিয়া) লইবে; $\frac{২}{৯}$ অংশ বলরামের পুত্র লইবে; $\frac{২}{৯}$ অংশ আশুতোষের পুত্রদ্বয় (প্রত্যেকে $\frac{১}{৯}$ হিসাবে) লইবে; এবং $\frac{২}{৯}$ অংশ চন্দ্রনাথের তিন পুত্র (প্রত্যেকে $\frac{২}{২৭}$ অংশ) লইবে।

পুত্র এবং পৌত্রগণের মধ্যে বিভাগ হইলে, পিতামহী তাঁহার পুত্রদের সমান অংশ পাইবেন, পৌত্রদের সমান অংশ পাইবেন না। যথা—

আনন্দ (মৃত) = সিদ্ধেশ্বরী

বলরাম চন্দ্র (মৃত) দয়াল

ঈশান ফণী

আনন্দ নামে এক ব্যক্তি তাঁহার বিধবা পত্নী সিদ্ধেশ্বরীকে রাখিয়া এবং বলরাম, চন্দ্র ও দয়াল নামে তিন পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন;

পরে চন্দ্র নামক পুত্রটী ঈশান ও ফণী নামক দুই পুত্রকে রাখিয়া পরলোকগমন করিলেন। তখন ঈশান ও ফণী তাঁহাদের কাকা ও জ্যেঠার নিকট হইতে সম্পত্তি পৃথক করিয়া বিভাগ করিয়া লইলেন। এস্থলে সিদ্ধেশ্বরী. বলরাম বা দয়ালের সমান এক অংশ পাইবেন, ঈশান বা ফণীর সমান অংশ পাইবেন না। সিদ্ধেশ্বরীর তিন পুত্রের মধ্যে যেন সম্পত্তি বিভাগ হইতেছে এইরূপ ভাবে তিনি অংশ পাইবেন। অর্থাৎ ঐ সম্পত্তি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া সিদ্ধেশ্বরী, বলরাম ও দয়াল প্রত্যেকে চারি আনা অংশ, এবং ঈশান ও ফণী প্রত্যেকে দুই আনা অংশ পাইবেন।

যদি বিভাগের সময়ে পিতামহী, পৌত্রগণ ও পৌত্রগণের মাতা থাকে তাহা হইলে সকলের অংশ নিম্নলিখিতরূপে স্থির করিতে হইবে :—

এই উদাহরণে আনন্দের জীবিতকালেই বলরামের মৃত্যু হইয়াছিল। এস্থলে চন্দ্রনাথ ও দয়ালের মধ্যে বিভাগের সময়ে সিদ্ধেশ্বরী তাহাদের এক অংশ পাইবেন, অর্থাৎ সম্পত্তি প্রথমে তিন অংশে বিভক্ত হইয়া সিদ্ধেশ্বরী একতৃতীয়াংশ পাইবেন। তাহার পর বাকী ২/৩ অংশ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রনাথ ও দয়াল প্রত্যেকে তাহার একতৃতীয়াংশ পাইবেন ; অর্থাৎ এই তিন জন প্রত্যেকে সম্পত্তির ২/৯ অংশ পাইবেন। (পূর্ণচন্দ্র বঃ সরোজিনী, ৩১ কলিকাতা ১০৬৫)।

পৌত্রগণ এজমালীতে থাকিলে পিতামহী সম্পত্তি বিভাগের দাবী করিতে পারেন না।

পিতার বিমাতা সপত্নীপৌত্রের নিকট হইতে কোনও অংশ প্রাপ্ত হন না, শুধু ভরণপোষণ পাইয়া থাকেন।

মাতার অংশ আলোচনা করিবার সময়ে লিখিত হইয়াছে যে, স্বামীর সম্পত্তি বিভাগেই বিধবা অংশ পাইয়া থাকেন, পুত্রগণের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির বিভাগে মাতা তাহাতে অংশ প্রাপ্ত হন না। পিতামহী সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম প্রযোজ্য হয়। পৌত্রগণের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির বিভাগে পিতামহী অংশ পাইতে পারেন না। যদি আনন্দ নিজে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া মাতা, পত্নী, এবং চন্দ্র ও বলরাম নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন, তাহা হইলে ঐ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে সম্পত্তির বিভাগ হইলে তাঁহাদের মাতা অর্থাৎ আনন্দের বিধবা পত্নী অংশ পাইবেন, কিন্তু তাঁহাদের পিতামহী অর্থাৎ আনন্দের মাতা অংশ পাইবেন না। যদি সম্পত্তি আনন্দের পৈতৃক সম্পত্তি হইত তাহা হইলে আনন্দের মাতা অবশ্যই অংশ পাইতেন। বলরাম ও চন্দ্র যদি নিজেরা সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া বিভাগ করেন, তবে তাহাতে তাঁহাদের মাতা অথবা পিতামহী কেহই কোন অংশ পাইবে না।

প্রপিতামহী।

যদি শুধু প্রপিতামহী এবং প্রপৌত্রগণ থাকে, এবং মাঝে পুত্র বা পৌত্র না থাকে, তাহা হইলে প্রপৌত্রগণের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ হইলে প্রপিতামহী কোনও অংশ প্রাপ্ত হন না, কেবলমাত্র ভরণপোষণ পাইয়া থাকেন। তবে যদি মাঝে পুত্র বা পৌত্রগণ থাকে, তাহা হইলে প্রপিতামহী তাঁহার পুত্র বা পৌত্রগণের নিকট হইতে অংশ পাইবেন।

অবিবাহিতা ভগ্নী।

ভ্রাতাগণের মধ্যে বিভাগের সময়ে অবিবাহিতা ভগ্নী থাকিলে, সে সম্পত্তির কোনও অংশ পাইবে না; সে শুধু বিবাহ পর্য্যন্ত

ভরণ পোষণ পাইবে, আর তাহার বিবাহের ব্যয় ঐ সম্পত্তি হইতে নির্ব্বাহ হইবে।

সম্পত্তি বিভাগের দাবী।

যাঁহারা যাঁহারা এজমালীতে সম্পত্তি দখল করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি (স্ত্রীলোকই হউন, বা পুরুষই হউন) সম্পত্তি বিভাগের জন্য দাবী করিতে এবং নালিস করিতে পারেন। যথা :—
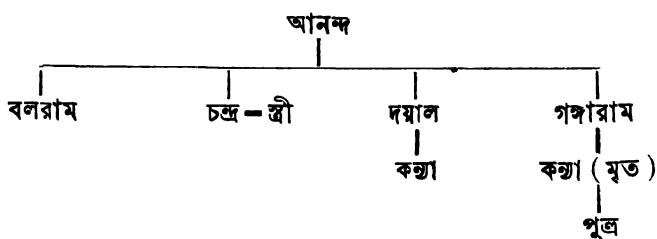
আনন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার চারি পুত্র বলরাম; চন্দ্র, দয়াল ও গঙ্গারাম পৈতৃক সম্পত্তি এজমালীতে দখল করিতে লাগিলেন। এখন ঐ চারি ভ্রাতার মধ্যে যে কেহ ঐ সম্পত্তি বিভাগের জন্য দাবী করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যদি বিভাগ না করেন, এবং পরে চন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় এক পত্নী রাখিয়া পরলোক গমন করেন, পরে দয়াল এক কন্যা রাখিয়া এবং গঙ্গারাম এক দৌহিত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন, তাহা হইলে বলরাম, চন্দ্রের বিধবা পত্নী, দয়ালের কন্যা এবং গঙ্গারামের দৌহিত্র এই চারিজনে মিলিয়া ঐ সম্পত্তি এজমালীতে দখল করিবেন, এবং এই চারিজনের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি বিভাগের জন্য দাবী করিতেও পারিবেন।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, মাতা ও পিতামহী স্থল বিশেষে সম্পত্তি বিভাগে অংশ পাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বিভাগের জন্য দাবী করিতে পারেন না।

নাবালকও সম্পত্তি বিভাগের জন্য দাবী করিতে পারেন। আরও, সম্পত্তি বিভাগের সময় কোনও অংশী যদি নাবালক থাকেন, এবং ঐ নাবালক যদি সাবালক হইয়া দেখাইতে পারেন যে বিভাগের সময়ে প্রতারণা ক্রমে অথবা অমনোযোগিতা বশতঃ অন্যান্য অংশীগণ তাঁহাকে কম অংশ দিয়াছেন বা তাঁহার স্বার্থের হানি করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐ বিভাগ রহিত হইয়া পুনরায় ভাল করিয়া বিভাগ হইবে (১৯ বোম্বাই ৫৯৩)।

এজমালী পরিবারের কোনও মেম্বর যদি বিভাগের পূর্ব্বে তাঁহার অবিভক্ত অংশ কোনও ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ খরিদদারও বিভাগ সম্বন্ধে উক্ত মেম্বরের সমান স্বত্ব পাইবেন, অর্থাৎ তিনি তাঁহার অংশ পৃথক করিয়া লইবার জন্য বিভাগের দাবী করিতে এবং নালিস করিতে পারিবেন।

কিন্তু মাতা ও পিতামহী সম্পত্তি বিভাগের পূর্ব্বে কোনও অংশ পাইতে পারেন না, বিভাগ হইলেই তবে অংশ পাইয়া থাকেন; সুতরাং যদি কোনও পরিবারে মাতা এবং তিন পুত্র থাকে, এবং বিভাগের পূর্ব্বে মাতা যদি একচতুর্থাংশ সম্পত্তি কোনও আইনসঙ্গত আবশ্যকতা দেখাইয়া হস্তান্তর করেন, তাহা হইলে ঐ হস্তান্তর অসিদ্ধ হইবে, এবং খরিদ্দার কোনও স্বত্ব পাইবেন না, বা বিভাগের জন্যও দাবী করিতে পারিবেন না।

অন্যান্য কথা।

এজমালী পরিবারের কোনও মেম্বর জন্মান্ধ বা উন্মাদগ্রস্ত বা কুষ্ঠগ্রস্ত হইলে তিনি সম্পত্তি বিভাগের সময়ে কোনও অংশ পাইতে পারেন না। এরূপ অবস্থায়, তিনি যেন মৃত এইরূপ গণ্য হইবে, এবং তাঁহার অংশ তাঁহার ওয়ারিশকে দেওয়া হইবে। যথা, যদি চারি ভ্রাতা থাকে এবং তন্মধ্যে এক ভ্রাতা জন্মান্ধ হন, তাহা হইলে জন্মান্ধ ভ্রাতা কোনও অংশ পাইবেন না, কিন্তু যদি সে সময়ে তাঁহার পুত্র থাকে, তাহা হইলে ঐ

পুত্রই এক চতুর্থাংশ পাইবে। কিন্তু বিভাগের সময়েই ওয়ারিস থাকিলে, তাহাকে দেওয়া হইবে, বিভাগের পরে ওয়ারিস জন্মিলে দেওয়া হইবে না। যদি এইরূপ হয় যে, সম্পত্তিবিভাগের সময়ে জন্মান্ধ ভ্রাতা অবিবাহিত আছেন, তাহা হইলে অপর তিন ভ্রাতাই সম্পত্তি তিনভাগে বিভক্ত করিয়া লইবেন ; এবং বিভাগের পর যদি তাঁহার বিবাহ হইয়া পুত্র জন্মায়, তাহা হইলে ঐ পুত্র আর কোনও অংশ পাইবেনা, কারণ সে জন্মিবার পূর্ব্বেই বিভাগ হইয়া গিয়াছে। বিভাগের সময়ে যদি জন্মান্ধ ভ্রাতার শুধু স্ত্রী থাকিত, পুত্র না থাকিত, তাহা হইলে ঐ স্ত্রীকে এক চতুর্থাংশ দেওয়া হইত।

স্থল বিশেষে এই বিষয়টী আরও জটিল হইয়া পড়ে। যথা—
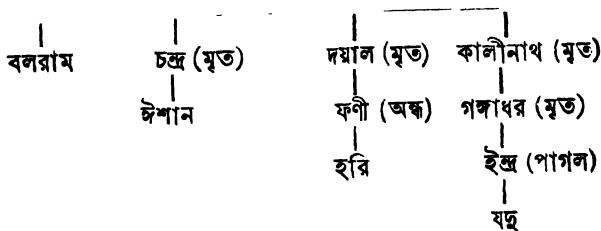
আনন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তিতে বলরাম এক অংশ পাইবেন ; চন্দ্রের পুত্র ঈশান এক অংশ পাইবেন ; দয়ালের পুত্র ফণী অন্ধ বলিয়া অংশ পাইবেন না, সুতরাং তাঁহার পুত্র হরি এক অংশ পাইবেন ; আর ইন্দ্র উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া অংশ পাইবেন না বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাহার পুত্র ঐ অংশ পাইবেন ? এদিকে নিয়ম আছে যে চারি পুরুষ পর্য্যন্ত ওয়ারিশের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ হইবে ; যদু ঐ চারি পুরুষের, বাহিরে, সুতরাং তিনি কোনও অংশ পাইতে পারেন না। ইন্দ্রের যদি স্ত্রী থাকে,

তাহা হইলে সে স্ত্রীও পাইবেন না, সম্পত্তি পুত্রে নামিতে পারিল না বলিয়া স্ত্রীতে যে অর্শিবে, তাহা কখনও হইতে পারে না. কারণ পুত্র অপেক্ষা স্ত্রী অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারিণী নহেন।

এজমালী সম্পত্তি মাত্রেরই বিভাগ হইতে পারে। পিতা যদি উইলে লিখিয়া যান যে পুত্রগণ সম্পত্তি চিরকাল এজমালীতে ভোগ করিবে এবং কখনই বিভাগ করিতে পারিবে না, অথবা যদি এরূপ আদেশ করিয়া যান যে, সম্পত্তি ১০ বৎসর কি ২০ বৎসর মোটেই বিভাগ হইবে না, তাহা হইলে সে আদেশ অসিদ্ধ এবং পুত্রগণ পিতার মৃত্যুর পরই ভাগ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবে (২৩ উইকলি রিপোর্টার ২৯৭ ; রাজেন্দ্র বঃ শ্যামচাঁদ, ৬ কলিকাতা ১০৬ ; মুকুন্দ বঃ গণেশ, ১ কলিকাতা ১০৪)। তবে যাহারা সম্পত্তি এজমালীতে ভোগ করিতেছেন তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে এরূপ চুক্তি করিতে পারেন যে কিছু কালের জন্য সম্পত্তি এজমালীতে থাকিবে (রাধানাথ বঃ তারক নাথ, ᐟ কলিকাতা উইকলি নোটস ১২৬)। যথা ভ্রাতাগণ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করিতে পারিবেন যে যতদিন তাঁহাদের ভগ্নীর বিবাহ না হয় ততদিন সম্পত্তি এজমালীতে থাকিবে। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা চিরকালের জন্য সম্পত্তি এজ-মালীতে রাখিবার চুক্তি করিতে পারেন না, করিলেও তাহা অসিদ্ধ হইবে, এবং মেম্বরগণ যখন ইচ্ছা তখন বিভাগ করিতে পারিবেন। আরও এক কথা, মেম্বরগণ যদি পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করেন যে, কিছুকালের জন্য সম্পত্তি এজমালীতে থাকিবে, তাহা হইলেও ঐ চুক্তি শুধু তাঁহাদের উপরই বাধ্যকর থাকিবে (৬ কলিকাতা ১০৬); যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ পরলোক গমন করেন, বা নিজে অবিভক্ত অংশ বিক্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার ওয়ারিস বা খরিদদার ঐ চুক্তি দ্বারা বাধ্য থাকিবেন না, তৎক্ষণাৎ বিভাগের জন্য দাবী করিতে পারিবেন (৩ বেঙ্গল ল রিপোর্ট ১৪ ; ৮ বেঙ্গল ল রিপোর্ট ৬০)।

বিভাগের সময়ে কোনও মেম্বর যদি নাবালক থাকে, তাহা হইলেও বিভাগ হইতে পারিবে, এবং নাবালককে যদি তাহার হিসাবমত অংশ দেওয়া হয় এবং কোনও প্রবঞ্চনা করা না হয়, তাহা হইলে সে সাবালক হইয়া বিভাগ রহিত করিতে পারিবে না (বালকিষেণ বঃ রামনারায়ণ, ৩০ কলিকাতা ৭৩৮ প্রিভি কৌন্সিল)।

বিভাগের সময়ে যদি একজন মেম্বর দূরদেশে থাকেন, তাহা হইলেও বিভাগ হইতে পারিবে ; ঐ মেম্বরের অংশ তাঁহার জন্য অবশ্য পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। তাঁহার স্ত্রী বা পুত্র যদি ঐ পরিবারের মধ্যে থাকে তাহা হইলে তাহাদের হস্তে তাঁহার অংশ সমর্পণ করিলেও চলিবে (শ্রীনাথ বঃ প্রবোধ, ১১ কলিকাতা ল জার্ণাল ৫৮০)।

সম্পত্তি বিভাগ করিবার সময়ে সকলকেই যে পৃথক্ হইতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। যদি তিন ভ্রাতা থাকেন, আর এক মৃত ভ্রাতার পুত্র থাকে, তাহা হইলে ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার অংশ পৃথক করিয়া লইতে পারে, এবং উক্ত তিন ভ্রাতা এজমালিতে থাকিতে পারেন। যদি চারি ভ্রাতা থাকে, তাহা হইলে দুই ভ্রাতা পৃথক হইয়া সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইলেও অপর দুই ভ্রাতা এজমালীতে থাকিতে পারেন।

সেইরূপ, মেম্বরগণ যখন পরস্পরের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন, তখন তাঁহারা কতকগুলি সম্পত্তি বিভাগ করিয়া বাকীগুলি এজমালীতে রাখিতে পারেন (১০ কলিকাতা ল জার্ণাল ৫০৩)। কিন্তু যদি মোকদ্দমা দ্বারা সম্পত্তি বিভাগ হয়, তাহা হইলে সমস্ত সম্পত্তি বিভাগেরই দাবী করিতে হইবে ; তখন কতকগুলি সম্পত্তি এজমালীতে রাখিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তিগুলি বিভাগের দাবী করা চলে না (যোগেন্দ্র বঃ জগবন্ধু, ১৪ কলিকাতা ১২২ ; ২৪ বোম্বাই ১২৮ ; ১৬ মাদ্রাজ ৯৮)। তবে বিশেষ স্থলে এরূপ দাবী করা চলিতেও পারে। যথা, কাকা এবং দুই ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগের সময় ভদ্রাসন বাটীগুলি, বাগানগুলি ও অস্থাবর দ্রব্য

সমস্তই ভ্রাতুষ্পুত্রগণ কাকার নিকট হইতে ভাগ করিয়া লইলেন, কিন্তু চাষের জমিগুলি এজমালীতে রহিল ; ইহার পরে, ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে একজন অপরের বিরুদ্ধে বিভাগের জন্য নালিস করিবার সময়ে বাটী, বাগান ও অস্থাবর দ্রব্য বিভাগ করিয়া লইবার দাবী করিতে পারেন, কিন্তু চাষের জমী (যাহা তাঁহারা কাকার সহিত এজমালীতে ভোগ করিতেছেন) বিভাগের দাবী না করিতেও পারেন (২৩ এলাহাবাদ ২১৬)।

বিভাগের জন্য নালিস করিতে হইলে এজমালী পরিবারের সকল মেম্বরগণকে পক্ষ করিতে হইবে। যাঁহারা বাদী হইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহাদিগকে বিবাদী করিতে হইবে, কিন্তু সকলকেই পক্ষভুক্ত করা আবশ্যক, নচেৎ পক্ষাভাবদোষে দাবী অচল হইবে।

বিভাগ করিতে হইলে কোনও দলিলের প্রয়োজন হয় না (১০ কলিকাতা ল জার্ণাল ৫০৩ ; ২৫ কলিকাতা ২১০)। কিন্তু দলিল সম্পাদন করিলেই ভাল হয়। বিশেষতঃ যেখানে সম্পত্তি অংশমত (যথা ।০ অংশ, ॥০ অংশ) ভাগ না হইয়া এক একজনের ভাগে বিশেষ বিশেষ সম্পত্তি পড়ে, সেস্থলে দলিল সম্পাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি এক ভ্রাতা পূর্ব্বদিকের খালি জমিটা লন, অপর ভ্রাতা পশ্চিম দিকের মাঠটী লন, এক ভ্রাতা বাড়ীখানি লন, আর এক ভ্রাতা জমী না লইয়া নগদ টাকা লন, তাহা হইলে বিভাগের একটী দলিল না থাকিলে ভবিষ্যতে অনেক গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা।

৩। অবিভাজ্য সম্পত্তি।

কতকগুলি সম্পত্তি আছে তাহা মোটেই বিভাগ করা যায় না। পূর্ব্বে হয় তো সেগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজার রাজ্য ছিল, তাহার পর

সেগুলি এখন জমীদারীতে পরিণত হইয়াছে ; কতকগুলি বা বহুকাল ধরিয়া বিভাগ করা হয় নাই বলিয়া এখন অবিভাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

যে কারণেই হউক, ঐ সম্পত্তিগুলি ভাগ করা যাইতে পারে না, এবং এককালে একজনমাত্র উহা ভোগ করিবেন এবং সেই পরিবারের অন্যান্য মেম্বরগণ কেবলমাত্র ভরণপোষণ পাইবেন।

অবিভাজ্য সম্পত্তির মালিক উহা হস্তান্তর করিতে বা উইল দ্বারা দান করিয়া যাইতে পারেন। অবশ্য যে স্থলে প্রথানুসারে হস্তান্তর করা বা উইল দ্বারা দিয়া যাওয়া নিষেধ, সে স্থলে মালিক ঐ প্রথা মানিতে বাধ্য।

জ্যেষ্ঠ পুত্রই অবিভাজ্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পাইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশে কেহ না থাকিলে তৎপরবর্ত্তী পুত্র পাইয়া থাকেন। এবিষয়ে আবার দুই প্রকার প্রথা আছে ; নিম্নে উদাহরণ দ্বারা দুইপ্রকার প্রথাই বুঝান যাইবে :—
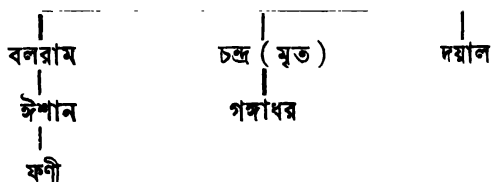
আনন্দের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলরাম পাইবেন, বলরামের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশান পাইবেন, এবং ঈশানের পর ফণী পাইবেন। এই পর্য্যন্ত দুই প্রথায় কোনও প্রভেদ নাই ; কিন্তু ফণীর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর কে পাইবে ? মৃত চন্দ্রের পুত্র গঙ্গাধর পাইবে ? না আনন্দের কনিষ্ঠ পুত্র দয়াল পাইবে ? এক স্থানের প্রথানুসারে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশ

শেষ হইয়া গেলে তৎপরবর্ত্তী পুত্রের বংশ পাইবে, অর্থাৎ এস্থলে গঙ্গাধর পাইবে ; আবার আর এক স্থানের প্রথানুসারে, যাহার সঙ্গে সম্বন্ধ বেশী ঘনিষ্ঠ, সেই পাইবে, অর্থাৎ এস্থলে গঙ্গাধর অপেক্ষা দয়ালই ফণীর বেশী ঘনিষ্ঠ ; সুতরাং দয়ালই পাইবে। যে বংশে যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে, সেই বংশে সেই প্রথানুসারে উত্তরাধিকারী নির্ণয় করা হইবে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিতে গেলে সর্ব্বাপেক্ষা যে বয়োজ্যেষ্ঠ তাহাকেই বুঝাইবে ; যদিও সে তাহার পিতার কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত হয়, তথাপি সে বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেই উত্তরাধিকারী হইবে। আবার কোনও কোনও স্থানে এরূপ প্রথা আছে যে, জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রই উত্তরাধিকারী হইবে, এমন কি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও হইবে।

অবিভাজ্য সম্পত্তির মালিক পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য। কোনও কোনও স্থানে তাঁহাদিগকে ভরণপোষণের জন্য নগদ টাকা দেওয়া হয়, আবার কোনও রাজএষ্টেটের প্রথানুসারে তাঁহাদিগকে ভরণপোষণ স্বরূপ কিছু ভূসম্পত্তি দেওয়া হয়। কোন কোন স্থানে তাঁহারা ঐ ভূসম্পত্তি জীবনস্বত্বে পাইয়া থাকেন, আবার কোন কোন রাজএষ্টেটের প্রথানুসারে তাঁহারা নির্ব্যূঢ়স্বত্বে পাইয়া থাকেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অবিভাজ্য সম্পত্তির সকল বিষয়ই ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রথার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে ; কোনও নির্দ্দিষ্ট আইন সকল স্থানে প্রযোজ্য হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়।

সম্পত্তি হস্তান্তর।

(দায়ভাগ)

সম্পত্তির মালিক তাঁহার সম্পত্তি যে কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারেন, এ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত। সম্পত্তি যখন পিতার হস্তে থাকে, তখন পিতা উহা বিক্রয় করিতে, বন্ধক দিতে, দান করিতে, বা উইল করিয়া যাইতে পারেন, এবং পুত্রগণ তাহাতে কোনও আপত্তি করিতে পারে না। স্থাবর হউক, অস্থাবর হউক, পৈতৃক হউক, বা স্বোপার্জ্জিতই হউক, সকল প্রকার সম্পত্তির উপর তাঁহার সমান প্রভুত্ব আছে (উদয় বঃ যাদবলাল, ৫ কলিকাতা ১১৩)।

একাধিক ব্যক্তি মিলিয়া যখন সম্পত্তি এজমালিতে ভোগ করিতে থাকেন, তখনও প্রত্যেক ব্যক্তি বিভাগের পূর্ব্বেও তাঁহার নিজের অবিভক্ত অংশ যে কোনও প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারেন, তাহাতে অপর ব্যক্তিগণ কোনও আপত্তি করিতে পারেন না। যদি চারিভ্রাতা এজমালিতে সম্পত্তি ভোগ করেন, তাহা হইলে বিভাগের পূর্ব্বেও এক ভ্রাতা যদি একচতুর্থাংশ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে অপর ভ্রাতাগণ তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবেন না।

অনেক স্থলে এজমালী মালিকগণের মধ্যে একজন কর্ত্তা বা ম্যানেজার স্বরূপ সমস্ত সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করেন। সম্পত্তি হস্তান্তর সম্বন্ধে কর্ত্তারও ক্ষমতা খুব বেশী। সম্পত্তির মধ্যে তাঁহার নিজের যেটুকু অংশ আছে, সে সম্বন্ধে তো তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতা আছেই; তাহা ছাড়াও, কর্ত্তা বা ম্যানেজারস্বরূপ এজমালী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণসম্বন্ধেও তাঁহার অনেক ক্ষমতা আছে। আইনসঙ্গত প্রয়োজন থাকিলে তিনি সমস্ত

সম্পত্তি যে কোন প্রকারে হস্তান্তর (বিক্রয়, বন্ধক, পত্তনি) করিতে পারেন ; তজ্জন্য তিনি অপর মেম্বরগণের অনুমতি লইতে বাধ্য নহেন। পরিবারের মধ্যে কোনও কন্যার বিবাহ, বালকগণের উপনয়ন ও বিদ্যাশিক্ষা, পরিবারবর্গের ভরণপোষণ, চিকিৎসাব্যয়, পৈতৃক ঋণ পরিশোধ, মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ, চিরকাল ধরিয়া যে সকল পূজা হইয়া আসিতেছে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ, ধর্ম্মকার্য্য ও দাতব্য কার্য্যে ন্যায়সঙ্গত দান, প্রয়োজনীয় মামলা মোকদ্দমা পরিচালন, গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদান, —এই সকল কার্য্যকে আইনসঙ্গত প্রয়োজন বলে। এই কার্য্যগুলির জন্য অপর মেম্বরগণের সম্মতি না লইয়াও কর্ত্তা সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন। কিন্তু আইনসঙ্গত প্রয়োজন না থাকিলে তিনি হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, করিলেও তজ্জন্য শুধু তাঁহার নিজের অংশ দায়ী হইবে।

কোনও নাবালকের অভিভাবকের নিকট হইতে কোনও সম্পত্তি ক্রয় করিবার সময়ে খরিদদারকে যে যে বিষয়ে তদন্ত করিতে হয় (পূর্ব্বে ৪৩—৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), একান্নবর্তী পরিবারের কর্ত্তা বা ম্যানেজারের নিকট হইতে সম্পত্তি খরিদ করিবার সময়েও খরিদদারকে সেই সেই তদন্ত করিতে হইবে।

সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে কেহ কাহাকেও নিষেধ করিতে পারেন না, করিলেও তাহা অসিদ্ধ হইবে। পিতা যদি উইলে লিখিয়া যান যে, তাঁহার পুত্রগণ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিবে না, তাহা হইলে ঐ আদেশ অসিদ্ধ হইবে ; এবং পিতার মৃত্যুর পরই পুত্রগণ নিজ নিজ অংশ বিক্রয় করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন। কিন্তু যাঁহারা সম্পত্তি এজমালিতে ভোগ করিতেছেন তাঁহারা যদি পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করেন যে, তাঁহার অংশ হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে ঐ চুক্তি হইবে ; কিন্তু ইহাও জানা উচিত যে ঐ চুক্তি শুধু তাঁহাদের নিজেদেরই

উপর বাধ্যকর হইবে, তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের উপর বাধ্যকর হইবে না।

নাবালক ব্যক্তি কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে না।

দান।

মালিক তাঁহার সম্পত্তি ইচ্ছামত দান করিতে পারেন। স্থাবর হউক, অস্থাবর হউক, পৈতৃক হউক, স্বোপার্জ্জিত হউক, সকল সম্পত্তিই তিনি দান করিতে পারেন। তবে কোনও সম্পত্তি দান করিতে হইলে, কিরূপ ভাবে দান করিতে হয় এবং কাহাকে দান করিতে পারা যায়, ইত্যাদি সম্বন্ধে হিন্দু আইনে কতকগুলি বিধান আছে, তাহা পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, না করিলে দান অসিদ্ধ হইয়া যায়।

দানকার্য্যে কি কি আবশ্যক।

(১) প্রথমতঃ, হিন্দু আইনে বিধান আছে যে, "চেতনোদ্দেশবিশিষ্ট ত্যাগ"কে দান বলা যায়; অর্থাৎ দান করিতে হইলে কোনও চেতনা-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দান করিতে হইবে। সেজন্য, যে ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে বা যে ব্যক্তি এখনও জন্মায় নাই তাহাকে দান করিতে পারা যায় না (১৮ উইক্‌লি রিপোর্টার ৩৫৯)। যে ব্যক্তি মাতৃগর্ভস্থ, আইনের চক্ষে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হয়, সুতরাং তাহাকে দান করিতে পারা যায়।

(২) দ্বিতীয়তঃ, যাঁহাকে সম্পত্তি দান করা হইয়াছে, তিনি উহা গ্রহণ করিবেন, তিনি নিজে গ্রহণ করিতে না পারিলে তাঁহার পক্ষে অপর কেহ গ্রহণ করিবেন। নাবালককে সম্পত্তি দান করিলে তাহার অভিভাবক গ্রহণ করিতে পারে; কোনও মন্দিরে সম্পত্তি দান করিলে মন্দিরের পুরোহিত বা সেবাইত তাহা গ্রহণ করিতে পারে (জগদীন্দ্র বঃ হেমন্ত, ৩২ কলিকাতা ১২৯ প্রিভিকৌন্সিল)।

যদি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে দানপাত্রের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে দান অসিদ্ধ হইয়া যাইবে।

(৩) তৃতীয়তঃ, হিন্দু আইনে এই বিধান আছে যে, দানের সম্পত্তিতে দাতা গ্রহীতাকে দখল সমর্পণ করিবেন। কিন্তু এই বিধানটী এখন সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২৩ ধারা দ্বারা রহিত হইয়াছে। উক্ত আইনের ১২৩ ধারায় এই নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে যে, স্থাবর সম্পত্তি দান করিতে হইলে একটী দানপত্র সম্পাদন করিতে হইবে, ঐ দানপত্র রেজিষ্টারী করিতে হইবে, এবং উহাতে অন্যূন দুইজন সাক্ষী থাকা আবশ্যক; নচেৎ দান অসিদ্ধ হইবে; আর যদি অস্থাবর সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে দাতা গ্রহীতাকে সম্পত্তিতে দখল সমর্পণ করিবেন অথবা রেজেষ্টারীকৃত দানপত্র সম্পাদন করিবেন।

সুতরাং এখন কোনও স্থাবর সম্পত্তি দান করিতে হইলে, হিন্দু আইনের বিধান অনুসারে শুধু দখল সমর্পণ করিয়া বাচনিক ভাবে দান করা চলিবে না; এখন সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের বিধান পালন করিতে হইবে, নচেৎ দান সিদ্ধ হইবে না। পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের বিধানানুসারে এই আইন দাঁড়াইয়াছে যে, সম্পত্তি যদি অস্থাবর হয়, তাহা হইলে দানপত্র সম্পাদিত হইবে অথবা দাতা কর্ত্তৃক সম্পত্তিতে গ্রহীতাকে দখল সমর্পণ করিতে হইবে; আর যদি সম্পত্তি স্থাবর হয়, তাহা হইলে দানপত্র সম্পাদন করিতেই হইবে, সম্পত্তিতে দখল সমর্পণ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই (কালিদাস বঃ কানাইলাল, ১১ কলিকাতা ১২১ প্রিভি কৌন্সিল; ধর্ম্মদাস বঃ নিস্তারিণী, ১৪ কলিকাতা ৪৪৬; বলভদ্র বঃ ভবানী, ৩৪ কলিকাতা ৮৫৩)।

স্ত্রীলোককে দান।

স্ত্রীলোককে কোনও সম্পত্তি দান করা হইলে দানপত্রে স্পষ্ট ভাষায় লেখা উচিত যে স্ত্রীলোক ঐ সম্পত্তি জীবনস্বত্বে পাইবে অথবা নির্ব্যূঢ়

স্বত্বে পাইবে। কোনও পুরুষ ব্যক্তিকে কোনও সম্পত্তি দান করিলে এ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উত্থিত হয় না, কারণ পুরুষ ব্যক্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বেই পাইয়া থাকে; তবে যদি দানপত্রে স্পষ্ট লেখা থাকে যে সে জীবন-স্বত্বে পাইবে তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু স্ত্রীলোককে কোন সম্পত্তি দান করিলে এবং স্ত্রীলোক কিরূপ স্বত্বে পাইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া না লিখিলে ইহা অনুমান করিয়াই লওয়া হয় যে স্ত্রীলোক উহা জীবনস্বত্বে পাইবেন (২ ইণ্ডিয়ান আপীলস্ ৭; রাধাপ্রসাদ বঃ রাণীমণি, ৩৫ কলিকাতা ৮৯৬ প্রিভি কৌন্সিল)। সুতরাং কেহ যদি কোনও সম্পত্তি কোনও স্ত্রীলোককে নির্ব্যূঢ় স্বত্বে দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে দানপত্রে সে কথা খুব স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত, নতুবা ভবিষ্যতে এই ব্যাপার লইয়া অনেক মামলা মোকদ্দমা হইতে পারে।

অন্যান্য কথা।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নাই তাহাকে দান করিতে পারা যায় না। সুতরাং কেহ যদি এরূপভাবে দান করেন যে "আমি এই সম্পত্তি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কালীচরণকে এবং তাহার যে সকল ভ্রাতা জন্মিবে তাহাদিগকে দান করিলাম," এবং দানের সময় যদি শুধু কালীচরণ ব্যতীত আর কোনও ভ্রাতুষ্পুত্র না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্ত দানপত্রটী অসিদ্ধ হইয়া যাইবে না, তবে সমস্ত সম্পত্তিটী শুধু কালীচরণই পাইবে; দানপত্র সম্পাদিত হওয়ার পর কালীচরণের যে সকল ভ্রাতা জন্মিবে, তাহারা কিছুই পাইবে না। সেইরূপ, যদি কেহ এই মর্ম্মে দানপত্র লেখেন যে "আমার দুই ভগ্নীর পুত্রগণকে (যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং যাহারা ভবিষ্যতে জন্মিবে) এই সম্পত্তি দান করিলাম," তাহা হইলে দানপত্রের সময়ে যে ভাগিনেয়গণ রহিয়াছে তাহারাই সম্পত্তি পাইবে, যাহারা পরে জন্মগ্রহণ করিবে তাহারা

কিছুই পাইবে না (ভগবতী বঃ কালীচরণ, ৩৮ কলিকাতা ৪৬৮ প্রিভি কৌন্সিল)।

দানের সঙ্গে যদি কোনও সর্ত্ত থাকে তাহা হইলেও দান সিদ্ধ হইবে। দাতা যদি এই সর্ত্তে দান করেন যে গ্রহীতা দাতার গৃহদেবতার পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, কিংবা দানের সম্পত্তি হইতে দাতাকে ভরণপোষণ দিবেন, তাহা হইলেও দান সিদ্ধ হইবে, এবং গ্রহীতা ঐ সকল সর্ত্ত পালন করিতে বাধ্য হইবেন।

কোনও সম্পত্তি একবার দান করিলে আর তাহা প্রত্যাহার করা যায় না, এমন কি যদি দানপত্র রেজেষ্টারী না হইয়াও থাকে, তাহা হইলেও দানের সম্পত্তি ফিরাইয়া লওয়া চলেনা। তবে যদি দাতা প্রমাণ করিতে পারেন যে দানপাত্র তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া, বা অবৈধ ক্ষমতা পরিচালনা পূর্ব্বক বা মিথ্যা উক্তি দ্বারা বা ভয় দেখাইয়া বা বলপূর্ব্বক দানপত্র সম্পাদন করাইয়া লইয়াছে, তাহা হইলে দাতা ঐ দান প্রত্যাহার করিতে পারেন। দাতা ও গ্রহীতা দানের সময়ে এইরূপ চুক্তি করিতে পারেন যে, যে ঘটনার উপর দাতার কোনও হাত নাই সেরূপ ঘটনা ঘটিলে তিনি ঐ দান প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। এইরূপ চুক্তি সিদ্ধ হইবে এবং উক্তরূপ ঘটনা ঘটিলে দাতা দানের সম্পত্তি ফিরাইয়া লইতে পারিবেন। যথা, দাতা যদি দানপত্রে এইরূপ লেখেন—"আমি এই সম্পত্তি তোমাকে দান করিলাম, কিন্তু আমার যদি ভ্রাতুষ্পুত্র জন্মায় তাহা হইলে আমি এই সম্পত্তি তোমার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইতে পারিব" এইরূপ চুক্তি সিদ্ধ হইবে, কারণ দাতার ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্ম সম্বন্ধে দাতার কোনও হাত নাই; এস্থলে দাতার ভ্রাতুষ্পুত্র জন্মিলে তিনি দানের সম্পত্তি ফিরাইয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু যদি দাতা দানপত্রে এইরূপ লেখেন—"আমি এই সম্পত্তি দান করিলাম, কিন্তু আমি যদি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমি এই সম্পত্তি ফিরাইয়া লইব" তাহা হইলে এই চুক্তি

অসিদ্ধ হইবে, কারণ পোষ্যপুত্র গ্রহণের উপর দাতার নিজের সম্পূর্ণ হাত আছে, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। এরূপ স্থলে তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া দানের সম্পত্তি ফেরত লইতে পারিবেন না।

আর এক প্রকার দান আছে, তাহা লোকে খুব সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলে করিয়া থাকে। ঐ পীড়ায় যদি দাতার মৃত্যু হয় তাহা হইলেই এ দান কার্য্যকর হইবে; যদি দাতা বাঁচিয়া উঠেন, তাহা হইলে দান নিষ্ফল হইয়া যাইবে, এবং গ্রহীতা কিছুই পাইবেন না। এই প্রকারে শুধু অস্থাবর সম্পত্তি দান করা যায়, স্থাবর সম্পত্তির দান হয় না। ইহা দান এবং উইল মিশ্রিত এক নূতন ব্যাপার; একদিকে ইহা দানেরই তুল্য, সুতরাং দানের বস্তুতে গ্রহীতাকে দখল সমর্পণ করা চাই; তবে দাতা দখল সমর্পণ করিতে অক্ষম হইলে তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র দখল সমর্পণ করিলেও সিদ্ধ হইবে (১৭ বোম্বাই ৪৮২)। পক্ষান্তরে, দাতার মৃত্যু হইলেই তবে ইহা কার্য্যকর হইবে, সুতরাং এ বিষয়ে উইলের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। এরূপ দান কার্য্যতঃ খুব কমই দেখা যায়, কিন্তু ইহা হিন্দু আইন-সম্মত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উইল।

হিন্দু আইনে উইলের ন্যায় কোনও ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ মৃত্যুর পর সম্পত্তির কি হইবে তাহা কেহ ভাবিতেন না, এবং সেজন্য কেহ উইলও করিতেন না। যাঁহাদের পুত্র থাকিত তাঁহাদের কিছু ভাবিবার প্রয়োজন হইত না, যাঁহাদের পুত্র না হইত তাঁহারা দত্তকগ্রহণ করিয়া সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন। যাঁহারা আত্মীয় স্বজনকে কিছু দিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহারা জীবিত থাকিতে দান করিতেন, অথবা মৃত্যুশয্যায় দান করিয়া যাইতেন।

ইংরাজগণের আগমনের পর এই দেশে উইল প্রচলিত হয়, এবং তাঁহাদের নিকট হইতেই এদেশীয় লোক উইল করিতে শিক্ষা করে। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় স্থানের ধনী ব্যক্তিগণ সম্পত্তি সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা করিতে হইলে ইংরাজ আইনজ্ঞগণের পরামর্শ লইতেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে উইলের কথা শুনিয়া সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। এইরূপে সহরের মধ্যে উইল খুব প্রচলিত হইল, এবং পরে সহরের লোকের দেখাদেখি মফঃস্বলের লোকেরাও উইল করিতে শিখিল। ১৭৫৮ সালে উমিচাঁদ এদেশে সর্ব্বপ্রথম উইল করেন।

কে কোন্ সম্পত্তি উইল করিতে পারেন।

দান সম্বন্ধে আইনের যে বিধানগুলি আছে, উইল সম্বন্ধেও তাহার অনেকগুলি প্রযোজ্য হয়। যে ব্যক্তি যে সম্পত্তি দান করিতে পারেন, তিনি তাহা উইল করিয়াও দিয়া যাইতে পারেন। পুত্রগণকে বঞ্চিত

করিয়া পিতা তাঁহার সম্পত্তি যে কোনও ব্যক্তিকে দান করিয়া যাইতে পারেন, উইল করিয়াও দিয়া যাইতে পারেন। এজমালী সম্পত্তির কোনও এক মালিক তাঁহার নিজ অংশ দান করিয়া যাইতে পারেন, উইল করিয়াও দিয়া যাইতে পারেন। স্ত্রীলোক তাঁহার স্ত্রীধন সম্পত্তি দান করিতে পারেন, উইল করিয়াও দিয়া যাইতে পারেন। স্ত্রীলোক যে সম্পত্তি জীবনস্বত্বে পাইয়া থাকেন, তাহা তিনি দান করিতেও পারেন না, উইল করিতেও পারেন না।

উইলকর্ত্তার ক্ষমতা।

দান এবং উইলে প্রভেদ এই যে, দানকার্য্য দ্বারা সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ হস্তান্তরিত হইয়া যায়, কিন্তু উইলকর্ত্তার মৃত্যুর পর তবে উইল কার্য্যকর হয়। আর একটী প্রভেদ এই যে, উইলকর্ত্তা উইল প্রত্যাহার করিতে পারেন, কিন্তু দান সহজে প্রত্যাহার করা চলে না।

দাতা যেমন তাঁহার সম্পত্তি জীবনস্বত্বে বা নির্ব্যূঢ়স্বত্বে দান করিতে পারেন, উইলকর্ত্তাও সেইরূপ উইল করিয়া তাঁহার সম্পত্তি জীবনস্বত্বে বা নির্ব্যূঢ়স্বত্বে দিয়া যাইতে পারেন। দাতা যেমন এই সর্ত্তে দান করিতে পারেন যে গ্রহীতা দাতাকে ভরণপোষণ করিবে বা দাতার গৃহ-দেবতার পূজা নির্ব্বাহ করিবে, উইলকর্ত্তাও সেইরূপ আদেশ দিয়া যাইতে পারেন যে, যাহাকে তিনি সম্পত্তি দিতেছেন সে তাঁহার কন্যাকে ভরণপোষণ করিবে, বা তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবে।

উইলকর্ত্তা যখনই কোনও সর্ত্তে উইল করিয়া যাইবেন, তখনই তাঁহার এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক যে ঐ সর্ত্তগুলি যেন হিন্দু আইনবিরুদ্ধ না হয়। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই মর্ম্মে তাঁহার উইল করিয়া গিয়াছিলেন—"আমার একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, আমি তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিলাম; সে এই

উইল অনুসারে কিছুই পাইবে না। আমার সম্পত্তি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পাইবে যথা—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর জীবনস্বত্বে পাইবে, তাহার পর যতীন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবনস্বত্বে ; তাহার পর যতীন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবনস্বত্বে ; তাহার পর যতীন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অন্য পুরুষ ওয়ারিসগণ জীবনস্বত্বে ; তাহার পর যতীন্দ্রমোহনের অন্য পুত্রগণ জীবনস্বত্বে ; তাহার পর যতীন্দ্রমোহনের অন্য পুত্রগণের পুরুষ ওয়ারিসগণ জীবনস্বত্বে ; তাহার পর সৌরীন্দ্রমোহন জীবনস্বত্বে; তাহার পর সৌরীন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবনস্বত্বে ; তাহার পর সৌরীন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র জীবনস্বত্বে ; তাহার পর সৌরীন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অন্য পুরুষ ওয়ারিসগণ জীবনস্বত্বে ; তাহার পর সৌরীন্দ্রমোহনের অন্য পুত্রগণ জীবনস্বত্বে ; তাহার পর সৌরীন্দ্রমোহনের অন্য পুত্রগণের পুরুষ ওয়ারিসগণ জীবনস্বত্বে ; তাহার পর ললিতমোহন জীবনস্বত্বে" ইত্যাদি। আরও ঐ উইলে স্পষ্ট বিধান ছিল যে কোনও স্ত্রীলোক ঐ সম্পত্তি পাইবে না, এমন কি স্ত্রীলোকের বংশের ওয়ারিস (যথা দৌহিত্র, ভাগিনেয়) পাইবে না। এই উইল লইয়া যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিরুদ্ধে জ্ঞানেন্দ্রমোহন নালিস করিলেন ; মোকদ্দমা প্রিভিকৌন্সিল পর্য্যন্ত গেল ; এবং হিন্দুগণের উইল সম্বন্ধে যতকিছু প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহা সমস্তই এই মোকদ্দমায় আলোচিত হইয়াছিল। যাহা হউক, প্রিভিকৌন্সিল স্থির করিলেন যে যতীন্দ্রমোহনকে জীবনস্বত্বে দান করার সর্ত্তটী সিদ্ধ, এতদ্ভিন্ন এই উইলের বাকী সর্ত্তগুলি হিন্দু-আইনবিরুদ্ধ ; হিন্দু-আইন অনুসারে পিতার মৃত্যুর পর পিতার সম্পত্তি সকল পুত্রই একসঙ্গে পাইয়া থাকেন ; কিন্তু এ স্থলে উইলে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে যতীন্দ্রমোহনের পর শুধু যতীন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্রই পাইবে ; তদভাবে এই জ্যেষ্ঠ পুত্রের শুধু জ্যেষ্ঠ পুত্র পাইবে ইত্যাদি ; এ প্রকার ব্যবস্থা হিন্দু-আইনসম্মত নহে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর উত্তরাধিকার সম্বন্ধে হিন্দু আইনের বিধান উল্টাইয়া

দিয়া যেন নিজের ইচ্ছামত নূতন বিধান করিতে গিয়াছেন। সুতরাং তাহা সিদ্ধ হইবে না; অতএব যতীন্দ্রমোহন ঐ সম্পত্তি জীবনস্বত্বে পাইবেন, উইলের এই পর্য্যন্ত ব্যবস্থা সিদ্ধ থাকিবে, তাহার পরবর্ত্তী ব্যবস্থাগুলি সমস্তই অসিদ্ধ হইবে। তাহার পর, হিন্দু আইন অনুসারে স্ত্রীলোকগণ (যথা পত্নী, কন্যা) এবং স্ত্রীলোকের বংশীয় ব্যক্তিগণ (যথা দৌহিত্র, ভাগিনেয়) উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন; কিন্তু এই উইলে তাহাও নিষেধ করা হইয়াছে; এরূপ নিষেধও হিন্দু-আইন-বিরুদ্ধ। (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ১৮ উইকলি রিপোর্টার ৩৫৯)।

আরও একটী মোকদ্দমায় এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। দুই ভ্রাতা এই মর্ম্মে একটী দলিল সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, তাহাদের মৃত্যুর পর সম্পত্তির একজনের বংশের পুরুষ ওয়ারিসগণ পর পর ভোগ করিবে; সেই বংশে যদি কোনও কালে পুরুষ ওয়ারিস আর না থাকে, তাহা হইলে অপর ব্যক্তির বংশের পুরুষ ওয়ারিসগণ পাইবে; এবং যতক্ষণ এই দুই বংশে পুরুষ ওয়ারিস থাকিবে, ততক্ষণ কোনও স্ত্রীলোক ঐ সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইতে পারিবে না। প্রিভিকৌন্সিল স্থির করিলেন যে এই ব্যবস্থা আইন-বিরুদ্ধ। হিন্দু আইনে স্ত্রীলোকগণ ওয়ারিস হইতে পারেন; সুতরাং তাহারা কোন কালেই ওয়ারিস হইবে না, এইমর্ম্মে ব্যবস্থা করিয়া দলিলকর্ত্তাগণ হিন্দু আইনের উত্তরাধিকারের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নিজেরা একটী নূতন নিয়ম করিতে বসিয়াছেন; এইরূপ বিধান বে-আইনী ও অসিদ্ধ (পূর্ণশশী বঃ কালীধন, ৩৮ কলিকাতা ৬০৩)।

সুতরাং উইলের কোনও সর্ত্ত দ্বারা যদি কোনও আইনের বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে উহা অসিদ্ধ হইবে। ইহার আরও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। কোন ব্যক্তি উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার তিন পুত্রকে দিয়া গিয়াছিলেন; ঐ উইলে এইরূপ সর্ত্ত ছিল যে যদি ঐ তিন পুত্রের মধ্যে একজন নিঃসন্তান অবস্থায়

পরলোক গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার অংশ তাঁহার বিধবা পত্নী পাইবেন না, অপর ভ্রাতাগণ পাইবেন। ফলেও তাহা হইল। উইল-কর্ত্তার মৃত্যুর পর তিন পুত্র সম্পত্তি ভোগ করিতে করিতে দ্বিতীয় পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা পত্নীকে রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। তখন অপর ভ্রাতাগণ উইল অনুসারে মৃত ভ্রাতার অংশ দাবী করিলেন। এদিকে বিধবা পত্নীও স্বামীর অংশ দাবী করিলেন; দুই পক্ষে মোকদ্দমা হইল এবং মোকদ্দমা প্রিভিকৌন্সিল পর্য্যন্ত গড়াইল। প্রিভিকৌন্সিল স্থির করিলেন যে, বিধবা পত্নীই মৃত ব্যক্তির অংশ পাইবেন, তাঁহার ভ্রাতাগণ পাইবেন না; ঐ উইলের সর্ত্ত অসিদ্ধ, কারণ হিন্দু আইন অনুসারে ভ্রাতা অপেক্ষা পত্নীই অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী, এবং উইলকর্ত্তা পত্নীর পরিবর্ত্তে ভ্রাতাকে সম্পত্তি দিবার আদেশ দিয়া উত্তরাধিকার সম্বন্ধে হিন্দু আইনের বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছেন (নরেন্দ্র বঃ কমল-বাসিনী, ২৩ কলিকাতা ৫৬৩)।

সেইজন্য, কোনও উইল করিবার সময়ে উইলকর্ত্তার খুব সাবধান হওয়া উচিত, যাহাতে উইলটী বিশেষ জটিল হইয়া না দাঁড়ায়। উইলের সর্ত্তগুলি যত সরল হইবে ততই নিরাপদ। উইলের সর্ত্তগুলি জটিল হইলেই হয়তো আইনের কোনও না কোনও বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে, আর উইলটী অসিদ্ধ হইয়া যাইবে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর নিজে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন; এবং বহু আইনজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তির পরামর্শ লইয়া উইল করিয়াছিলেন, কিন্তু উইলটী এমন জটিল করিয়া ফেলিলেন যে জটিলতা দোষেই উহা ব্যর্থ হইয়া গেল; এমন কি, যে উদ্দেশ্যে তিনি উইল করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে সেই উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া গিয়াছিল।

দান সম্বন্ধে যেমন নিয়ম আছে যে, যে ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন তাহাকেই দান করিতে পারা যায়, যে ব্যক্তি জন্মায় নাই তাহাকে দান

করা যায় না, উইল সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। যে ব্যক্তি উইলকর্ত্তার মৃত্যুকালে বর্ত্তমান আছেন তিনিই উইল অনুসারে সম্পত্তি পাইবেন ; যে ব্যক্তি সে সময়ে জন্মায় নাই সে পাইবে না।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উইলেও এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর যখন পরলোকগমন করিলেন তখন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কোনও পুত্র ছিল না। অথচ এদিকে উইলে লেখা রহিয়াছে যে যতীন্দ্রমোহনের জীবনস্বত্ব শেষ হইয়া গেলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পাইবে। সুতরাং উইলের ঐ সর্ত্ত নিষ্ফল ; এবং প্রসন্নকুমারের মৃত্যুর পরে যদি যতীন্দ্রমোহনের কোন পুত্র জন্মিত তাহা হইলেও সে উইল অনুসারে কিছুই পাইত না। (১৮ উইকলি রিপোর্টার ৩৫৯)। সেইরূপ, যদি কোনও ব্যক্তি এই মর্ম্মে উইল করেন যে "আমার ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে আমার সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়া গেলাম" তাহা হইলে উইলকর্ত্তার মৃত্যুকালে যে সকল ভ্রাতুষ্পুত্র বর্ত্তমান আছে তাহারাই পাইবে, তাঁহার মৃত্যুর পর যে সকল ভ্রাতুষ্পুত্র জন্মিবে তাহারা কিছুই পাইবে না (ভগবতী বঃ কালীচরণ, ৩২ কলিকাতা ৯৯২ ; ৩৮ কলিঃ ৪৬৮, প্রিঃ কৌঃ ; রামলাল বঃ কানাইলাল, ১২ কলিঃ ৬৬৩)।

এইস্থলে আরও একটী নিয়ম জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে উইলকর্ত্তার মৃত্যুকালের অবস্থা ধরিয়াই উইল কার্য্যকর হয়, উইল যে সময়ে সম্পাদিত হয় সে সময়কার অবস্থা দেখিয়া উইলের বিচার হয় না। দান ও উইলে এইটী বিশেষ প্রভেদ। এক ব্যক্তি এই মর্ম্মে উইল করেন যে "আমার সম্পত্তি আমার সমস্ত ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পাইবে।" উইলকর্ত্তা যে সময়ে উইল করিলেন সে সময়ে তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র জীবিত, কিন্তু তিনি যে সময়ে পরলোকগমন করিলেন সে সময়ে আরও তিনজন ভ্রাতুষ্পুত্র জন্মিয়াছে, এস্থলে পাঁচজন ভ্রাতুষ্পুত্রই পাইবেন, শুধু দুইজন পাইবেন না ; অর্থাৎ উইল সম্পাদনের সময়কার ঘটনা ধরিয়া উইলের বিচার হইবেনা, উইল-

কর্ত্তার মৃত্যুর সময়কার অবস্থাই ধরা হইবে। কিন্তু যদি উইল না হইয়া দানপত্র সম্পাদিত হইত, তাহা হইলে শুধু দুইজন ভ্রাতুষ্পুত্র পাইতেন, দানপত্র সম্পাদিত হওয়ার পর যাহারা জন্মগ্রহণ করিত তাহারা কিছুই পাইত না। অথবা যদি এইরূপ হইত যে, যে সময়ে ঐ ব্যক্তি উইল করিয়াছিলেন সে সময়ে কোনও ভ্রাতুষ্পুত্রই জন্মগ্রহণ করে নাই, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সময়ে পাঁচজন জন্মিয়াছে, তাহা হইলেও উইল অসিদ্ধ হইয়া যাইত না, এবং ঐ পাঁচজন ভ্রাতুষ্পুত্র পাইতেন; কিন্তু উইল না হইয়া দানপত্র হইলে উহা অসিদ্ধ হইত। যদি এইরূপ হয় যে, ঐ ব্যক্তি যে সময়ে ঐ উইল করিয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র জীবিত ছিল, কিন্তু উইলকর্ত্তার মৃত্যুর পূর্ব্বেই একজন পরলোকগমন করেন, তাহা হইলে উইলকর্ত্তার মৃত্যুর সময়ে যে ভ্রাতুষ্পুত্র জীবিত আছেন তিনিই সমস্ত সম্পত্তি পাইবেন, মৃত ভ্রাতুষ্পুত্রের ওয়ারিস কিছুই পাইবেন না। কিন্তু এস্থলে যদি উইল না হইয়া দানপত্র হইত, তাহা হইলে দুই ভ্রাতুষ্পুত্রই পাইতেন; এবং তাহার পর একজনের মৃত্যু হইলে তাঁহার অংশ অবশ্যই তাঁহার ওয়ারিসে বর্ত্তিত।

উইলকর্ত্তা যদি উইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে সেই সঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত যে কে ঐ সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে পাইবে; এমন কি, তিনি উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিতেছেন এ কথা তিনি স্পষ্ট লিখুন বা না লিখুন, কে সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে পাইবে তাহা লেখা চাই; তাহা যদি না লেখা থাকে তাহা হইলে ঐ উত্তরাধিকারীই ঐ সম্পত্তি পাইবেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উইলেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুর পর কে ঐ সম্পত্তি পাইবে সে সম্বন্ধে উইলে যাহা লিখিত আছে তাহা তো হিন্দু-আইন-বিরুদ্ধ; কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের জীবনস্বত্ব শেষ হইয়া যাওয়ার পর কে

ঐ সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে পাইবে তাহা তো স্থির করা চাই। প্রিভি কৌন্সিল স্থির করিলেন যে "কে ঐ সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে পাইবে তাহা যখন উইলে লেখা নাই, তখন যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর উইলকর্ত্তার আইনমত উত্তরাধিকারী ঐ সম্পত্তি পাইবেন! এমন কি, জ্ঞানেন্দ্রমোহন যদি সে সময়ে জীবিত থাকেন তো তিনিই পাইবেন। যদিও প্রসন্নকুমার তাঁহাকে ত্যজ্যপুত্র করিয়াছেন তথাপি তিনি সম্পত্তি পাইতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন, কারণ নিজের উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিতে হইলে সম্পত্তি অপর কোনও ব্যক্তিকে নির্ব্যূঢ় স্বত্বে দেওয়া চাই।" অর্থাৎ প্রসন্নকুমার ঠাকুর যাহা নিবারণ করিতে চাহিয়াছিলেন, উইলের দোষে তাহাই ঘটিল, এবং তাঁহার উইল করিবার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইল। ফলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন; অবশেষে সেই জ্ঞানেন্দ্রমোহনেরই দৌহিত্র ঐ সম্পত্তি পাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি উইলকর্ত্তার মৃত্যুকালে জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহাকে কোনও সম্পত্তি উইল করিয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু যদি কেহ এই মর্ম্মে উইল করেন "আমার মৃত্যুর পর একটী বিগ্রহ স্থাপন করা হইবে, এবং ঐ বিগ্রহ সেবার জন্য আমি এই সম্পত্তি দান করিলাম" তাহা হইলে ঐ উইল কি সিদ্ধ হইবে? ১৯০৯ সালের পূর্ব্বের সমস্ত মোকদ্দমায় স্থির হইয়াছিল যে ঐরূপ দান অসিদ্ধ, কারণ উইলকর্ত্তার মৃত্যুকালে যে দেবমূর্ত্তি বর্ত্তমান নাই তাহাকে কোনও সম্পত্তি দেওয়া যায় না (উপেন্দ্রলাল বঃ হেমচন্দ্র, ২৫ কলিকাতা ৪০৪)। কিন্তু ১৯০৯ সালে একটী মোকদ্দমায় ঐ নিষ্পত্তি রহিত হইয়া ইহা স্থির হইয়াছে যে "মানুষের সম্বন্ধে এই নিয়ম আছে বটে যে, যে মনুষ্য উইলকর্ত্তার মৃত্যুকালে জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহাতে সম্পত্তি দেওয়া যায় না; কিন্তু কোনও মন্দিরের দেব-দেবী মূর্ত্তি তো মানুষ নহে যে তাহাদের সম্বন্ধেও এই নিয়মটী প্রয়োগ করিতে হইবে। সুতরাং উইলকর্ত্তা যদি তাঁহার

মৃত্যুর পর এক বিগ্রহ স্থাপনের আদেশ দিয়া উইলদ্বারা ঐ বিগ্রহকে সম্পত্তি দিয়া যান তাহা হইলেও উহা সিদ্ধ হইবে। (ভূপতিনাথ স্মৃতিতীর্থ বঃ রামলাল, ৩৭ কলিকাতা ১২৮ ফুলবেঞ্চ)।

স্ত্রীলোককে দান।

স্ত্রীলোককে কোনও সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়া গেলে সাধারণতঃ এইরূপ অনুমান হয় যে তিনি উহা জীবনস্বত্বে পাইবেন (প্রবোধ বঃ হরিশ, ৯ কলিকাতা উইকলি নোটস্, ৩০৯)। তবে যদি উইলে স্পষ্ট ভাষায় লেখা থাকে যে তিনি সম্পূর্ণরূপে 'মালিক' হইলেন এবং দান বিক্রয়াদি করিবার ক্ষমতাও তাঁহার রহিল তাহা হইলে অবশ্য তিনি উহা নির্ব্যূঢ়স্বত্বে পাইবেন। সেইজন্য, স্ত্রীলোককে কোনও সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে দিতে ইচ্ছা করিলে উইলে সেই কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত, নহিলে ভবিষ্যতে অনেক গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। হাইকোর্ট এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, কোন স্ত্রীলোককে যদি এই মর্ম্মে উইল করিয়া সম্পত্তি দেওয়া যায় যে তিনি উহার 'মালিক' হইবেন (২৪ কলিকাতা ৪০৬; ২৭ কলিঃ ৬৪৯; ২৮ কলিঃ উইকলি নোটস্, ৫৪১ প্রিঃ কৌঃ) অথবা যদি লেখা থাকে যে তিনি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবেন (৭ মাদ্রাজ ৩৮৭), তাহা হইলে স্ত্রীলোক নির্ব্যূঢ় স্বত্বেই পাইয়া থাকেন।

অন্যান্য কথা।

কোনও হিন্দু বাচনিকভাবে উইল করিতে পারে না; উইল করিতে হইলেই তাহা লিখিত হওয়া আবশ্যক, এবং তাহাতে অন্যূন দুইজন সাক্ষী থাকা চাই। ৪।৫ জন ভদ্রলোক সাক্ষী রাখাই কর্ত্তব্য। এদেশে প্রায় মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে পীড়িত অবস্থায় লোকে উইল করে। এরূপ অবস্থায় উইল হয় বলিয়াই নানারূপ আপত্তি উপস্থিত হয়। পীড়িত

অবস্থায় উইল হইলে যাঁহারা উইলকর্ত্তার আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু এবং তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিতে আসেন তাঁহাদিগকে সাক্ষী রাখা কর্ত্তব্য ; যে চিকিৎসক সেই সময়ে উইলকর্ত্তার পীড়ার চিকিৎসা করেন, তাঁহাকেও সাক্ষী রাখা উচিত।

উইল ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হয় না, সাদা কাগজেই লিখিলে চলে। উহা রেজিষ্টারী না করিলেও সিদ্ধ হয়, কিন্তু তথাপি রেজিষ্টারী করিয়া রাখা খুবই উচিত ; কারণ যদি বহুবৎসর পরে প্রোবেট লইতে হয়, এবং ঐ উইল সম্বন্ধে কেহ আপত্তি উত্থাপন করে তখন উহা অনেক সময়ে প্রমাণ করা উঠিন হয়। সেইজন্য রেজিষ্টারী কয়িয়া রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

উইল করিয়াও পরে উইলকর্ত্তা উইলের লিখিত সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন। তাঁহার মৃত্যুকালে যে সম্পত্তি থাকিবে তৎসম্বন্ধেই উইল কার্য্যকর হইবে। যদি সে সময়ে কোনও সম্পত্তি না থাকে, তাহা হইলে উইল ব্যর্থ হইবে।

উইলকর্ত্তা যদি উইলে সম্পত্তিগুলির নাম ও বর্ণনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে উইল সম্পাদনের পর তিনি যদি নূতন কিছু সম্পত্তি অর্জ্জন করেন, তৎসম্বন্ধে ঐ উইল প্রযোজ্য হইবে না, কেবলমাত্র ঐ নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তিগুলি সম্বন্ধে উইলটী খাটিবে (১৬ ইণ্ডিয়ান কেসেস ৫৫৩)।

উত্তরাধিকার বিষয়ক ১৯২৫ সালের ৩৯ আইনের কতকগুলি ধারায় উইল সম্পাদন সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কথা লিখিত হইয়াছে। এই নিয়মগুলি হিন্দুগণের প্রতি প্রয়োজ্য হয়। সেইগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

কে উইল করিতে পারেন।

৫৯ ধারা। সাবালক ও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিমাত্রই উইল করিতে পারেন। স্ত্রীলোক তাঁহার স্ত্রীধন্ সম্পত্তি উইল করিতে পারেন। বধির,

মূক ও অন্ধ ব্যক্তিও উইল করিতে পারেন, তবে তাঁহারা যে উইল করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের বুঝা চাই। যে ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে পাগল হন, তিনি যে সময়ে প্রকৃতিস্থ থাকেন সেই সময়ে উইল করিতে পারেন।

উইল করিবার সময়ে উইলকর্ত্তার জ্ঞান থাকা উচিত। অত্যন্ত মাতাল অবস্থায় উইল হইতে পারে না; সেইরূপ, অত্যন্ত পীড়ায় অজ্ঞান হইলে উইল হইতে পারে না। তবে কেহ পীড়িত এবং দুর্ব্বল হইলেও তাঁহার সম্পত্তি সম্বন্ধে কিরূপ বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করিবার ক্ষমতা যদি তাঁহার থাকে, তাহা হইলে তিনি উইল করিতে পারেন।

৬১ ধারা। স্বাধীন ইচ্ছায় উইল না করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। উইলকর্ত্তাকে প্রতারিত করিয়া বা পীড়ন করিয়া বা অন্য কোনও প্রকারে তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা লোপ করিয়া যে উইল করান হয় তাহা অসিদ্ধ। যথা, কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা করিয়া বলা হইল যে তাহার পুত্র মরিয়া গিয়াছে; ঐ ব্যক্তি তাহা শুনিয়া নিজের পুত্র মরিয়া গিয়াছে বিশ্বাস করিয়া উইল দ্বারা অপর ব্যক্তিকে সম্পত্তি দিলেন; ঐ উইল অসিদ্ধ। আনন্দ বলরামকে বলিলেন "তোমার সম্পত্তি যদি আমার নামে উইল করিয়া না দাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে হত্যা করিব, কিংবা তোমার ঘর জ্বালাইয়া দিব, কিংবা তোমাকে কোনও ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত করাইব।" বলরাম ভয়ে আনন্দের নামে উইল করিলেন। ঐ উইল অসিদ্ধ হইবে।

উইল পরিবর্ত্তন ও রহিত করণ।

৬২ ধারা। উইলকর্ত্তা যে কোন সময়ে উইল পরিবর্ত্তন বা রহিত করিতে পারেন।

উইল সম্পাদন ।

৬৩ ধারা। উইলকর্ত্তা স্বয়ং উইলে স্বাক্ষর করিবেন বা (লেখাপড়া না জানিলে) বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপ বা ঢেড়াসহি দিবেন ; কিংবা তাঁহার আদেশমত তাঁহার সম্মুখে অন্য কেহ তাঁহার নাম দস্তখত করিবেন। যথা, কোনও ব্যক্তি হাতে পক্ষাঘাতবশতঃ লিখিতে অক্ষম ; এরূপ অবস্থায় তাঁহার আদেশমত ও তাঁহার সম্মুখে অপর কেহ তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিলেও চলিবে।

উইলের মাথায় বা নীচে স্বাক্ষর করাই কর্ত্তব্য। একাধিক কাগজে উইল লিখিত হইলে প্রত্যেক কাগজের মাথায় বা নীচে উইলকর্ত্তার ও সাক্ষীগণের স্বাক্ষর থাকা উচিত।

উইলে অন্ততঃ দুইজন সাক্ষী থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক সাক্ষী উইল-কর্ত্তার সম্মুখে স্বাক্ষর করিবেন।

৬৮ ধারা। উইলে যাঁহাকে একজিকিউটার নিযুক্ত করা হয় বা কোন সম্পত্তি দান করা যায়, তিনিও ঐ উইলে সাক্ষী থাকিতে পারেন।

উইল প্রত্যাহার।

৭০ ধারা। নিম্নলিখিতরূপে উইল প্রত্যাহার করিতে হয় ; যথা—প্রথম উইলখানি রহিত করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় একখানি উইল যথারীতি সম্পাদন, এবং দ্বিতীয় উইলে উক্ত রহিতকরণের কথা লিখন; অথবা প্রথম উইলখানি ছিঁড়িয়া বা পোড়াইয়া বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট করণ। শুধু বাচনিক ভাবে " অমুক তারিখের উইলখানি আমি রহিত করিলাম" এইরূপ বলিলে প্রত্যাহার করা হয় না।

উইল পরিবর্ত্তন।

৭১ ধারা। উইল সম্পাদনের পর যদি ঐ উইলে কোনও অতিরিক্ত কথা লেখা যায়, বা কোনও কথা পরিবর্ত্তন করা বা কাটিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই স্থলে উইলকর্ত্তা ও সাক্ষীগণের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক, নচেৎ তাহা সিদ্ধ হইবে না।

উত্তরাধিকার।

(দায়ভাগ)

হিন্দু আইন অনুসারে পিণ্ডদানের ক্ষমতার উপর উত্তরাধিকারের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবে বা পরোক্ষভাবে মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদান করিতে পারেন, তাঁহারাই উত্তরাধিকারী হইতে সক্ষম। এইজন্য স্ত্রীলোকগণকে সাধারণতঃ বাদ দেওয়া হইয়াছে, কারণ তাঁহারা পিণ্ডদান করিতে অক্ষম। এমন কি ভগ্নী, পৌত্রী, দৌহিত্রী প্রভৃতি নিকট সম্পর্কীয় স্ত্রীলোকগণও উত্তরাধিকারী হইতে অক্ষম; ইহাদের অপেক্ষা দূরসম্পর্কীয় পুরুষব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন, অথচ ইহারা হইতে পারিবে না। কতকগুলি স্ত্রীলোককে উত্তরাধিকারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, কারণ তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে পিণ্ডদান করিতে সক্ষম। যথা, স্ত্রী উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন, কারণ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র না থাকিলে স্ত্রী শ্রাদ্ধক্রিয়া করিতে পারেন; কন্যা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে, কারণ যদিও সে নিজে পিণ্ডদান করিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে সে তাহার মাতামহকে পিণ্ডদান করিতে পারিবে। এইজন্য পুত্রহীনা বিধবা কন্যা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না। মাতা উত্তরাধিকারিণী হন, কারণ মাতা যদিও পুত্রের পিণ্ডদান করিতে পারেন না বটে, তথাপি তাঁহার গর্ভের অন্য পুত্রগণ (অর্থাৎ ভ্রাতাগণ) মৃত পুত্রের পিণ্ডদান করিবে। এইরূপে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে পিণ্ডদানের নিয়ম প্রয়োগ করা হইয়াছে।

উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে "সপিণ্ড" ও "সকুল্য" এই দুইটী কথার অর্থ জানিয়া রাখা আবশ্যক।

'সপিণ্ড' অর্থে মৃত্যুর পর যাঁহারা পিণ্ডের সমভাগী হইবেন তাঁহাদিগকে বুঝায়। অর্থাৎ নিম্নলিখিত চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতি দৌহিত্র ও মাতৃকুলের ব্যক্তিগণ সপিণ্ড বলিয়া গণ্য :—(ক) পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ; পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ; ভ্রাতা, ভ্রাতার পুত্র ও পৌত্র ; পিতার ভ্রাতা, পিতার ভ্রাতার পুত্র ও পৌত্র ; পিতামহের ভ্রাতা, পিতামহের ভ্রাতার পুত্র ও পৌত্র ;

(খ) দৌহিত্র ; পিতার দৌহিত্র, পিতামহের এবং প্রপিতামহের দৌহিত্র ; পুত্রের দৌহিত্র, পৌত্রের দৌহিত্র ; ভ্রাতার ও ভ্রাতুষ্পুত্রের দৌহিত্র ; পিতার ভ্রাতার দৌহিত্র, পিতার ভ্রাতুষ্পুত্রের দৌহিত্র, পিতামহের ভ্রাতার দৌহিত্র, পিতামহের ভ্রাতুষ্পুত্রের দৌহিত্র।

(গ) মাতামহ, প্রমাতামহ ; বৃদ্ধপ্রমাতামহ ; ইহাদের পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্র ; মাতামহের পুত্রের ও পৌত্রের দৌহিত্র ; প্রমাতামহের পুত্রের ও পৌত্রের দৌহিত্র ; বৃদ্ধপ্রমাতামহের পুত্রের ও পৌত্রের দৌহিত্র।

সকুল্য অর্থে ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিবর্গকে বুঝায়।

উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে অগ্রগণ্যতাসম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম জানিয়া রাখা উচিত ; সেইগুলি জানা থাকিলে কে কাহার অপেক্ষা অগ্রগণ্য ওয়ারিস হইবেন তাহা সহজেই নির্ণয় করা যাইবে। সেই নিয়মগুলি এই—

প্রথমতঃ, সকুল্যগণ অপেক্ষা সপিণ্ডগণ অগ্রগণ্য হইবেন ; এবং সমানোদকগণ (৮ম হইতে ১৪শ পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতি) অপেক্ষা সকুল্যগণ অগ্রগণ্য হইবেন। যথা, ভ্রাতার প্রপৌত্র অপেক্ষা ভ্রাতার পুত্রের দৌহিত্র অগ্রগণ্য হইবে, কারণ ভ্রাতার পুত্রের দৌহিত্র একজন সপিণ্ড (মূল পিতা হইতে গণনা করিলে পিতা ১, ভ্রাতা ২, ভ্রাতার পুত্র

৩, তাহার দৌহিত্র ৪, সুতরাং চারি পুরুষের মধ্যে) এবং ভ্রাতার প্রপৌত্র একজন সকুল্য (মূল পিতা হইতে গণনা করিয়া পিতা ১, ভ্রাতা ২, ভ্রাতার পুত্র ৩, ভ্রাতার পৌত্র ৪, এবং ভ্রাতার প্রপৌত্র ৫ পুরুষ হইল)। দিগম্বর বঃ মতিলাল, ৯ কলিকাতা ৫৬৩ (ফুলবেঞ্চ)।

দ্বিতীয়তঃ, সপিণ্ডগণের মধ্যে যদি একজনকে স্ত্রীলোকের ভিতর দিয়া গণনা করিতে হয়, এবং অপর ব্যক্তিকে শুধু পুরুষের মধ্য দিয়া গণনা করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী হইবেন। যথা, ভ্রাতার দৌহিত্র অপেক্ষা পিতামহের প্রপৌত্র অগ্রগণ্য ওয়ারিস হইবেন; কারণ ভ্রাতার দৌহিত্রকে একজন স্ত্রীলোকের (ভ্রাতার কন্যার) ভিতর দিয়া গণনা করিতে হইতেছে; কিন্তু পিতামহের প্রপৌত্রকে গণনা করিতে হইলে মাঝে কোনও স্ত্রীলোক আসে না।

তৃতীয়তঃ, যাহারা মৃত ব্যক্তির মাতৃকুলের পুরুষগণকে পিণ্ডদান করে তাহাদের অপেক্ষা যাহারা মৃতব্যক্তির পিতৃকুলের পুরুষগণকে পিণ্ডদান করে তাহারা অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী হয়; যথা মাতুল অপেক্ষা ভ্রাতার পৌত্র অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী, কারণ মাতুল মৃতব্যক্তির মাতামহকে (মাতৃকুল) পিণ্ডদান করিবে, কিন্তু ভ্রাতার পৌত্র মৃতব্যক্তির পিতা ও পিতামহকে (পিতৃকুল) পিণ্ডদান করিবে। সেইরূপ, মাতুলপুত্র অপেক্ষা পিতৃব্যের দৌহিত্র অগ্রগণ্য হইবে (ব্রজলাল বঃ জীবনকৃষ্ণ, ২৬ কলিকাতা ২৩৫); মাতুল অপেক্ষা প্রপিতামহের পুত্রের দৌহিত্র অগ্রগণ্য ওয়ারিস হইবে (কৈলাস চন্দ্র বঃ করুণা, ১৮ কলিকাতা উইকলি নোটস, ৪৭৭)।

চতুর্থতঃ, যাঁহারা মৃতব্যক্তির কেবলমাত্র পিতৃকুলের ব্যক্তিগণকে পিণ্ড দান করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা মৃত ব্যক্তির পিতৃ ও মাতৃ এই উভয় কুলের ব্যক্তিগণকে পিণ্ডদান করেন তাঁহারা অগ্রগণ্য হইবেন; যথা, বৈমাত্র ভ্রাতা অপেক্ষা সহোদর ভ্রাতা বা সহোদর ভ্রাতার পুত্র ও

পৌত্র অগ্রগণ্য ওয়ারিস হইবে ; বৈমাত্র ভ্রাতার পুত্র অপেক্ষা সহোদর ভ্রাতার পুত্র অগ্রগণ্য ওয়ারিস হইবে।

পঞ্চমতঃ, যাহারা মৃতব্যক্তির দূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষকে পিণ্ডদান করে তাহাদের অপেক্ষা যাহারা মৃতব্যক্তির নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষকে পিণ্ডদান করে তাহারা অগ্রগণ্য ওয়ারিস হইবে ; যথা, পিতৃব্যের পুত্র অপেক্ষা ভ্রাতার দৌহিত্র অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী, কারণ পিতৃব্যপুত্র মৃতব্যক্তির পিতামহকে পিণ্ডদান করিবে, কিন্তু ভ্রাতার দৌহিত্র মৃতব্যক্তির পিতাকে পিণ্ডদান করিবে। সেইরূপ, পিতামহের ভাগিনেয় অপেক্ষা পিতার ভাগিনেয় অগ্রগণ্য ওয়ারিস ; পিতৃব্যের দৌহিত্র অপেক্ষা ভ্রাতার পুত্রের দৌহিত্র অগ্রগণ্য হইবে। (প্রাণনাথ বঃ শরৎচন্দ্র, ৮ কলিকাতা ৪৬০)।

ষষ্টতঃ, যে ব্যক্তি মৃতব্যক্তির পিণ্ড গ্রহণ করে তাহা অপেক্ষা যে ব্যক্তি মৃতব্যক্তিকে পিণ্ডদান করে সে অগ্রগণ্য ; এবং যাহারা মৃত ব্যক্তির পিতা পিতামহ প্রভৃতিকে পিণ্ডদান করে তদপেক্ষা যাহারা মৃতব্যক্তিকেই পিণ্ডদান করে তাহারা অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী হইবে। যথা, মৃতব্যক্তির পিতা অপেক্ষা পুত্র বা পৌত্র অগ্রগণ্য, কারণ পুত্র পৌত্র প্রভৃতি মৃতব্যক্তিকে পিণ্ড দান করে, কিন্তু পিতা পিণ্ড গ্রহণ করে। ভ্রাতা অপেক্ষা দৌহিত্র অগ্রগণ্য, কারণ দৌহিত্র মৃত ব্যক্তিকেই পিণ্ডদান করে, কিন্তু ভ্রাতা মৃতব্যক্তির পিতাকে পিণ্ডদান করিবে, মৃতব্যক্তিকে নহে।

এই নিয়মগুলি স্মরণ রাখিলেই মৃতব্যক্তির কে ওয়ারিস হইবেন তাহা সহজেই নির্ণয় করিতে পারা যাইবে।

কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পর পর (অর্থাৎ একের অভাবে পরবর্ত্তী) তাঁহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারী হইবে :—

(১) পুত্র

(২) পৌত্র

(৩) প্রপৌত্র

(৪) বিধবা স্ত্রী

(৫) কন্যা

(৬) দৌহিত্র

(৭) পিতা

(৮) মাতা

(৯) ভ্রাতা

(১০) ভ্রাতার পুত্র

(১১) ভ্রাতার পৌত্র

(১২) ভাগিনেয়

ইহাদের অভাবে কে উত্তরাধিকারী হইবেন তাহা পরে লিখিত হইবে। এখন ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে :—

১—৩। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র।

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। পুত্র না থাকিলে পৌত্র, পৌত্র না থাকিলে প্রপৌত্র উত্তরাধিকারী হয়। পুত্রগণের মধ্যে যদি কোনও এক পুত্র পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে অপর পুত্রগণ এবং ঐ মৃতপুত্রের পুত্র একসঙ্গে পাইবে ; সেইরূপ, পৌত্রগণের মধ্যে যদি একজন পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়া থাকে তাহা হইলে পৌত্র ও মৃত পৌত্রের পুত্র একসঙ্গে পাইবে। অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার

পুত্র, মৃত পুত্রের পুত্র, এবং মৃত পুত্রের মৃত পুত্রের পুত্র একসঙ্গে পাইয়া থাকে। যথা:—
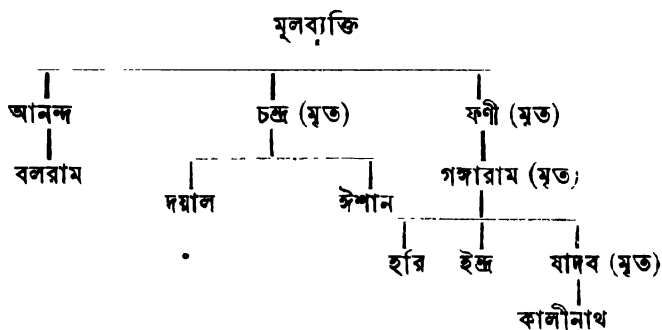
মূলব্যক্তির মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র আনন্দ, ও আনন্দের পুত্র বলরাম, এবং মূলব্যক্তির মৃত পুত্র চন্দ্রের দুই পুত্র দয়াল ও ঈশান, এবং মূলব্যক্তির আর এক মৃত পুত্র ফণীর মৃত পুত্র গঙ্গারামের পুত্র হরি ও ইন্দ্র এবং গঙ্গারামের এক মৃত পুত্র যাদবের পুত্র কালীনাথ থাকেন। এইরূপ অবস্থায় মূলব্যক্তির বিষয় তিন অংশে বিভক্ত হইয়া এক অংশ আনন্দ পাইবেন; আনন্দ জীবিত আছেন বলিয়া তাঁহার পুত্র বলরাম কোনও অংশ পাইবেন না। এক অংশ দয়াল ও ঈশান (প্রত্যেকে $\frac{1}{6}$) পাইবেন। আর তৃতীয় অংশ হরি ও ইন্দ্র (প্রত্যেকে $\frac{1}{6}$) পাইবেন। কালীনাথ কিছুই পাইবেন না, কারণ তিনি মূলব্যক্তির প্রপৌত্রের পুত্র। কালীনাথের পিতা যাদব যদি মূলব্যক্তির মৃত্যুকালে জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ, হরি, ইন্দ্র ও যাদব তিনজনে (প্রত্যেকে $\frac{1}{9}$) পাইতেন। পরে যাদবের মৃত্যুর পর যাদবের অংশ তাঁহার পুত্র কালীনাথ পাইতেন।

একাধিক পত্নীর গর্ভে যদি পুত্রগণ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সকল পুত্রই তুল্যাংশে পাইবে। অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে যদি

একব্যক্তির প্রথম স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর সম্পত্তি দুইভাগ হইবে, এবং প্রথম পত্নীর গর্ভজাত পুত্র অর্দ্ধাংশ, এবং দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত পুত্রদ্বয় একত্রে অর্দ্ধাংশ (প্রত্যেকে ¼ অংশ) পাইবে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল; সম্পত্তি তিনভাগ হইয়া প্রত্যেকে ⅓ অংশ পাইবে; সহোদর ও বৈমাত্র ভ্রাতায় কোন প্রভেদ হইবে না।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যদি উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র থাকে, তাহা হইলে সে পুত্র উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু শূদ্র ব্যক্তির উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র উত্তরাধিকারী হইতে পারে; স্বজাত পুত্রগণের সহিত সে একসঙ্গে সম্পত্তি ভোগ করিতে পারে এবং স্বজাতপুত্রের অর্দ্ধাংশ পায়; অর্থাৎ সে স্বজাত পুত্র হইলে যাহা পাইতে পারিত তাহার অর্দ্ধাংশ পাইবে। যথা, কোনও শূদ্র ব্যক্তির দুই স্বজাত পুত্র, এবং এক উপপত্নীজাত পুত্র রহিয়াছে; এস্থলে শেষোক্ত পুত্র যদি স্বজাত হইত তাহা হইলে সে এক তৃতীয়াংশ পাইত; কিন্তু সে উপপত্নীজাত বলিয়া এক ষষ্ঠাংশ পাইবে; বাকী ⅚ অংশ অন্য পুত্রদ্বয় পাইবে। যদি উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র ভিন্ন স্বজাত পুত্র না থাকে, তাহা হইলে সে সমস্ত সম্পত্তি পাইতে পারে, যদি মৃত ব্যক্তির পত্নী বা কন্যা বা দৌহিত্র না থাকে। যথা উপপত্নীজাত পুত্র এবং দৌহিত্র থাকিলে ঐ পুত্র অর্দ্ধাংশ পাইবে, বাকী অর্দ্ধাংশ দৌহিত্র পাইবে। উপপত্নীজাত পুত্র এবং এক ভ্রাতুষ্পুত্র থাকিলে, ঐ পুত্রই সমস্ত পাইবে, ভ্রাতুষ্পুত্র কিছুই পাইবে না।

কিন্তু যে কোনও উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র হইলে চলিবে না; যে উপপত্নীর সহিত মৃত ব্যক্তি বহুকাল ধরিয়া সহবাস করিয়াছে, এবং ঐ মৃত ব্যক্তি ভিন্ন যাহার আর কোনও উপপতি ছিল না, এরূপ উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্রই উত্তরাধিকারী হইতে পারে।

৪। বিধবা স্ত্রী।

পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র না থাকিলে বিধবা স্ত্রী স্বামীত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হন। একাধিক পত্নী থাকিলে সকলে এজমালী স্বত্বে তুল্যাংশে পাইয়া থাকেন। পরে একজনের মৃত্যু হইলে অবশিষ্ট সপত্নীগণ এজমালীতে ভোগ করেন। এইরূপে শেষ একজন জীবিত থাকিলে তিনিই সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

একাধিক পত্নী থাকিলে তাঁহারা সুবিধার জন্য নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়া পৃথকভাবে ভোগ করিতে পারেন। কিন্তু এই বিভাগ তাঁহাদের জীবিতকাল পর্য্যন্তই চলিবে, তাঁহাদের মৃত্যুর পর পৃথক অংশগুলি সমস্তই এক হইয়া যাইবে।

বিধবা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি জীবনস্বত্বে পাইয়া থাকেন; অর্থাৎ তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন ঐ সম্পত্তি ভোগ করিবেন; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামীর পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী ঐ সম্পত্তি পাইবেন। বিধবা পত্নী সাধারণতঃ স্বামীর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন না। তবে অবস্থাবিশেষে হস্তান্তর করিলেও সিদ্ধ হয়; তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লিখিত হইবে।

স্বামী জীবিত থাকিতে যদি স্ত্রী অসতী হন তাহা হইলে তিনি স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হইতে পারিবেন না—স্বামীর যিনি পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী থাকেন তিনিই সম্পত্তি পাইবেন। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর জীবিতকালে সতী থাকিয়া স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া পরে (অর্থাৎ বিধবা হইয়া) অসতী হন, তাহা হইলে সেই সম্পত্তি হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন না (মণিরাম কলিতা বঃ কেরী কলিতানী, ৫ কলিকাতা ৭৭৬ প্রিভিকৌন্সিল)।

স্ত্রী প্রকৃতপক্ষে অসতী হইলেই তবে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত

হন ; কিন্তু তিনি যদি স্বামীর কথার অবাধ্য হইয়া থাকেন, বা স্বামীকে অবহেলা করিয়া থাকেন, বা স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করার জন্য তাঁহার নিকট হইতে পৃথকভাবে বাস করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন না (ক্ষেত্রমণি বঃ কাদম্বিনী, ১৬ কলিকাতা উইকলি নোটস ৯৬৪)।

বিধবা পত্নী পুনরায় বিবাহ করিলে আর তিনি স্বামীত্যক্ত সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবেন না ; ঐ সম্পত্তি হইতে তৎক্ষণাৎ তিনি বঞ্চিত হইবেন, এবং তাঁহার স্বামীর পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী উহা পাইবেন। অর্থাৎ বিধবা পুনরায় বিবাহ করিলে তিনি যেন তাঁহার প্রথম স্বামীর পরিবারে মৃতা হইয়াছেন এইরূপ গণ্য হইবে (বিধবার পুনর্ব্বিবাহ আইন, ২ ধারা)। কিন্তু বিধবা পত্নী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে তিনি স্বামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন না ; কারণ ১৮৫০ সালের ২১ আইন (ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বাধীনতা আইন) অনুসারে কোনও ব্যক্তি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ হেতু কোনও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন না। কিন্তু হিন্দু বিধবা যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন এবং পুনরায় বিবাহ করেন, তাহা হইলে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ আইনের ২ ধারা অনুসারে তিনি পূর্ব্ব স্বামীত্যক্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন (মাতঙ্গিনী বঃ রামরতন, ১৯ কলিকাতা ২৮৯ ফুলবেঞ্চ)। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্ট এইরূপ একটী মোকদ্দমায় বড়ই রহস্য করিয়াছেন। এই মোকদ্দমায়, এক হিন্দু বিধবা স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হওয়ার পর মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এক মুসলমানকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তিনি প্রথম স্বামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন কিনা এবিষয়ে প্রশ্ন উঠিল। এলাহাবাদ হাইকোর্ট স্থির করিলেন যে তিনি বঞ্চিত হইবেন না! তাহার কারণ, প্রথমতঃ মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ হেতু তিনি বঞ্চিত হইতে পারেন না, কারণ এবিষয়ে ১৮৫০ সালের ২১ আইন তাঁহার স্বপক্ষে

রহিয়াছে ; তাহার পর, হিন্দুবিধবার পুনর্ব্বিবাহ আইন অনুসারে বিধবা পুনর্ব্বিবাহ করিলে বঞ্চিত হন বটে ; কিন্তু ঐ আইন এস্থলে প্রযোজ্য হইতে পারে না, কারণ ঐ আইন 'হিন্দু' বিধবার পক্ষে খাটিবে, কিন্তু এস্থলে হিন্দু বিধবা যখন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তখন আর তাঁহাকে 'হিন্দু' বিধবা বলা যাইতে পারে না (৩৫ এলাহাবাদ ৪৬৬)। এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই নিষ্পত্তির ফল এইরূপ দাঁড়ায় যে কোনও হিন্দু বিধবা যদি হিন্দু থাকিয়া পুনরায় বিবাহ করেন তাহা হইলে তিনি হিন্দুবিধবার পুনর্ব্বিবাহ আইন অনুসারে স্বামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন ; কিন্তু তিনি যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পুনরায় বিবাহ করেন তাহা হইলে ঐ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন না। আইনের রহস্য বটে! যাহা হউক, এই নজীরটী বঙ্গদেশে প্রযোজ্য হইবে না ; কারণ এ বিষয়ে কলিকাতা হাইকোর্ট পূর্ব্বোক্ত ১৯ কলিকাতা ২৮৯ নজীরে সঙ্গতমতেই স্থির করিয়াছেন যে এরূপ অবস্থায় বিধবা তাঁহার প্রথম স্বামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

৫। কন্যা।

বিধবা স্ত্রীর অভাবে কিংবা বিধবা স্ত্রীর মৃত্যুর পর কন্যা সম্পত্তি পাইবেন।

কন্যাগণকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—(ক) অবিবাহিতা কন্যা ; (খ) বিবাহিতা কন্যা (পুত্রবতী হউক বা পুত্রহীনা হউক) ; (গ) পুত্রবতী বিধবা কন্যা ; (ঘ) পুত্রহীনা বিধবা কন্যা।

(ক)। অবিবাহিতা কন্যা থাকিলে তিনিই পিতার সমস্ত সম্পত্তি পাইবেন, অপর কন্যাগণ পাইবেন না। তাঁহার বিবাহ হইয়া গেলেও তিনি একাকী ঐ সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর

(খ) ও (গ) শ্রেণীর কন্যাগণ একত্রে পাইবেন; যদি তাঁহারা না থাকেন তাহা হইলে দৌহিত্রে সম্পত্তি অর্শিবে। একাধিক কুমারী কন্যা থাকিলে তাহারা সকলে মিলিয়া এজমালীতে ভোগ করিবেন, এবং একের মৃত্যুতে অবশিষ্ট সকলে মিলিয়া ভোগ করিতে থাকিবেন। এইরূপ শেষ কন্যার মৃত্যুর পর (খ) ও (গ) শ্রেণীর কন্যাগণ একত্রে পাইবেন; তাঁহারা না থাকিলে সম্পত্তিটী দৌহিত্রগণের হস্তে যাইবে।

(খ) ও (গ)। অবিবাহিতা কন্যা না থাকিলে বা অবিবাহিতা কন্যা জীবনস্বত্বে সম্পত্তি ভোগ করিয়া পরলোকগমন করিলে উপরোক্ত (খ) ও (গ) শ্রেণীর কন্যাগণ পাইবেন। এই দুই শ্রেণীর কন্যাগণ একত্রে ভোগ করিতে পারিবেন; অর্থাৎ যদি দুইটী সধবা কন্যা এবং একটী পুত্রবতী বিধবা কন্যা থাকেন, তাহা হইলে তিনজনেই একত্রে সম্পত্তি পাইবেন।

পুত্রহীনা সধবা কন্যা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক; সধবা কন্যার যদি পুত্র না থাকে শুধু কন্যা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে উত্তরাধিকারিণী হইয়া থাকে। কারণ যদিও তাহার এখনও পুত্র জন্মায় নাই, তাহা হইলেও ভবিষ্যতে হয়তো জন্মাইতে পারে। কিন্তু যদি সে বন্ধ্যা হয় তাহা হইলে প্রশ্ন একটু কঠিন হইয়া পড়ে; কারণ অনেক স্ত্রীলোক বন্ধ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ার পরও অধিক বয়সে সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন। সুতরাং বন্ধ্যা কন্যাও উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন; কিন্তু যদি তাহার সন্তান প্রসব করিবার বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে সে উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না। কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টে এক মোকদ্দমায় এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছিল; এক সধবা কন্যার বয়স ৬৩ বৎসর; সে ৪৩ বৎসর ধরিয়া তাহার স্বামীর নিকট রহিয়াছে, কিন্তু কোনও সন্তান জন্মে নাই; হাইকোর্ট স্থির করিলেন যে এরূপ অবস্থায় সে বন্ধ্যা বলিয়াই গণ্য হইবে, এবং পিতৃ-সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হইতে পারিবে না। (ইচ্ছাময়ী বঃ

নীলমণি, ১৫ ইণ্ডিয়ান কেসেস্, ১৬৯)। সেইরূপ, যে সধবা কন্যার মোটেই পুত্র হয় নাই, শুধু কন্যা জন্মিয়াছে, এবং প্রসব করিবার বয়সও উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তিনিও উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন না।

(ঘ)। পুত্রহীনা বিধবা কন্যা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন না। কিন্তু তিনি যদি স্বামীর অনুমতি অনুসারে দত্তক গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি পুত্রবতী কন্যা বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং উত্তরাধিকারিণী হইতে পারিবেন।

কন্যাগণ জীবনস্বত্বে সম্পত্তি পাইয়া থাকেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিজেদের সুবিধার জন্য পরস্পরের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু ঐ বিভাগ তাঁহাদের জীবিতকাল পর্য্যন্ত কার্য্যকর থাকিবে, তাঁহাদের মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি এক হইয়া যাইবে।

কন্যা যদি সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হইবার সময় অসতী থাকেন তাহা হইলে তিনি ঐ সম্পত্তি পাইবেন না, কিন্তু সম্পত্তি পাইয়া পরে অসতী হইলে তিনি সেই সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন না। (রামানন্দ বঃ রাইকিশোরী, ২২ কলিকাতা ৩৪৭)। কন্যা যদি হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করে এবং তাহার হিন্দুস্বামীর জীবিতাবস্থাতেই একজন মুসলমানকে বিবাহ করে, তাহা হইলে সে অসতী কন্যা বলিয়া গণ্য হইবে এবং পিতৃসম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হইতে পারিবে না (সুন্দরী বঃ পীতাম্বরী, ৩২ কলিকাতা ৮৭১)।

৬। দৌহিত্র।

কন্যার অভাবে অথবা সমস্ত কন্যার মৃত্যুর পর দৌহিত্রগণ সম্পত্তি পাইবেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত একজন কন্যাও জীবিত থাকিবেন, ততক্ষণ সম্পত্তি দৌহিত্রে অর্শিবে না। দৌহিত্রগণ সকলে তুল্যাংশে পাইবেন। এক কন্যার যদি এক পুত্র থাকে, আর এক কন্যার যদি চারি পুত্র

থাকে এবং তৃতীয়া কন্যার যদি পাঁচ পুত্র থাকে, তাহা হইলে সম্পত্তি দশ ভাগে বিভক্ত হইয়া এক এক ভাগ এক এক দৌহিত্র পাইবে।

দৌহিত্র নির্ব্যূঢ় স্বত্বে সম্পত্তি পাইয়া থাকেন; এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি তাঁহারই পুত্রপৌত্রাদিতে অর্শিবে। কিন্তু দৌহিত্র যদি তাঁহার মাতার বা কোনও মাসীর জীবিতকালে (অর্থাৎ নিজে সম্পত্তি পাইবার পূর্ব্বে) পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন, তাহা হইলে ঐ মাতা বা মাসীর মৃত্যুর পর ঐ পুত্র কোনও অংশ পাইবে না। (৮ এলাহাবাদ ৬১৪)।

৭—৮। পিতা, মাতা।

দৌহিত্র না থাকিলে পিতা ওয়ারিস হইবেন। পিতা না থাকিলে মাতা ওয়ারিস হইবেন।

অসতী মাতা পুত্রের ওয়ারিস হইতে পারেন না; কিন্তু ওয়ারিস হইয়া পরে অসতী হইলে তিনি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন না (ত্রৈলোক্য বঃ রাধাসুন্দরী. ৩. কলিকাতা ল জার্ণাল ২৩৫; ৪ কলিকাতা ৫৫১)।

বিধবা মাতা যদি পুত্রের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন, তাহা হইলে সম্পত্তি পাইবার পর পুনরায় বিবাহ করিলে তিনি উহা হইতে বঞ্চিত হইবেন না (২৯ বোম্বাই ৯১; ২৮ মাদ্রাজ ৪২৫)। কিন্তু যদি এইরূপ হয় যে ঐ সম্পত্তি পূর্ব্বে তাঁহার স্বামীর ছিল পরে পুত্রে অর্শিয়াছে, এবং পুত্রের ওয়ারিস স্বরূপ তিনি পাইয়াছেন, তাহা হইলে তিনি সম্পত্তি পাইয়া পুনরায় বিবাহ করিলে ঐ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন (২২ বোম্বাই ৩২১); কিন্তু এস্থলে ঐ পুত্রের মৃত্যুর পূর্ব্বেই যদি বিধবা মাতা পুনরায় বিবাহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি ঐ সম্পত্তিতে ওয়ারিস হইতে পারিবেন (১১ উইকলি রিপোর্টার ৮২)।

অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় মাতা জীবনস্বত্বে পাইয়া থাকেন।

বিমাতা সপত্নীপুত্রের ওয়ারিস হইতে পারেন না।

৯। ভ্রাতা।

মাতার অভাবে কিংবা মাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতা ওয়ারিস হইবেন। সহোদর ভ্রাতা থাকিলে তিনিই সম্পত্তি পাইবেন, তদভাবে বৈমাত্র ভ্রাতায় সম্পত্তি অর্শিবে।

কিন্তু যদি বৈমাত্র ভ্রাতা মৃত ব্যক্তির সহিত একান্নভুক্ত, এবং সহোদর ভ্রাতা পৃথগন্নভুক্ত হন, তাহা হইলে বৈমাত্র ও সহোদর ভ্রাতৃগণ তুল্যাংশে পাইবেন।

সহোদর ভ্রাতৃগণের মধ্যে যিনি বা যাঁহারা মৃত ব্যক্তির সহিত একান্ন-ভুক্ত ছিলেন তিনি বা তাঁহারাই ওয়ারিস হইবেন। তদ্রূপ, সহোদর ভ্রাতা না থাকিলে বৈমাত্র ভ্রাতৃগণের মধ্যে যিনি বা যাঁহারা একান্নভুক্ত ছিলেন তিনি বা তাঁহারাই সম্পত্তি পাইবেন। (অক্ষয় বঃ হরিদাস, ৩৫ কলিকাতা ৭২১)।

১০। ভ্রাতার পুত্র।

সহোদর অথবা বৈমাত্র ভ্রাতা না থাকিলে ভ্রাতুষ্পুত্র ওয়ারিস হইবেন; যদি মৃত ব্যক্তির দুই ভ্রাতা ও অপর এক মৃত ভ্রাতার পুত্র থাকেন, তাহা হইলে ঐ দুই ভ্রাতাই সমস্ত সম্পত্তি পাইবেন, উক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র কিছুই পাইবেন না।

যত জন ভ্রাতুষ্পুত্র থাকিবেন সম্পত্তি ততভাগ হইয়া প্রত্যেকে এক এক অংশ পাইবেন। মৃত ব্যক্তির এক মৃত ভ্রাতার যদি দুই পুত্র এবং অপর মৃত ভ্রাতার চারি পুত্র থাকেন, তাহা হইলে এই ছয়জন ভ্রাতুষ্পুত্র

প্রত্যেকে সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ করিয়া পাইবেন। ভ্রাতার ঔরসজাত এবং দত্তকপুত্রের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; উভয়েরই একইরূপ স্বত্ব হইবে।

ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সম্পত্তি পাইবার পর যদি আর একজন ভ্রাতুষ্পুত্র জন্ম-গ্রহণ করেন, অর্থাৎ সম্পত্তি পাইবার সময়ে যদি কোন মৃত ভ্রাতার পত্নী গর্ভবতী থাকেন ও তাঁহার গর্ভে পরে যদি পুত্রের জন্ম হয়, তাহা হইলে সেই পুত্র কিছুই পাইবে না।

সহোদর এবং বৈমাত্র ভ্রাতা সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম, সহোদর ভ্রাতার এবং বৈমাত্র ভ্রাতার পুত্রগণের সম্বন্ধেও অগ্রগণ্যতার সেইরূপই নিয়ম। অর্থাৎ সহোদর ভ্রাতার পুত্র থাকিতে বৈমাত্র ভ্রাতার পুত্র সম্পত্তি পাইবেন না; কিন্তু যদি এরূপ হয় যে সহোদর ভ্রাতা মৃত ব্যক্তির সহিত পৃথগন্নভুক্ত ছিলেন, এবং বৈমাত্র ভ্রাতা মৃত ব্যক্তির সহিত একান্নভুক্ত ছিলেন, তাহা হইলে সহোদর ভ্রাতার এবং বৈমাত্র ভ্রাতার পুত্রগণ সকলে একত্রে উত্তরাধিকারী হইবেন।

১১। ভ্রাতার পৌত্র।

ভ্রাতুষ্পুত্র না থাকিলে ভ্রাতার পৌত্র উত্তরাধিকারী হইবেন।

১২। ভাগিনেয়।

ভ্রাতার পৌত্র না থাকিলে ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী হইবেন। ভাগিনেয়গণ সকলেই তুল্যাংশে পাইয়া থাকেন। যদি এক ভগ্নীর দুই পুত্র এবং আর এক ভগ্নীর তিন পুত্র থাকে, তাহা হইলে সম্পত্তি পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকে এক পঞ্চমাংশ পাইবেন। সহোদরা ভগ্নীর এবং বৈমাত্র ভগ্নীর পুত্রগণে কোনও প্রভেদ নাই, তাঁহারা সকলেই একত্রে পাইবেন।

পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীগণ।

ভাগিনেয়ের অভাবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ (একের অভাবে পরবর্ত্তী) উত্তরাধিকারী হইবেন :—

(১৩) পিতামহ; (১৪) পিতামহী; (১৫) পিতামহের পুত্র; (১৬) পিতামহের পৌত্র; (১৭) পিতামহের প্রপৌত্র; (১৮) পিতামহের দৌহিত্র; (১৯) প্রপিতামহ; (২০) প্রপিতামহী; (২১) প্রপিতামহের পুত্র; ২২) প্রপিতামহের পৌত্র; (২৩) প্রপিতামহের প্রপৌত্র; (২৪) প্রপিতামহের দৌহিত্র; (২৫) পুত্রের দৌহিত্র; (২৬ পৌত্রের দৌহিত্র; (২৭) ভ্রাতার দৌহিত্র; (২৮) ভ্রাতার পুত্রের দৌহিত্র; (২৯) পিতামহের পুত্রের দৌহিত্র; (৩০) পিতামহের পৌত্রের দৌহিত্র; (৩১) প্রপিতামহের পুত্রের দৌহিত্র; (৩২) প্রপিতামহের পৌত্রের দৌহিত্র; (৩৩) মাতামহ, (৩৪) মাতুল; (৩৫) মাতুলের পুত্র; (৩৬) মাতুলের পৌত্র; (৩৭) মাতামহের দৌহিত্র; (৩৮) প্রমাতামহ অর্থাৎ মাতামহের পিতা; (৩৯) প্রমাতামহের পুত্র; (৪০) প্রমাতামহের পৌত্র; (৪১) প্রমাতামহের প্রপৌত্র; (৪২) প্রমাতামহের দৌহিত্র; (৪৩) বৃদ্ধপ্রমাতামহ; (৪৪) বৃদ্ধপ্রমাতামহের পুত্র; (৪৫) বৃদ্ধপ্রমাতামহের পৌত্র; (৪৬) বৃদ্ধপ্রমাতামহের প্রপৌত্র; (৪৭) বৃদ্ধপ্রমাতামহের দৌহিত্র; (৪৮) মাতুলের দৌহিত্র; (৪৯) মাতামহের পৌত্রের দৌহিত্র; (৫০) প্রমাতামহের পুত্রের দৌহিত্র; (৫১) প্রমাতামহের পৌত্রের দৌহিত্র; (৫২) বৃদ্ধপ্রমাতামহের পুত্রের দৌহিত্র; (৫৩) বৃদ্ধপ্রমাতামহের পৌত্রের দৌহিত্র।

তদভাবে সকুল্যগণ (অর্থাৎ পঞ্চম হইতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিগণ) সম্বন্ধের নৈকট্য অনুসারে ওয়ারিস হইবেন।

তদভাবে সমানোদকগণ (অর্থাৎ অষ্টম হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিগণ) সম্বন্ধের নৈকট্য অনুসারে ওয়ারিস হইবেন।

তদভাবে গুরু, শিষ্য, পুরোহিত, স্বজাতিবর্গ, গ্রামের ব্রাহ্মণগণ; তদভাবে রাজা অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট ওয়ারিস হইবেন।

কোন্ কোন্ ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইতে অক্ষম।

উপরে উত্তরাধিকারীগণের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার সময়ে লিখিত হইয়াছে যে কোনও কোনও ব্যক্তি অবস্থাবিশেষে উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। যথা, বিধবা পত্নী বা মাতা অসতী হইলে উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন না; বিধবা মাতা পুনরায় বিবাহ করিলে উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন না; পুত্রহীনা বিধবা কন্যা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন না; ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন, আরও কতকগুলি ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইতে পারে না. তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে, যথা—মনু বলিয়াছেন "অনংশো ক্লীবঃ পতিতো জাত্যন্ধবধিরস্তথা। উন্মত্তজড়মূকাশ্চ যে চ কেচিৎ নিরিন্দ্রিয়াঃ॥" অর্থাৎ ক্লীব, জাতিভ্রষ্ট, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মাদগ্রস্ত, জড়বুদ্ধি, মূক এবং কোন অঙ্গহীন ব্যক্তি সম্পত্তির কোনও অংশ পাইবে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"পতিতস্তৎসুতঃ ক্লীবঃ পঙ্গুরুন্মত্তকো জড়ঃ। অন্ধোঽচিকিৎসরোগার্ত্তা ভর্ত্তব্যাস্তে নিরংশকাঃ॥" অর্থাৎ জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তি ও তাহার পুত্র, এবং ক্লীব, পঙ্গু, উন্মাদগ্রস্ত, জড়বুদ্ধি, অন্ধ ও দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পত্তির কোনও অংশ পাইবে না, কেবলমাত্র ভরণপোষণ পাইবে।

এই শ্লোক দুইটীতে দেখা যাইতেছে যে 'পতিত' ব্যক্তি অর্থাৎ জাতিভ্রষ্ট বা ধর্ম্মত্যাগী ব্যক্তি হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে উত্তরাধিকারী হইতে পারিত না; কিন্তু ইংরাজগণ এ দেশে আসার পর অনেকে খ্রীষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৮৫০ সালের ২১ আইন দ্বারা এই বিধান করিলেন যে ধর্ম্মত্যাগ করার জন্য কোনও ব্যক্তি কোনও

সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন না। সুতরাং এখন কেহ বিধর্মী হইলেও উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ, পুরুষই হউন বা স্ত্রীলোকই হউন, কোনও সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না :—

(১) জন্মান্ধ ; জন্মাবধি অন্ধ হইলেই সে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়. সম্পত্তি পাওয়ার পর অন্ধ হইলে বঞ্চিত হয় না. গুঞ্জেশ্বর বঃ দুর্গাপ্রসাদ, ৪৫ কলিকাতা ১৭ প্রিভিকৌন্সিল ;

(২) জন্মবধির (জন্মাবধি কালা) ;

(৩) জন্মমূক (জন্মাবধি বোবা) ;

(৪) উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি ; কোনও ব্যক্তি জন্মাবধি উন্মাদগ্রস্ত না থাকিলেও যদি উত্তরাধিকারের সময়ে উন্মাদগ্রস্ত থাকেন তাহা হইলে তিনি আর উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন না (১০ কলিকাতা ৬৩৯) ;

(৫) অনারোগ্য গলিত কুষ্ঠগ্রস্ত ব্যক্তি . ইহার সম্বন্ধেও উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় নিয়ম ; অর্থাৎ জন্মাবধি কুষ্ঠগ্রস্ত না হইয়াও উত্তরাধিকার-ক্রমে সম্পত্তি পাইবার সময়ে যদি কেহ ঐরূপ কুষ্ঠগ্রস্ত থাকেন তাহা হইলে তিনি উত্তরাধিকারী হইবেন না (১ বোম্বাই ৫৫৪) ;

(৬) জন্মাবধি খঞ্জ ; কোনও ব্যক্তি জন্মকালে যদি খঞ্জ না হয়, তাহা হইলে পরে কোনও কারণবশতঃ খঞ্জ হইলে সে উত্তরাধিকারী হইতে অক্ষম হয় না (২৬ মাদ্রাজ ১৩৩) ;

(৭) জন্মাবধি জড়বুদ্ধি ; অর্থাৎ শুধু যে নির্বোধ তাহা নহে, এরূপ জড়বুদ্ধি যে ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা তাহার নাই (১২ এলাহাবাদ ৫৩০) ;

(৮) ক্লীব ;

(৯) সন্ন্যাসী ; কাত্যায়ন বলিয়াছেন যে "প্রব্রজ্যাবসিত" ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন না ; অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সংসারত্যাগী

সন্ন্যাসী হইলেই তবে তিনি উত্তরাধিকারী হইতে অক্ষম হন, সৌখীন সন্ন্যাসী বা 'বৈরাগী' হইলে অক্ষম হন না (তিলক বঃ শ্যামা, ১ উইকলি রিপোর্টার ২০৯)।

হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে কোনও শূদ্র ব্যক্তি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারে না; সুতরাং কোনও শূদ্র ব্যক্তি যদি সংসারত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, তাহা হইলেও সে উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে (হরিশ্চন্দ্র বঃ সেখ আতির, ৪০ কলিকাতা ৫৪৫)।

(১০) গুরুতর পাপী ব্যক্তি, বিশেষতঃ হত্যাকারী ব্যক্তি; কেহ যদি কাহাকে হত্যা করে তাহা হইলে হত্যাকারী ব্যক্তি হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না (৩১ মাদ্রাজ ১০০)। পুত্র যদি পিতাকে হত্যা করে, তবে সে পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না (নীলমাধব বঃ যতীন্দ্র, ১৭ কলিকাতা উইকলি নোটস, ৭৪১)। নারদ বলিয়াছেন যে পিতৃদ্বিট্ অর্থাৎ যে পুত্র পিতার প্রতি সর্ব্বদাই নিষ্ঠুর আচরণ করে বা শত্রুতা করে সে উত্তরাধিকারী হইতে অক্ষম হইবে।

এই সকল ব্যক্তি সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইতে পারে না বটে, কিন্তু আজীবন ভরণপোষণ পাইতে স্বত্ববান হইবে। [মিতাক্ষরা আইনমতে সম্প্রতি বিধান হইয়াছে যে জন্মান্ধ, জন্মবধির প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।]

সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বিচার করিবার সময়ে ঐ সকল ব্যক্তিকে মৃত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে, এবং তদনুসারে উত্তরাধিকারী স্থির করা হইবে। অর্থাৎ ঐ অক্ষম ব্যক্তি জীবিত না থাকিলে যিনি উত্তরাধিকারী হইতেন তিনিই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন। যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালে তাঁহার এক উন্মাদগ্রস্ত পুত্র থাকেন এবং এক কন্যা থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্পত্তি ঐ কন্যা পাইবেন। যদি কেহ

এক উন্মাদগ্রস্ত কন্যা ও তাঁহার গর্ভজাত এক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্পত্তি ঐ দৌহিত্র পাইবেন।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের উত্তরাধিকারের অক্ষমতা ব্যক্তিগত মাত্র; অর্থাৎ তাহারাই শুধু ওয়ারিস হইতে অক্ষম হইবেন; কিন্তু যদি তাঁহাদের পুত্র বা স্ত্রী বা কন্যাদি নিজ স্বত্বে ওয়ারিস হন তবে তাঁহাদের স্বত্ব লোপ হইবে না। এক ব্যক্তির মৃত্যুকালে যদি তিন পুত্র থাকে এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন যদি উন্মাদগ্রস্ত থাকে এবং উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির এক পুত্র থাকে, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তিন ভাগ হইয়া দুই ভাগ দুই পুত্র এবং এক ভাগ ঐ উন্মাদগ্রস্ত পুত্রের পুত্র অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পৌত্র পাইবেন। কিন্তু এক ব্যক্তির মৃত্যুকালে যদি ভ্রাতা ও অপর এক জন্মান্ধ ভ্রাতা ও ঐ জন্মান্ধ ভ্রাতার এক পুত্র থাকেন, তাহা হইলে ঐ প্রথমোক্ত ভ্রাতাই সমস্ত সম্পত্তি পাইবেন, জন্মান্ধ ভ্রাতার পুত্র কিছুই পাইবেন না, কারণ জন্মান্ধের পুত্র অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্র এস্থলে নিজ স্বত্বে উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না, যেহেতু ভ্রাতা বর্ত্তমানে ভ্রাতুষ্পুত্র (এমন কি অন্য এক ভ্রাতার পুত্র) ওয়ারিস নহেন। তদ্রূপ, যদি এক ব্যক্তি তাহার এক জন্মান্ধ ভাগিনেয় ও সেই ভাগিনেয়ের এক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন, তাহা হইলে ঐ জন্মান্ধ ভাগিনেয়ের পুত্র সম্পত্তি পাইবে না, কারণ ভাগিনেয় ওয়ারিস বটেন. কিন্তু ভাগিনেয়ের পুত্র কোনও কালেই ওয়ারিস হয় না।

কাহারও মৃত্যুকালে যদি দুই পুত্র থাকেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন জন্মান্ধ হন ও ঐ জন্মান্ধের স্ত্রী তৎকালে গর্ভবতী থাকেন ও পরে পুত্র প্রসব করেন, তাহা হইলে জন্মান্ধের পিতার সম্পত্তি দুই অংশ হইয়া একাংশ জন্মান্ধের ভ্রাতা ও অপরাংশ তাঁহার পুত্র পাইবেন; কিন্তু জন্মান্ধের পিতার মৃত্যুর পর যদি জন্মান্ধের স্ত্রীর গর্ভ হইয়া পুত্র সন্তান হয় তাহা হইলে সেই পুত্র কোনও অংশ পাইবে না।

পরিশেষে, আর একটী প্রয়োজনীয় কথা জানিয়া রাখা উচিত যে, এই সকল অক্ষম ব্যক্তি যদি দত্তকগ্রহণ করেন, তাহা হইলে দত্তকপুত্র কেবলমাত্র ভরণপোষণ পাইবে, কিন্তু কিছুতেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। যদি কোনও ব্যক্তির একটী মাত্র জন্মান্ধ পুত্র থাকে এবং সেই জন্মান্ধ পুত্রটী যদি দত্তক গ্রহণ করে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর ঐ জন্মান্ধ পুত্র তো উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেই না, এবং ঐ দত্তক পুত্রও উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না; যদিও ঐ দত্তকপুত্র মৃত ব্যক্তির পৌত্ররূপে গণ্য এবং নিজ স্বত্বে উত্তরাধিকারী, তথাপি সে জন্মান্ধ ব্যক্তির দত্তকপুত্র বলিয়া সম্পত্তি পাইতে অক্ষম; সে শুধু ভরণ পোষণ পাইবে।

অষ্টম অধ্যায়।

স্ত্রীলোকের স্বত্ব ও স্ত্রীধন।

এই অধ্যায়ে প্রথমতঃ, স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ যে সম্পত্তি পাইয়া থাকেন তাহাতে তাঁহাদের কিরূপ স্বত্ব জন্মায় তাহা বর্ণিত হইবে, এবং পরে 'স্ত্রীধন' নামক সম্পত্তির কথা লিখিত হইবে।

সম্পত্তি সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের ক্ষমতা।

কোনও স্ত্রীলোক কোনও পুরুষের বা স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকারিণী-স্বরূপ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে, অথবা এজমালী সম্পত্তির বিভাগে কোনও অংশ প্রাপ্ত হইলে বা অন্য কোনও প্রকারে কোনও সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে—বিধবা স্ত্রীই হউন, কি কন্যাই হউন, কি মাতাই হউন, কি পিতামহী প্রভৃতি অন্য স্ত্রীলোক হউন—তিনি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে ঐ সম্পত্তি পাইবেন না। জীবিতকাল পর্য্যন্ত তিনি তাহা ভোগ করিবেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর শেষ পুরুষ মালিকের যিনি ওয়ারিস থাকিবেন তিনি সম্পত্তি পাইবেন।

স্ত্রীলোক তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত সম্পত্তির আয়ের টাকা যেরূপ-ভাবে ইচ্ছা ব্যয় করিতে পারেন, তাহাতে কেহ কোনও আপত্তি করিতে পারিবে না। মূল সম্পত্তিটী তিনি নষ্ট না করিলেই হইল। আসল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ তিনি যে উপায়ে ভাল বিবেচনা করেন, সেই উপায়ে করিতে পারেন। সম্পত্তির আয় হইতে কোন টাকা সঞ্চিত করিয়া রাখা না রাখা তাঁহার ইচ্ছা; যদি তিনি টাকা সঞ্চিত করেন, তাহা হইলে সেই সঞ্চয়ের টাকাও তিনি যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারেন। সঞ্চয়ের

টাকা যদি তিনি ব্যয় না করিয়া রাখিয়া দেন, তাহা হইলে উহা সম্পত্তির সামিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ভাবী উত্তরাধিকারী তাহা পাইবে; তাহা তাঁহার স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হইবে না (ঈশ্বরী দত্ত বঃ হংসবতী, ১০ কলিকাতা ৩২৪)। যদি তিনি সঞ্চয়ের টাকা হইতে কোনও সম্পত্তি খরিদ করেন, তবে তাহা আসল সম্পত্তির সামিল বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা তাঁহার নিজের স্ত্রীধনরূপে গণ্য হইবে না, এবং তাহা তিনি বিনা কারণে ইচ্ছামত হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি শেষ পুরুষ মালিকের উত্তরাধিকারী পাইবেন (১৪ কলিকাতা ৩৮৭)। কিন্তু এই সম্পত্তি খরিদ করিবার সময়ে তিনি যদি উহা আসল সম্পত্তি হইতে পৃথক করিয়া নিজ সম্পত্তি স্বরূপ রাখিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহার নিজ স্ত্রীধন সম্পত্তি স্বরূপ গণ্য হইবে ও তাহা তিনি ইচ্ছামত হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের যেরূপ ক্ষমতা, অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ। উভয় প্রকার সম্পত্তিতে তিনি একইরূপ স্বত্ব পাইয়া থাকেন।

হস্তান্তরের ক্ষমতা।

স্ত্রীলোক সাধারণতঃ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন না। কিন্তু (ক) আইনসঙ্গত আবশ্যকতা থাকিলে, কিংবা (খ) ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি থাকিলে, হস্তান্তর করিতে পারেন।

আইন সঙ্গত আবশ্যকতা।

আইনসঙ্গত আবশ্যকতা থাকিলে স্ত্রীলোক ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি না লইয়াও সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন। নিম্নলিখিত হেতুগুলিকে আইনের ভাষায় "আইনসঙ্গত আবশ্যকতা" বলে:——

(১) যে কার্য্যে মৃত মালিকের আত্মার সদ্‌গতি হইবে এরূপ ধর্ম্মকার্য্য বা দাতব্য কার্য্যের জন্ম স্ত্রীলোক উত্তরাধিকারিণী সম্পত্তি

হস্তান্তর করিতে পারেন ; যথা, গৃহদেবতার পূজা এবং বহুকাল ধরিয়া যে সকল পূজা (দুর্গোৎসব প্রভৃতি) চলিয়া আসিতেছে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আবশ্যক মত সম্পত্তি বিক্রয় করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে।

কোনও নূতন দেবালয় নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্য্য ধর্ম্ম কার্য্য বটে কিন্তু এই কার্য্যগুলি ঠিক মৃত মালিকের পারলৌকিক হিতার্থে ব্যয় বলা যায় না ; এইগুলি স্ত্রীলোকের নিজের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য পুণ্যকার্য্য ; সুতরাং এজন্য তিনি সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন না (হরমঙ্গল বঃ রামগোপাল, ১৭ কলিকাতা উইকলি নোটস্ ৭৮২)। সেইরূপ, স্ত্রীলোক তাঁহার নিজের পুণ্যের জন্য তীর্থযাত্রা প্রভৃতি কার্য্যে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন না (হরিকিষেণ বঃ বজরঙ্গ, ১৩ কলিকাতা উইকলি নোটস্, ৫৪৪)। পারিলেও খুব সামান্য অংশই বিক্রয় করিতে পারিবেন।

(২) মৃত মালিকের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, গয়ায় পিণ্ড দান, ইত্যাদি ব্যয়ের জন্য স্ত্রীলোক উত্তরাধিকারিণী প্রয়োজন হইলে সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন, কারণ এগুলি অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য। কিন্তু এমন কতকগুলি কার্য্য আছে যাহাতে মৃত মালিকের আত্মার সদগতি হয় বটে, কিন্তু সেগুলি অবশ্যকর্ত্তব্য নহে, যথা পুরীক্ষেত্রে স্বামীর নামে জগন্নাথের ভোগ দেওয়া, প্রভৃতি ; এই সকল কার্য্যে স্ত্রীলোক সম্পত্তির কিয়দংশ মাত্র হস্তান্তর করিতে পারেন, অধিক পরিমাণে পারেন না (৪৪ এলাহাবাদ ৫০৩ প্রিভিকৌন্সিল)। স্বামীর পিতা মাতার শ্রাদ্ধাদি, যাহা স্বামী করিতে বাধ্য ছিলেন, তজ্জন্যও বিধবা কিয়দংশ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন।

সমস্ত সম্পত্তির মূল্য ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সকল কার্য্যের জন্য কত ব্যয় হওয়া উচিত তাহা স্থির করিতে হইবে।

(৩) মৃত মালিকের ঋণ পরিশোধের জন্য স্ত্রীলোক উত্তরাধি-

কারিণী সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন। স্বামী যদি ঋণ করিয়া গিয়া থাকেন এবং সেই ঋণ যদি তামাদিবারিত হইয়াও থাকে, অর্থাৎ নালিস করিয়া মহাজন আদায় করিতে পারেন না এরূপ হইলেও, বিধবা পত্নী ঐ ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য স্বামীর সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে (উদয়চন্দ্র বঃ আশুতোষ, ২১ কলিকাতা ১৯০; ১৩ মাদ্রাজ ১৮৯)।

(৪) নিজের গ্রাসাচ্ছাদন, কন্যার বিবাহ, পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা ও উপনয়ন, প্রভৃতি কার্য্যের জন্যও বিধবা তাঁহার স্বামীর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন। এমন কি, স্বামীর ভগ্নী ও পৌত্রীর বিবাহের জন্য এবং স্বামীর দরিদ্র ভাগিনেয়ার বিবাহের জন্যও উক্ত বিধবা স্বামীত্যক্ত সম্পত্তির এক অংশ বিক্রয় করিতে পারেন। যদি কন্যা তাঁহার পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হন, এবং তাঁহার স্বামী যদি অত্যন্ত দরিদ্র হন, তাহা হইলে ঐ কন্যা নিজের গ্রাসাচ্ছাদন, পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা ও উপনয়ন, কন্যার বিবাহ প্রভৃতি ব্যয়ের জন্য পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির এক অংশ হস্তান্তর করিতে পারেন (১৮ এলাহাবাদ ৭৪)।

(৫) সম্পত্তি হইতে যে সকল ব্যক্তি ভরণপোষণ পাইতে স্বত্ববান আছেন, তাহাদের ভরণপোষণ দিবার জন্য স্ত্রীলোক কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন।

(৬) এতদ্ব্যতীত, গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব দিবার জন্য, সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় মোকর্দ্দমার খরচের জন্য, প্রোবেট বা লেটার্স অব এ্যাডমিনিষ্ট্রেষণ বা উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট লইবার খরচের জন্য, বা সম্পত্তির মেরামত খরচের জন্য সম্পত্তির একাংশ হস্তান্তর করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে।

এই সকল কার্য্যের জন্য স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন বা বন্ধক দিতে পারেন; যদি তিনি বন্ধক না দিয়া

সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় করেন তাহা হইলে আদালত তাহাতে কোন আপত্তি করিবেন না; কারণ বিক্রয় করা বা বন্ধক দেওয়া স্ত্রীলোকের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে (১৮ বোম্বাই ৫৩৪)।

যদি সম্পত্তির আয় হইতে উপরের লিখিত কার্য্য সকল সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে স্ত্রীলোক মূল সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন না।

ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি।

হস্তান্তর করিবার সময়ে যিনি ভাবী উত্তরাধিকারী থাকেন তাঁহার সম্মতি লইয়া যদি স্ত্রীলোক সম্পত্তি হস্তান্তর করেন তাহা হইলে সেই হস্তান্তর সিদ্ধ হইবে (নবকিশোর বঃ হরিনাথ, ১০ কলিকাতা ১১০২, হরিকিষেণ বঃ কাশীপ্রসাদ, ৪২ কলিকাতা ৮৭৬; রঙ্গস্বামী বঃ নাচিয়াপ্পা, ৪২ মাদ্রাজ ৫২৩ প্রিভিকৌন্সিল. বিজয়গোপাল বঃ গিরীন্দ্র, ৪১ কলিকাতা ৭৯৩ প্রিভিকৌন্সিল)। যদি ঐ স্ত্রীলোকের ঠিক পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীও স্ত্রীলোক হন তাহা হইলে তাহার সম্মতি লইলে চলিবে না, পরবর্ত্তী পুরুষ উত্তরাধিকারীর সম্মতি লওয়া চাই। যথা, যদি বিধবা স্ত্রী (উত্তরাধিকারিণী) কন্যা এবং দৌহিত্র থাকেন, এবং ঐ বিধবা স্ত্রী যদি সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে চাহেন, তাহা হইলে কন্যার সম্মতি লইলে চলিবে না, দৌহিত্রের সম্মতি লওয়া চাই।

কিন্তু যদি কোনও ব্যক্তি শুধু পত্নীকে এবং কন্যাকে রাখিয়া যান, এবং তিনি এইরূপ উইল করিয়া গিয়া থাকেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর পত্নী জীবনস্বত্বে সম্পত্তি পাইবে এবং পত্নীর পর কন্যা নিব্যূঢ় স্বত্বে পাইবে, সে স্থলে যদি সেই বিধবা পত্নী আইনসঙ্গত আবশ্যকতা ব্যতীত কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করেন এবং ঐ কন্যা তাহাতে সম্মতি দেন তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে, কারণ কন্যা স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহাকে

যখন পুরুষের তুল্য ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তখন তাঁহার সম্মতিই যথেষ্টরূপে কার্য্যকর হইবে ; এবং ঐ হস্তান্তর অসিদ্ধ হইবে না।

একাধিক ভাবী পুরুষ উত্তরাধিকারী থাকিলে সকলেরই সম্মতি লওয়া চাই, কতকগুলির সম্মতি লইলে চলিবে না (রাধাশ্যাম বঃ জয়রাম, ১৭ কলিকাতা ৮৯৬)। যথা, যদি উপরোক্ত উদাহরণে তিন জন দৌহিত্র থাকে, তাহা হইলে সেই তিন জনেরই সম্মতি লইতে হইবে, একজনের বা দুই জনের সম্মতি লইলে সিদ্ধ হইবে না।

ভাবী উত্তরাধিকারী বলিতে ঠিক পরবর্ত্তী পুরুষ উত্তরাধিকারীকে বুঝাইবে। কোনও দূরবর্ত্তী ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি লইলে সিদ্ধ হইবে না (গুরুনারায়ণ বঃ শিউলাল, ৪৬ কলিকাতা ৫৬৬, প্রিভি-কৌন্সিল)। যথা, যদি কোনও বিধবা স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার সময়ে তাঁহার মৃত স্বামার দৌহিত্র এবং ভ্রাতা এই দুইজন থাকেন, তাহা হইলে দৌহিত্রকে ভাবী উত্তরাধিকারী বুঝাইবে, ভ্রাতাকে বুঝাইবে না ; এবং ঐ বিধবা স্ত্রী দৌহিত্রের সম্মতি লইয়া হস্তান্তর করিবেন, উক্ত ভ্রাতার সম্মতি লইলে সিদ্ধ হইবে না।

অনেক স্থলে এরূপ হয় যে যাঁহার সম্মতি লইয়া হস্তান্তর করা হইয়াছে তিনি স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হন না, অপর ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হন ; কিন্তু তাহা হইলেও হস্তান্তর সিদ্ধ হইবে। যথা, উপরোক্ত উদাহরণে বিধবা পত্নী তাঁহার দৌহিত্রের সম্মতি লইয়া হস্তান্তর করিলেন কিন্তু তাহার পর বিধবার জীবিতকালে ঐ দৌহিত্র মারা গেল ; এবং ঐ বিধবার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামীর ভ্রাতা উত্তরাধিকারী হইলেন। এস্থলে যদিও স্বামীর ভ্রাতার সম্মতি লওয়া হয় নাই, তথাপি তিনি ঐ হস্তান্তরে কোনও আপত্তি করিতে পারিবেন না, কারণ বিধবা যে সময়ে হস্তান্তর করিয়াছিলেন সে সময়ে তিনি তৎসময়কার ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি লইয়াছিলেন।

স্ত্রীলোক যে সময়ে হস্তান্তর করেন, ভাবী উত্তরাধিকারী ঠিক সেই সময়ে সম্মতি না দিয়া যদি পরে কোন সময়ে সম্মতি দেন, তাহা হইলেও সিদ্ধ হইবে (বজরঙ্গী বঃ মণিকর্ণিকা, ৩০ এলাহাবাদ ১ প্রিভি কৌন্সিল ; ৩৮ মাদ্রাজ ৩৯৬)।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে বটে যে, ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি লইয়া হস্তান্তর করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, যে স্থলে হস্তান্তরের কোনও আইনসঙ্গত আবশ্যকতা নাই, সেস্থলে ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি থাকা সত্ত্বেও আদালত এরূপ হস্তান্তর সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সুতরাং কোনও স্ত্রীলোক যদি কোনও সম্পত্তি বিক্রয় করেন এবং তাহা লইয়া পরে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আদালত প্রথমেই দেখেন যে ঐ বিক্রয়ের কোনও আইনসঙ্গত আবশ্যকতা ছিল কি না ; যদি আইনসঙ্গত আবশ্যকতা ছিল কি না এবিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া না যায়, তখন আদালত দেখেন যে উহাতে ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি ছিল কি না। আদালত যদি দেখেন যে ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি ছিল, তাহা হইলে আদালত অনুমান করিয়া লন যে আইনসঙ্গত আবশ্যকতা ছিল এবং সেইজন্যই ভাবী উত্তরাধিকারী সম্মতি দিয়াছিলেন। অর্থাৎ ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি অপেক্ষা আইনসঙ্গত আবশ্যকতার উপরই আদালত অধিক দৃষ্টিপাত করেন, এবং ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতিকে শুধু আইনসঙ্গত আবশ্যকতার প্রমাণরূপে গণ্য করেন। সুতরাং যদি অপর পক্ষ দেখাইতে পারেন যে, ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি থাকা সত্ত্বেও হস্তান্তরের কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না, তাহা হইলে আদালত ঐ হস্তান্তর সিদ্ধ বলিয়া গণ্য করিবেন না। (দেবীপ্রসাদ বঃ গৌলাপ ভগত, ৪০ কলিকাতা ৭২১, নজীরের ৭৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

যে স্থলে হস্তান্তরের আবশ্যকতা না থাকে, সে স্থলে যদি ভাবী

উত্তরাধিকারী হস্তান্তরে সম্মতি দেন, এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে, এই ব্যাপারে প্রবঞ্চনা বা যোগসাজস আছে, তাহা হইলে হস্তান্তর কখনই সিদ্ধ হইবে না (১৯ মাদ্রাজ ৩৩৭)। কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া যদি ভাবী উত্তরাধিকারী হস্তান্তরে সম্মতি দেন, তজ্জন্য হস্তান্তর অসিদ্ধ হইয়া যাইবে না (৩০ এলাহাবাদ ১ প্রিভিকৌন্সিল); কিন্তু সেই ভাবী উত্তরাধিকারী ভবিষ্যতে কখনও ঐ হস্তান্তরে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না (৩২ মাদ্রাজ ২০৬)।

ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি লইয়া সম্পত্তি শুধু বিক্রয় করিলে সিদ্ধ হইবে, বন্ধক দিলে সিদ্ধ হইবে না ; যদি বন্ধক দেওয়া হয় এবং বন্ধক-গ্রহীতা বন্ধকমূলে নালিস করিয়া তাহার ডিক্রীতে সম্পত্তি বিক্রয় করান, তাহা হইলে নিলামখরিদদার শুধু ঐ স্ত্রীলোকের জীবিতকাল পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তিতে স্বত্ব পাইবেন, তাহার পর আর পাইবেন না (হরিকিষেণ বঃ বজরঙ্গ, ১৩ কলিকাতা উইকলি নোটস ৫৪৪)। কিন্তু আর একটী মোকদ্দমায় এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি থাকিলে আদালত অনুমান করিবেন যে উক্ত স্ত্রীলোক আইনসঙ্গত আবশ্যকতার জন্যই সম্পত্তি বন্ধক দিয়াছেন, এবং ঐ বন্ধক সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবে ; তবে অবশ্য যদি অপর পক্ষ প্রমাণ দ্বারা দেখান যে কোনও আবশ্যকতা ছিল না, তাহা হইলে আর উহা স্ত্রীলোকের জীবিতকাল অপেক্ষা অধিক কালের জন্য সিদ্ধ হইবে না (দেবীপ্রসাদ বঃ গোলাপ ভগত, ৪০ কলিকাতা ৭২১)।

স্ত্রীলোক যে দলিল দ্বারা হস্তান্তর করেন সেই দলিল যদি ভাবী পুরুষ উত্তরাধিকারী এবং ঐ বিধবা উভয়ে একযোগে সম্পাদন করেন, তাহা হইলে ঐ হস্তান্তরে ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি আছে বলিয়া গণ্য হইবে। ভাবী উত্তরাধিকারী যদি ঐ দলিল শুধু সাক্ষীরূপে দস্তখত করেন, তাহা হইলে উহাতে তাঁহার সম্মতি আছে বলিয়া অনুমান

হইবে না, কারণ কোনও দলিলে সাক্ষী থাকিলেই তিনি যে ঐ দলিলের সমস্ত মর্ম্ম অবগত আছেন ইহা গণ্য করা হইবে না (হরিকিষেণ বঃ কাশীপ্রসাদ, ৪২ কলিকাতা ৮৭৬ প্রিভিকৌন্সিল; বঙ্কচন্দ্র বঃ জগৎচন্দ্র, ৪৪ কলিকাতা ১৮৬ প্রিভিকৌন্সিল)।

ভাবী উত্তরাধিকারীকে সমর্পণ।

স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে তাঁহার সম্পত্তি ভাবী উত্তরাধিকারীকে সমর্পণ করিতে পারেন, এবং তাহা করিলে, ভাবী উত্তরাধিকারী সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সম্পত্তিতে স্বত্ববান হইবেন। যথা, বিধবা স্ত্রীলোক যদি কোন সম্পত্তি তাঁহার দৌহিত্রকে (ভাবী উত্তরাধিকারী) দান করেন, তাহা হইলে সেই সময় হইতে ঐ দৌহিত্র সেই সম্পত্তির মালিক হইবেন; এমন কি, তাহার পর যদি আর একজন দৌহিত্র জন্মায়, তাহা হইলে সেই দ্বিতীয় দৌহিত্র সম্পত্তিতে কোনও অংশ পাইবে না। কিন্তু এইরূপে ভাবী উত্তরাধিকারীকে সমর্পণ করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করা চাই, উক্ত বিধবা যদি নিজের জন্য স্বার্থ রাখিয়া দেন তাহা হইলে উক্ত সমর্পণ সিদ্ধ হইবে না। যথা, কোনও বিধবা স্ত্রীলোক তাঁহার সম্পত্তি ভাবী উত্তরাধিকারীকে সমর্পণ করিবার সময়ে তাঁহার সহিত এই চুক্তি করিলেন যে ঐ উত্তরাধিকারী উক্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ বিধবার মনোনীত কোনও ব্যক্তিকে (যথা, বিধবার কন্যাকে) দান করিবে; এইরূপ চুক্তিবিশিষ্ট সমর্পণ অসিদ্ধ হইবে। (সুরেশ্বর বঃ মহেশরাণী, ৪৮ কলিকাতা ১০০ প্রিভিকৌন্সিল)। কিন্তু কোন বিধবা স্ত্রীলোক যদি ভাবী উত্তরাধিকারীকে সম্পত্তি সমর্পণ করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার যাবজ্জীবন ভরণ পোষণের জন্য ঐ ভাবী উত্তরাধিকারী তাঁহাকে কিছু সম্পত্তি দান করেন, তাহা হইলে ইহা সিদ্ধ হইবে (ভগবৎ বঃ ধনুকধারী, ৪৭ কলিকাতা ৪৬৬ প্রিভিকৌন্সিল)।

স্ত্রীলোক যদি ভাবী উত্তরাধিকারীকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি বিক্রয় করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে উক্ত ভাবী উত্তরাধিকারী বাকী অর্দ্ধেক সম্পত্তি ঐ স্ত্রীলোককে নির্ব্যূঢ় স্বত্বে দান করেন, তাহা হইলে এরূপ কার্য্য সিদ্ধ হইবে (কানুরাম বঃ কাশীচন্দ্র, ১৪ কলিকাতা উইকলি নোটস ২২৬)।

অসিদ্ধ হস্তান্তরের ফল।

কোন আইনসঙ্গত আবশ্যকতা ব্যতীত এবং ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি না লইয়া যদি স্ত্রীলোক কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করেন, তাহা হইলে ঐ হস্তান্তর তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত সিদ্ধ থাকিবে। তাহার পর তাঁহার মৃত্যু হইলে ভাবী উত্তরাধিকারী নালিস দ্বারা হস্তান্তর অসিদ্ধ সাব্যস্ত করাইতে পারিবেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভাবী উত্তরাধিকারী নালিস করিয়া ঐ হস্তান্তর অসিদ্ধ সাব্যস্থ না করাইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত সেই হস্তান্তর সিদ্ধ থাকিবে। অর্থাৎ স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলেই যে সেই হস্তান্তর অসিদ্ধ হইয়া যাইবে তাহা নহে ; ভাবী উত্তরাধিকারী যদি নালিস করিয়া অসিদ্ধ সাব্যস্ত করান, তাহা হইলেই উহা অসিদ্ধ হইবে ; এবং যতদিন তিনি নালিস না করেন ততদিন উহা সিদ্ধ থাকিবে।

ভাবী উত্তরাধিকারী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীলোকের জীবিতকালেও এই বলিয়া নালিস করিতে পারেন যে স্ত্রীলোক যে হস্তান্তর করিয়াছেন তাহা তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত সিদ্ধ থাকিবে এবং মৃত্যুর পর অসিদ্ধ হইবে, এবং আদালতও সেই মর্ম্মে ডিক্রী দিবেন। এরূপ ডিক্রী থাকিলে স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পরই হস্তান্তর অসিদ্ধ হইয়া যায়।

ভাবী উত্তরাধিকারী যদি স্ত্রীলোকের জীবিতকালে নালিস করেন তাহা হইলে হস্তান্তরের তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে নালিস করিবেন (তামাদি আইন, ১২৫ দফা) ; আর যদি তিনি স্ত্রীলোকের

মৃত্যুর পর নালিস করিতে চাহেন, তাহা হইলে মৃত্যুর তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে (তামাদি আইন, ১৪১ দফা)।

দানের ক্ষমতা।

সম্পত্তি বিক্রয় সম্বন্ধে যখন স্ত্রীলোকের ক্ষমতা এত কম, তখন দান সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতা যে আরও কম সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। স্ত্রীলোক সাধারণতঃ কোন সম্পত্তি দান করিতে পারেন না ; তবে হিন্দু বিধবা তাঁহার স্বামীর পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য কিছু সম্পত্তি ধর্ম্মার্থে দান করিতে পারেন বা তাঁহার স্বামীর গুরুদেবকে অল্প পরিমাণে সম্পত্তি দিতে পারেন। কন্যার বিবাহের সময় তিনি কন্যাকে বা জামাতাকে স্বামীত্যক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ যৌতুকরূপে দান করিতে পারেন, কিন্তু বেশী পরিমাণে দিতে পারিবেন না (চূড়ামণ বঃ গোপী, ৩৭ কলিকাতা ১ ; ২২ মাদ্রাজ ১১৩)।

সম্পত্তির ক্ষতি।

স্ত্রীলোক যদি সম্পত্তি সম্বন্ধে ক্ষতির কার্য্য করেন, তাহা হইলে ভাবী উত্তরাধিকারী (পুরুষ হউক বা স্ত্রীলোক হউক) তাঁহার বিরুদ্ধে নালিস করিতে পারেন। তিনি যদি এত বেশী সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে থাকেন যে তাহাতে ভাবী উত্তরাধিকারীর অত্যন্ত ক্ষতি হইতে পারে, কিংবা এরূপ কার্য্য করেন যাহাতে সম্পত্তির মূল্য কমিয়া যাইতে পারে, কিংবা তাঁহার বিশৃঙ্খলায় যদি সম্পত্তির অপচয় হইতে থাকে, তাহা হইলে ভাবী উত্তরাধিকারী নালিস করিতে পারেন, এবং আদালত ঐ স্ত্রীলোকের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিবেন, কিংবা রিসিভার নিযুক্ত করিবেন। রিসিভার নিযুক্ত হইলে স্ত্রীলোক সম্পত্তির দখল হইতে বঞ্চিত হইবেন বটে, কিন্তু সমস্ত উপস্বত্ব তিনি পাইবেন।

একাধিক স্ত্রীলোক।

যদি একাধিক পত্নী বা একাধিক কন্যা সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হন, তাহা হইলে তাঁহারা একত্রে এজমালীতে সম্পত্তি পাইয়া থাকেন; এবং একজনের মৃত্যু হইলে অবশিষ্ট স্ত্রীলোকগণ সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকিবেন (১১ মূরস ইণ্ডিয়ান আপীলস্ ৪৮৭)। যথা, যদি তিনজন কন্যা থাকেন, তাহা হইলে তিনজনেই একত্রে সম্পত্তি পাইবেন; পরে একজনের মৃত্যু হইলে দুইজনে মিলিয়া সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবেন, পরে তাহাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হইলে অবশিষ্ট কন্যা একাকীই সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করিবেন।

একাধিক স্ত্রীলোক সম্পত্তি এজমালীরূপে ভোগ করিতে পারেন, অথবা তাঁহাদের নিজেদের সুবিধার জন্য পরস্পরের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইতে পারেন (১ মাদ্রাজ ৪৯০; ১২ এলাহাবাদ ৫১); কিন্তু ঐ বিভাগ শুধু তাঁহাদের নিজেদের জীবিতকাল পর্য্যন্ত সিদ্ধ থাকিবে, তাহার পর সকল অংশগুলি এক হইয়া যাইবে।

একজন অপরের সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিবেন না; করিলে অসিদ্ধ হইবে, এমন কি, তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্তও সিদ্ধ থাকিবে না; এবং অপর স্ত্রীলোকগণ তৎক্ষণাৎ নালিস করিয়া ঐ হস্তান্তর অসিদ্ধ সাব্যস্ত করাইতে পারিবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করিয়া লন, তাহা হইলে একজন অপরের সম্মতি ব্যতিরেকে নিজ অংশ হস্তান্তর করিতে পারিবেন, কিন্তু উহা তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্তই সিদ্ধ থাকিবে।

যদি একজন স্ত্রীলোকের অংশ তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীতে বিক্রয় হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ বিক্রয় মাত্র তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত সিদ্ধ থাকিবে।

স্ত্রীলোকগণ নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লউন বা না লউন, একজন যদি অপরের সম্মতি লইয়া হস্তান্তর করেন, তাহা হইলে উহা তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইবে ; তাঁহার মৃত্যুর পর উহা অপরের উপর বাধ্যকর হইবে না (১৬ মাদ্রাজ ১)। যথা, দুই কন্যার মধ্যে একজন যদি অপরের সম্মতিক্রমে সম্পত্তি হস্তান্তর করেন, তাহা হইলে যতদিন তিনি জীবিত থাকিবেন ততদিন উহা সিদ্ধ থাকিবে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভগ্নী উহা খরিদদারের নিকট হইতে বিনামূল্যে ফিরাইয়া লইতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

বিধবার পুনর্ব্বিবাহের ফল।

হিন্দু বিধবা যদি পুনরায় বিবাহ করেন, তাহা হইলে হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ আইনের ২ ধারা অনুসারে সম্পত্তি সম্বন্ধে উহার নিম্নলিখিত ফল ফলিয়া থাকে :—

(১) যদি তিনি তাঁহার পূর্ব্ব স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ সম্পত্তি হইতে তিনি তৎক্ষণাৎ বঞ্চিত হইবেন। এমন কি, তিনি যদি তাঁহার পুত্রের বা পৌত্রের বা প্রপৌত্রের উত্তরাধিকারিণী হন, কিন্তু যে সম্পত্তিতে তিনি উত্তরাধিকারিণী হইয়াছেন তাহা এককালে তাঁহার পূর্ব্ব স্বামী ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি পুনরায় বিবাহ করিলেই ঐ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

কিন্তু তিনি যদি ঐ পুত্রের বা পৌত্রের বা প্রপৌত্রের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পুনরায় বিবাহ করিলে তিনি বঞ্চিত হইবেন না (২৯ বোম্বাই ৯১ ; ২৮ মাদ্রাজ ৪২৫)।

(২) তিনি তাঁহার পূর্ব্ব স্বামীর সম্পত্তি হইতে আর ভরণপোষণ পাইবেন না।

(৩) যদি কেহ উইলে তাঁহাকে জীবনস্বত্বে সম্পত্তি দান করিয়া

থাকেন, তাহা হইলে তিনি ঐ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন। কিন্তু যদি তিনি উইলের দ্বারা ঐ সম্পত্তিতে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন না।

(৪) হিন্দু বিধবা পুনরায় বিবাহ করিলে তিনি মৃত বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী সম্পত্তি পাইবেন।

(৫) হিন্দু বিধবা যদি সম্পত্তি পাইবার পর বিবাহ করেন তাহা হইলেই তিনি উহা হইতে বঞ্চিত হইবেন। কিন্তু তিনি যদি সম্পত্তি পাইবার পূর্ব্বেই পুনরায় বিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা হইতে বঞ্চিত হইবেন না (১১ উইকলি রিপোর্টার ৮২)।

ভাবী উত্তরাধিকারীর দায়িত্ব।

আইনসঙ্গত আবশ্যকতাহেতু কিংবা ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতিক্রমে স্ত্রীলোক কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে তাহা ভাবী উত্তরাধিকারীর উপর বাধ্যকর হইবে, এবং তাহাতে তিনি কোনও আপত্তি করিতে পারিবেন না, এ কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের আরও কতকগুলি কার্য্য দ্বারা ভাবী উত্তরাধিকারী বাধ্য থাকিবেন। যথা—

(১) স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে যদি কোনও মোকদ্দমায় কোন ডিক্রী হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ ডিক্রী দ্বারা ভাবী উত্তরাধিকারী বাধ্য থাকিবেন।

(২) যদি কোনও মোকদ্দমা ঐ স্ত্রীলোক আপোষে মিটাইয়া থাকেন, এবং তাহা দ্বারা সম্পত্তির কোনও অনিষ্ট না হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবী উত্তরাধিকারীর উপর ঐ সোলেনামা বাধ্যকর হইবে।

(৩) স্ত্রীলোক যদি আইনসঙ্গত আবশ্যকতার হেতুতে কোনও ঋণ করিয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে ভাবী উত্তরাধিকারী উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবেন।

(৪) স্ত্রীলোক যদি কোনও ব্যক্তির সহিত কোনও চুক্তি করিয়া থাকেন, এবং ঐ চুক্তি সম্পত্তির উপকারার্থে হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ভাবী উত্তরাধিকারী বাধ্য থাকবেন। যথা, বাটী মেরামতের জন্য স্ত্রীলোক চুণ সুরকী প্রভৃতি দ্রব্য খরিদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মূল্য দিবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করেন, এরূপ অবস্থায় ভাবী উত্তরাধিকারী ঐ মূল্য দিতে বাধ্য হইবেন (হরিমোহন বঃ গণেশচন্দ্র, ১০ কলিকাতা ৮২৩)।

কোন ডিক্রীজারীতে যদি স্ত্রীলোকের সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়, তাহা হইলে ভাবী উত্তরাধিকারী ঐ বিক্রয়ে কোনও আপত্তি করিতে পারিবেন না। তবে যদি স্ত্রীলোকের নিজের প্রয়োজনের জন্য কোন দেনার দায়ে সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়, তাহা হইলে শুধু স্ত্রীলোকের জীবন-স্বত্বই বিক্রয় হইবে, নিলাম খরিদদার স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর আর ঐ সম্পত্তি রাখিতে পারিবেন না, এবং ভাবী উত্তরাধিকারী উহা পাইতে স্বত্ববান হইবেন (বৈজুন বঃ ব্রিজভূখন, ১ কলিকাতা ১৩৩ ; ৪ এলাহাবাদ ৫২২, জীবনকৃষ্ণ বঃ ব্রজলাল, ২৬ কলিকাতা ২৮৫ ; ৩০ কলিকাতা ৫৫০ প্রিভিকৌন্সিল)।

অন্যান্য কথা।

স্ত্রীলোক যেস্থলে জীবনস্বত্বে সম্পত্তি পাইয়া থাকেন, সেস্থলে তাঁহার নিকট হইতে কোনও সম্পত্তি ক্রয় করিবার সময়ে ক্রেতার খুব সাবধান হওয়া উচিত। যদি ভাবী উত্তরাধিকারী ও ঐ স্ত্রীলোক একত্রে এক যোগে সম্পত্তি বিক্রয় করেন, তাহা হইলে খরিদদার সম্পূর্ণ নিরাপদ ; কিম্বা যদি বিক্রয়ের দলিলে ভাবী উত্তরাধিকারী সম্মতি দেন, এবং সেই মর্ম্মে লিখিয়া দিয়া সাক্ষীরূপে স্বাক্ষর করেন, তাহা হইলেও ক্রেতা নিরাপদ। কিন্তু যদি স্ত্রীলোক ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি না লইয়া বিক্রয় করেন,

তাহা হইলে খরিদদারকে তদন্ত করিয়া দেখিতে হইবে যে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার কোনও আইনসঙ্গত আবশ্যকতা আছে কি না (৬ মূরস ইণ্ডিয়ান আপীলস্ ৩৯৩); যদি তিনি দেখেন যে বাস্তবিক আবশ্যকতা আছে তাহা হইলে তাঁহার আর চিন্তার কোনও কারণ নাই। কিন্তু সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পরে ঐ স্ত্রীলোক বিক্রয়লব্ধ অর্থ আইনসঙ্গত আবশ্যকতার জন্য ব্যয় করেন কি না, তাহা খরিদদারের দেখিবার প্রয়োজন নাই। যথা, স্ত্রীলোক যদি বলেন যে কন্যার বিবাহের জন্য সম্পত্তি বিক্রয় করিবার প্রয়োজন এবং খরিদদার যদি তদন্ত করিয়া দেখেন যে বাস্তবিকই বিবাহ-যোগ্যা কন্যা আছে, তাহা হইলেই খরিদদার নিরাপদ; তাহার পর স্ত্রীলোক বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঐ কন্যার বিবাহে ব্যয় করেন কি অন্য কার্য্যে ব্যয় করেন কি সঞ্চিত করিয়া রাখেন তাহা ক্রেতার দেখিবার প্রয়োজন নাই।

২। স্ত্রীধন।

স্ত্রীলোক যে সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে প্রাপ্ত হন তাহা তাঁহার স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হয়। এই সম্পত্তি তিনি যে কোনও প্রকারে ভোগ করিতে পারেন, অনেক স্থলে তিনি ইচ্ছামত হস্তান্তর করিতে পারেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নিজের উত্তরাধিকারীতে উহা অর্শিয়া থাকে, তাঁহার স্বামীর পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী উহা প্রাপ্ত হন না।

স্ত্রীধন নানা প্রকারের হইয়া থাকে, যথা:—(১) যৌতুক, অর্থাৎ বিবাহের সময়ে স্ত্রীলোক যে সম্পত্তি পাইয়া থাকেন; দ্বিরাগমনের সময় তিনি যাহা প্রাপ্ত হন তাহাও যৌতুকের অন্তর্গত; (২) অন্বধেয়ক, অর্থাৎ বিবাহের পর তিনি পিতা বা স্বামীর নিকট হইতে যাহা পাইয়া থাকেন; (৩) সৌদায়িক অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনগণ যে সম্পত্তি (বিবাহের সময়ে হউক বা অন্য সময়ে হউক) স্ত্রীলোককে স্নেহের সহিত দান করেন; (৪) স্বামীদত্ত স্থাবর সম্পত্তি; (৫) স্বামীদত্ত অস্থাবর সম্পত্তি; (৬) স্ত্রীলোকের

নিজ পরিশ্রমে উপার্জ্জিত সম্পত্তি; (৭) পিতৃদত্ত সম্পত্তি ; (৮) পিতা স্বামী বা আত্মীয়স্বজন ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তি ; (৯) বৃত্তি বা ভরণপোষণের মাসহারা ; (১০) অধিবেদনিক, অর্থাৎ প্রথম স্ত্রী থাকিতে স্বামী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলে প্রথম স্ত্রীকে তাহার সান্ত্বনা স্বরূপ যে সম্পত্তি দান করেন ; (১১) শুল্ক, অর্থাৎ আসুর মতে বিবাহ হইলে বর কন্যাকে মূল্যস্বরূপ যে সম্পত্তি দান করেন।

হস্তান্তরের ক্ষমতা।

ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীধন সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হস্তান্তরের ক্ষমতা আছে :—

(১) কতকগুলি স্ত্রীধন এরূপ আছে যে তাহাতে স্ত্রীলোকের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব হয় এবং তিনি ঐ স্ত্রীধন যেরূপভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন, তাহাতে কেহ কোনও বাধা দিতে পারেন না। স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন অন্য আত্মীয় ব্যক্তি বিবাহের সময়ে যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি তাঁহাকে দান করেন এবং বিবাহের সময়ে স্বামী যে অস্থাবর সম্পত্তি দান করেন, তৎসমুদয়ই (অর্থাৎ সৌদায়িক, শুল্ক এবং যৌতুক) এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ঐ সম্পত্তি তিনি ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারেন, এবং দান, বিক্রয় বা উইল করিতেও পারেন। ঐ সম্পত্তি তাঁহার স্বামীরও নিজে ব্যবহার করিবার অধিকার নাই এবং স্বামীর মহাজনও ঐ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

উক্ত প্রকার স্ত্রীধনের আয় হইতে যদি স্থাবর সম্পত্তি অর্জ্জিত হয় তবে তাহাও ঐ স্ত্রীলোক যথেচ্ছ দান বিক্রয়াদি করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহার স্বামী বাধা দিতে পারেন না, এবং স্বামী নিজেও সাধারণতঃ তাহা ব্যবহার করিতে পারেন না। কিন্তু অত্যন্ত বিপদে পড়িলে তিনি তাহা লইতে পারেন। যথা, অত্যন্ত অভাবের সময়ে (অর্থাৎ যে সময়ে স্বামীর

কিছুমাত্র অর্থ না থাকে এবং তজ্জন্য সমস্ত পরিবার অনশনে থাকিবার মত উপক্রম হয়) বা কোনও অনিবার্য্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্য অন্য উপায় না থাকিলে, কিংবা পীড়ার সময়ে, বা তাঁহার মহাজন তাঁহাকে জেলে দিতে উদ্যত হইলে, স্বামী তাঁহার স্ত্রীর উক্তরূপ স্ত্রীধন লইতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি স্ত্রীকে উহা পরে ফেরৎ দিতে ধর্ম্মানুসারে বাধ্য। কেবলমাত্র স্বামীই এই সম্পত্তি লইতে পারেন—অন্য কেহ পারেন না। স্বামী যদি তাহা না লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে স্বামীর মহাজনও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

(২) কতকগুলি স্ত্রীধন এইরূপ আছে যে স্বামী যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন স্ত্রীলোক সেই সম্পত্তি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি যথেচ্ছরূপে উহা হস্তান্তর করিতে পারেন। যথা, নিজ পরিশ্রম দ্বারা অর্জ্জিত সম্পত্তি, বা স্বামীর জীবিতকালে অন্য লোকে যে সম্পত্তি দান করে সেই সম্পত্তি, এই প্রকার স্ত্রীধনের অন্তর্গত। যতদিন স্বামী জীবিত থাকেন, ততদিন স্ত্রীলোক তাঁহার অনুমতি না লইয়া উহা দান বিক্রয়াদি করিতে পারেন না; স্বামীর অবর্ত্তমানেই পারেন। কোনও স্ত্রীলোক অবিবাহিতাবস্থায় শিল্প কার্য্যাদি দ্বারা যে অর্থ বা সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন তাহা তিনি বিবাহের পূর্ব্বে যথেচ্ছরূপে ব্যয় বা হস্তান্তর করিতে পারেন; কিন্তু বিবাহের পর স্বামীর অনুমতি ভিন্ন হস্তান্তর করিতে পারেন না; পরে স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি আবার উহা যথেচ্ছরূপে ব্যয় বা হস্তান্তর করিতে পারেন।

(৩) স্বামী স্ত্রীকে স্থাবর সম্পত্তি দান করিলে-বা উইল করিয়া দিলে এবং স্ত্রীকে ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে দান বিক্রয়াদি ইচ্ছামত হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইলে, ঐ সম্পত্তিতে স্ত্রীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব জন্মিবে এবং তাহা তাঁহার স্ত্রীধনস্বরূপ গণ্য হইবে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারই ওয়ারিস

(কন্যা) ঐ সম্পত্তি পাইবেন—স্বামীর ওয়ারিস্ (পুত্র) পাইবেন না। কিন্তু ঐ সম্পত্তিতে স্ত্রীর ইচ্ছামত দান বিক্রয়াদি হস্তান্তর করিবার স্বত্ব দেওয়া না থাকিলে উহা তাঁহার স্ত্রীধন হইবে না, তিনি তাহা জীবনস্বত্বে ভোগ করিবেন এবং কেবলমাত্র আইনসঙ্গত আবশ্যকতার জন্য হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার।

অবিবাহিতা কন্যার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রীধন সম্পত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উত্তরাধিকারী হইবেন :—

(১) সহোদর ভ্রাতা ;

(২) মাতা ;

(৩) পিতা ;

পিতাও না থাকিলে পিতার নিকটসম্পর্কীয় আত্মীয় (যথা ভ্রাতার পুত্র, ভগ্নী, ভগ্নীর পুত্র, বিমাতা, পিতামহ, পিতামহী, পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র, পিতৃস্বসা, পিতামহীর ভগ্নী ইত্যাদি) ও তদভাবে মাতৃকুলের আত্মীয় (মাতামহ, মাতামহী, মাতুল, মাতুলপুত্র, মাতৃস্বসা প্রভৃতি) পাইবেন।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের স্ত্রীধন সম্পত্তির প্রকারভেদে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অনেক প্রভেদ আছে। ঐ সম্পত্তি মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় :—(১) যৌতুক (২) অযৌতুক।

যৌতুক স্ত্রীধন সম্বন্ধে উত্তরাধিকারের নিয়ম এই—

(১) অবিবাহিতা কন্যা ; (২) যে কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে ; (৩) সধবা (পুত্রবতী বা পুত্রসম্ভাবিতা) কন্যা এবং পুত্রবতী বিধবা কন্যা ; (৪) সধবা বন্ধ্যা কন্যা এবং পুত্রহীনা বিধবা কন্যা ; (৫) পুত্র ; (৬) দৌহিত্র ; (৭) পৌত্র ; (৮) প্রপৌত্র ; (৯) স্বামী ; (১০

ভ্রাতা ; (১১) মাতা ; (১২) পিতা ; (১৩) সপত্নীর পুত্র ; (১৪) সপত্নীর কন্যা; (১৫) সপত্নীর পৌত্র ; (১৬) দেবর ; (১৭) স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র ; (১৮) ভগ্নীর পুত্র ; (১৯) স্বামীর ভাগিনেয় ; (২০) ভ্রাতুষ্পুত্র ; (২১) জামাতা ; (২২) শ্বশুর ; (২৩) ভাসুর ; (২৪) স্বামীর অন্যান্য সপিণ্ডগণ ; (২৫) স্বামীর সকুল্যগণ ; (২৬) স্বামীর সমানোদকগণ ; (২৭) পিতার সপিণ্ডগণ ; (২৮) মাতৃকুলের আত্মীয় ; তদভাবে গ্রামের ব্রাহ্মণগণ ; তদভাবে রাজা অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট পাইবেন।

[যদি আসুর মতে বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উপরোক্ত স্থলে প্রপৌত্রের পর—(৯) মাতা ; (১০) পিতা ; (১১) ভ্রাতা ; (১২) স্বামী ; তাহার পর (১৩) সপত্নীর পুত্র ইত্যাদি, উপরোক্তমত পাইবেন।]

অযৌতুক স্ত্রীধন (যৌতুক ভিন্ন আর সকল প্রকার স্ত্রীধন ইহার অন্তর্গত) দুই প্রকারের—(ক) পিতৃদত্ত ; (খ) অন্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত।

(ক) **পিতৃদত্ত অযৌতুক** স্ত্রীধন সম্বন্ধে উত্তরাধিকারের নিয়ম এই :—(১) অবিবাহিতা কন্যা ; (২) পুত্র ; (৩) বিবাহিতা (পুত্রবতী এবং পুত্রসম্ভাবিতা) কন্যা ; (৪) বন্ধ্যা সধবা কন্যা, এবং বিধবা কন্যা ; (৫) দৌহিত্র ; (৬) পৌত্র ; (৭) প্রপৌত্র ; (৮) সপত্নীর পুত্র ; (৯) সপত্নীর কন্যা ; (১০) সপত্নীর পৌত্র ; (১১) ভ্রাতা ; (১২) মাতা ; (১৩) পিতা ; (১৪) স্বামী ; (১৫) দেবর ; (১৬) স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র ; (১৭) ভগিনীর পুত্র ; (১৮) স্বামীর ভাগিনেয় ; (১৯) ভ্রাতুষ্পুত্র ; (২০) জামাতা ; (২১) শ্বশুর ; (২২) ভাশুর ; (২৩) স্বামীর অন্যান্য সপিণ্ডগণ ; (২৪) স্বামীর সকুল্যগণ ; (২৫) স্বামীর সমানোদকগণ ; (২৬) পিতার সপিণ্ডগণ ; (২৭) মাতৃকুলের আত্মীয় ; তদভাবে গ্রামের ব্রাহ্মণগণ ; তদভাবে রাজা অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট।

(খ) **অন্য প্রকার অযৌতুক** স্ত্রীধন সম্পত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উত্তরাধিকারী হন :—

(১-২) পুত্র এবং অবিবাহিতা কন্যা একত্রে ; পুত্র না থাকিলে অবিবাহিতা কন্যা সমস্ত সম্পত্তি পাইয়া থাকে এবং অবিবাহিতা কন্যা না থাকিলে পুত্রই সমস্ত সম্পত্তি পাইয়া থাকে ; উভয়েই থাকিলে তুল্যাংশে পায় ; (৩) বিবাহিতা (পুত্রবতী বা পুত্রসম্ভাবিতা) কন্যা ; (৪) পৌত্র ; (৫) দৌহিত্র ; (৬) বন্ধ্যা সধবা কন্যা ও বিধবা কন্যা ; (৭) প্রপৌত্র ; (৮) ভ্রাতা ; (৯) মাতা ; (১০) পিতা ; (১১) স্বামী ; (১২) সপত্নীর পুত্র ; (১৩) সপত্নীর কন্যা ; (১৪) সপত্নীর পৌত্র ; (১৫) দেবর ; (১৬) স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র ; (১৭) ভগ্নীর পুত্র ; (১৮) স্বামীর ভাগিনেয় , (১৯) ভ্রাতুষ্পুত্র ; (২০) জামাতা ; (২১) শ্বশুর ; (২২) ভাশুর ; (২৩) স্বামীর অন্যান্য সপিণ্ডগণ ; (২৪) স্বামীর সকুল্যগণ ; (২৫) স্বামীর সমানোদকগণ ; (২৬) পিতার সপিণ্ডগণ ; (২৭) মাতৃকুলের আত্মীয় ; তদভাবে গ্রামের ব্রাহ্মণগণ ; তদভাবে রাজা অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট ।

হিন্দু আইনে স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারের ঐরূপ নিয়ম লিখিত হইয়াছে। কিন্তু নজীরের দ্বারা উহার স্থানে স্থানে সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ; যথা, অযৌতুক স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সপত্নীপুত্র অপেক্ষা দৌহিত্র অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইয়াছে (৮ কলিকাতা ল জার্ণাল ৩৬৯) ; এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অপেক্ষা দেবর অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির হইয়াছে (৩৭ কলিকাতা ৮৬৩) ।

অন্যান্য কথা ।

স্ত্রীলোক যদি স্ত্রীধন সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন, তাহা হইলে তিনি আর উহা স্ত্রীধনরূপে প্রাপ্ত হন না, জীবনস্বত্বেই প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর মৃতা মালিকের পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হন। (হরিদয়াল বঃ গিরিশচন্দ্র, ১৭ কলিকাতা ১১১ ; যোগেন্দ্র বঃ ফণীভূষণ, ৪৩ কলিকাতা ৬৪ ; মধুমালা বঃ লক্ষ্মণ, ২০ কলিকাতা উইকলি নোটস ৬২৭ ; শিউশঙ্কর

বঃ দেবীসহায়, ২৫ এলাহাবাদ ৪৬৮ প্রিভি কৌন্সিল, হরেন্দ্র বঃ ফণীভূষণ, ২ কলিকাতা ৬৪)। মাতার মৃত্যুর পর কন্যা যদি তাঁহার স্ত্রীধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ঐ কন্যার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি মাতার ওয়ারিস পাইবেন, কন্যার ওয়ারিস পাইবেন না।

কোনও স্ত্রীলোক অসতী হইলেও তিনি স্ত্রীধন সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন (১ এলাহাবাদ ৪৬; নগেন্দ্রনন্দিনী বঃ বিনয় কৃষ্ণ, ৩০ কলিকাতা ৫২১; ২৬ মাদ্রাজ ৫০৯)। কিন্তু তিনি বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিলে উত্তরাধিকারিণী হইতে পারিবেন না।

৩। বেশ্যা।

পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত ছিল যে, কোনও স্ত্রীলোক বেশ্যা হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেই সে পতিতা হয় বলিয়া স্বামী, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাহার মৃত্যুর পর তাঁহারা তাহার স্ত্রীধনের ওয়ারিশ হইতে পারেন না (কামিনীমণি বেওয়া, ২১ কলিকাতা ৬৯৭; ত্রিপুরা বঃ হরিমতী, ৩৮ কলিকাতা ৪৯৫; ভূতনাথ বঃ সেক্রেটারী অব ষ্টেট, ১০ কলিকাতা উইকলি নোটস্ ১০৮৫); কেবলমাত্র যে সকল আত্মীয়া তাহার ন্যায় বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, তাহারাই তাহার স্ত্রীধনের ওয়ারিশ হইতে পারিবে, ইহাই স্থির ছিল (২১ কলিকাতা ৬৯৭)।

কিন্তু এখন হাইকোর্ট এক মোকর্দ্দমায় (হীরালাল বঃ ত্রিপুরাচরণ, ৪০ কলিকাতা ৬৫০ ফুলবেঞ্চ) নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক বেশ্যা হইলেও আত্মীয়কুটুম্বগণের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় না এবং তাহার স্বামী পুত্রাদি আত্মীয়গণ তাহার স্ত্রীধনের ওয়ারিস হইতে পারেন অতএব, যে স্থলে একজন স্ত্রীলোক ও তাহার ভগ্নীর কন্যা উভয়েই গৃহ

পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে, এবং পরে ঐ স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়, সে স্থলে তাহার সম্পত্তি তাহার স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র পাইবেন—ঐ ভগ্নীর কন্যা পাইবেন না, কারণ স্ত্রীধন সম্পত্তিতে ভগ্নীর কন্যা অপেক্ষা স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী। (কিন্তু পূর্ব্বেকার নজীর অনুসারে ভগ্নীর কন্যাই ওয়ারিস হইত, কারণ সেও তাহার মাসীর ন্যায় বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে)।

বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিলে কোনও স্ত্রীলোক তাহার আত্মীয়গণের ওয়ারিস হইতে পারে না, এই আইন পূর্ব্বেও ছিল, এখনও তাহাই আছে। কিন্তু যদি কোনও স্ত্রীলোক সম্পত্তি পাইবার পূর্ব্বে সতী থাকে এবং পরে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে সে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে কি না তাহা বলা কঠিন। এ বিষয়ে এখনও কোনও মোকদ্দমা হয় নাই।

বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা অর্জ্জিত সম্পত্তি অযৌতুক স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে উত্তরাধিকারী নির্ণীত হইবে। কিন্তু যদি উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে একজন সতী স্ত্রীলোক হয় এবং একজন অসতী স্ত্রীলোক হয়, তাহা হইলে অসতী অপেক্ষা সতী স্ত্রীলোকই অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারিণী ; যথা, যদি বেশ্যার মাতা থাকে এবং কন্যা থাকে, কিন্তু কন্যা যদি বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে আর মাতা যদি সতী হয়, তাহা হইলে কন্যা অপেক্ষা মাতাই অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারিণী হইবেন। সেইরূপ, অধর্ম্মসম্পর্কীয় অপেক্ষা ধর্ম্মসম্পর্কীয় ব্যক্তি অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী হইবে, যথা, যদি তাহার স্বামীর ঔরসজাত কন্যা থাকে, এবং বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করার পর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত কন্যাই উত্তরাধিকারিণী হইবে, শেষোক্ত কন্যা হইবে না।

নবম অধ্যায়।

ভরণপোষণ।

ভরণপোষণ করিবার দুইপ্রকার দায়িত্ব আছে:—(ক) প্রথমতঃ, কতকগুলি ব্যক্তিকে ভরণপোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কোনও পারিবারিক সম্পত্তি যদি না থাকে, তাহা হইলেও স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি হইতেও তাঁহাদিগকে ভরণপোষণ করিতে হইবে। (খ) দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি ব্যক্তিকে ভরণপোষণ করা সম্পত্তির উত্তরাধিকারের উপর নির্ভর করে; অর্থাৎ যদি কেহ পারিবারিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়, তাহা হইলে সে ঐ পরিবারের কতকগুলি ব্যক্তিকে ভরণপোষণ করিতে বাধ্য হয়।

(ক) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ভরণপোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য:—

(১) বৃদ্ধ পিতামাতা। এমন কি, বিধবা মাতা বৃদ্ধা না হইলেও পুত্র তাঁহাকে ভরণপোষণ করিতে বাধ্য, কিন্তু সধবা বিমাতাকে ভরণপোষণ করিতে বাধ্য নহে।

(২) নাবালক ও অক্ষম পুত্র। পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইবার মত হইলে তাহাকে ভরণপোষণ করিতে পিতা বাধ্য নহেন। কিন্তু পুত্র যদি জন্মাবধি অন্ধ, খঞ্জ, বধির, উন্মাদগ্রস্ত ইত্যাদি হয়, তাহা হইলে সে পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয় না, এবং সে সাবালক হইলেও পিতা তাহাকে ভরণপোষণ করিতে বাধ্য।

সন্তান যদি উপপত্নীগর্ভজাত হয় তাহা হইলেও যতদিন ঐ সন্তান নাবালক থাকে, ততদিন তাহাকে ভরণপোষণ করিতে পিতা হিন্দু আইন অনুসারে বাধ্য (৩২ কলিকাতা ৪৭৯)। এতদ্ভিন্ন ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৮৮ ধারা অনুসারেও পিতার ঐরূপ দায়িত্ব আছে।

(৩) অবিবাহিতা কন্যা। কন্যার বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত পিতা তাহার ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। বিবাহের পর ঐ কন্যার স্বামীই তাহাকে ভরণপোষণ করিবে, তাহার পিতা ভরণপোষণ করিতে বাধ্য নহে। এমন কি, কন্যার স্বামী যদি দরিদ্র হয়, তাহা হইলেও সেই কন্যা পিতার নিকট হইতে বা পিতার মৃত্যুর পর পিতার ওয়ারিসগণের নিকট হইতে ভরণপোষণ আদায় করিতে পারিবে না (মোক্ষদা বঃ নন্দলাল, ২৮ কলিকাতা ২৭৮)।

(৪) স্ত্রী। বিবাহের সময় হইতেই স্বামী নিজ স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিতে বাধ্য। স্ত্রী যতদিন অল্পবয়স্কা থাকেন, ততদিন প্রথানুসারে প্রায়ই তিনি পিত্রালয়ে বাস করেন, এবং পিতা তাঁহাকে স্নেহের সহিত প্রতিপালন করেন; কিন্তু তিনি আইনমতে বিবাহের পর কন্যার গ্রাসাচ্ছাদন দিতে বাধ্য নহেন; সুতরাং যদি পিতা অক্ষম হন বা অসম্মত হন, তাহা হইলে পিতৃগৃহেও স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে স্বামী বাধ্য হইবেন; স্বামী বর্ত্তমানে স্বামী ভিন্ন আর কাহারও বিরুদ্ধে স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের দাবী চলিতে পারে না। কিন্তু যদি স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন এবং স্বামীর সম্পত্তি অন্য কেহ দখল করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে স্ত্রীর ঐ দাবী চলিবে।

স্ত্রী স্বামীর সহিত এক সঙ্গে বাস করিতে বাধ্য, এবং স্ত্রী স্বামীর সহিত বাস করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকিলে স্বামী অবশ্য তাঁহার ভরণপোষণ দিতে বাধ্য হইবেন। যদি স্ত্রী আপন ইচ্ছায় বিনা কারণে, কিংবা সংসার করিতে গেলেই যেরূপ কলহ স্ত্রী-পুরুষে সচরাচর হইয়া থাকে সেইরূপ কলহের জন্য স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, তাহা হইলে তিনি পৃথক মাসহারার দাবী করিতে পারেন না। তবে স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি এরূপ নৃশংস ব্যবহার (প্রহার) করেন যে স্ত্রী স্বামীগৃহে থাকিলে তাঁহার অত্যন্ত শারীরিক বিপদের সম্ভাবনা
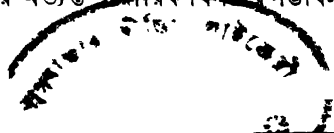
(মাতঙ্গিনী বঃ যোগেন্দ্র, ১৯ কলিকাতা ৮৪ ; দুলার বঃ দ্বারকা, ৩৪ কলিকাতা ৯৭১) অথবা স্ত্রীকে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দেন (যথা, গৃহে উপপত্নী রাখা, ৯ কলিকাতা উইকলি নোটস ৫১০) তাহা হইলে স্ত্রী স্বামী হইতে পৃথক থাকিয়া ভরণপোষণের দাবী করিতে পারেন। স্বামী পুনরায় বিবাহ করিলেও যদি প্রথমা স্ত্রীকে বাটীতে রাখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি স্বামীগৃহ ত্যাগ করিলে পৃথক ভরণপোষণ পাইবেন না (১ মাদ্রাজ ৩৭৫)। স্ত্রী যদি কুচরিত্রা হইয়া স্বামীগৃহ ত্যাগ করেন তাহা হইলে স্বামী তাঁহাকে বাটীতে আনিতে বা তাঁহার ভরণপোষণ দিতে বাধ্য নহেন। স্বামী বিধর্ম্মী হইলে স্ত্রী পৃথক ভরণপোষণ পাইতে পারেন (৫ উইকলি রিপোর্টার ২৩৫)।

উপরোক্ত ব্যক্তিগণকে প্রতিপালন করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য এরূপ গুরুতর যে যদি ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও তাঁহার উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির ঐ সকল সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণকে প্রতি-পালন করিতে বাধ্য হইবেন। অর্থাৎ আনন্দের মৃত্যুর পর যদি আনন্দের পুত্রগণ তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, তাহা হইলে ঐ পুত্রগণ আনন্দের বৃদ্ধ পিতামাতাকে, আনন্দের অবিবাহিত কন্যাগণকে এবং আনন্দের বিধবা পত্নীকে ভরণপোষণ করিতে বাধ্য হইবেন।

(খ) এইবার, পারিবারিক সম্পত্তি থাকিলে যে সকল ব্যক্তিকে ভরণ-পোষণ করা কর্ত্তব্য তাঁহাদের কথা লিখিত হইতেছে। কেহ যদি পারিবারিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হন, তাহা হইলে তিনি পরিবারের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ভরণপোষণ করিতে বাধ্য হইবেন।

শুধু তাহাই নহে ; কেহ যদি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অপর কাহাকেও উইল করিয়া দিয়া যান, তাহা হইলেও উইলমূলে যে ব্যক্তি সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবেন, তিনি উইলকর্ত্তার নিম্নলিখিত সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইবেন। অর্থাৎ আনন্দ যদি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি উইল-

দ্বারা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দিয়া যান, তাহা হইলে সেই ভ্রাতুষ্পুত্র ঐ সম্পত্তি হইতে আনন্দের বৃদ্ধ পিতামাতাকে, নাবালক পুত্রকে, অবিবাহিতা কন্যাকে, বিধবা পত্নীকে, এবং বিধবা পুত্রবধূকে ভরণপোষণ করিতে বাধ্য হইবেন।

(১) মৃত মালিকের বিধবা পত্নী। পুত্র যদি পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হন, তাহা হইলে তিনি মৃত মালিকের বিধবা পত্নীগণকে (অর্থাৎ তাঁহার নিজের মাতা ও বিমাতাকে) ভরণপোষণ করিতে বাধ্য হইবেন। মাতাকে ভরণপোষণ করিতে পুত্র সকল সময়েই (অর্থাৎ পৈতৃক সম্পত্তি না থাকিলেও) বাধ্য; কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি থাকিলেই পুত্র তাহার বিধবা বিমাতাকে ভরণপোষণ করিতে বাধ্য, নচেৎ নহে। যদি মৃত মালিকের দুই পত্নী থাকে, এবং দুই পত্নীর গর্ভেই পুত্র জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে, যতদিন পুত্রগণ এজমালীতে থাকে, ততদিন সমস্ত সম্পত্তি হইতে দুই পত্নীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইবে। কিন্তু যদি পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ হয় তাহা হইলে প্রত্যেক পত্নী তাঁহার নিজ গর্ভজাত পুত্রের নিকট হইতে ভরণপোষণ পাইবেন, সপত্নীপুত্রের নিকট হইতে পাইবেন না।

পৌত্র যদি পিতামহের সম্পত্তি পাইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বিধবা পিতামহীকে ভরণপোষণ করিতে বাধ্য। প্রপিতামহীর সম্বন্ধেও ঐরূপ।

স্বামীর মৃত্যুর পরও স্বামীর বাটীতেই বাস করা বিধবার পক্ষে অনেক সময়েই কর্ত্তব্য। অন্যায় বা অসৎ অভিপ্রায়ে তিনি স্বামীর বাটী পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু তিনি যদি অসতী না হন তাহা হইলে অন্যত্র থাকিলেও ভরণপোষণ পাইবেন। বিধবা ইচ্ছা করিলেই যে অন্যত্র থাকিয়া ভরণপোষণ পাইবেন এমন নহে; পারিবারিক অবস্থা, সংসারের আয় ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া, বিধবা অন্যত্র থাকিলে তাঁহাকে ভরণপোষণ দেওয়া যাইতে পারে কি না তাহা স্থির হইবে। যে স্থলে স্বামী

উইলে লিখিয়া যান যে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার বাটীতে বাস না করিলে ভরণপোষণ পাইবে না, যে স্থলে সেই বিধবা স্বামীর বাটীতে না থাকিলে ভরণপোষণের দাবী করিতে পারেন না।

বিধবা স্ত্রী তাঁহার স্বামীর বাটীতে বাস করিতে স্বত্ববতী। তাঁহার পুত্র যদি পারিবারিক বাটী বিক্রয় করেন, তাহা হইলেও যতদিন ঐ বিধবার থাকিবার উপযুক্ত আর একটী বাটীর যোগাড় না হয় ততদিন খরিদদার বিধবাকে ঐ বাটী হইতে তাড়াইয়া দিতে পারেন না (মঙ্গলা বঃ দীননাথ, ১২ উইকলি রিপোর্টার ৩৫)। কিন্তু যদি পিতার ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য পুত্র ঐ বাটী বিক্রয় করিতে বাধ্য হন বা পিতার ঋণের জন্য ঐ বাটী নিলাম হইয়া যায়, তাহা হইলে বিধবার ঐ স্বত্ব থাকিবে না।

(২) অবিবাহিতা ভগ্নী। পৈতৃক সম্পত্তি হইতে ভ্রাতা তাঁহার অবিবাহিতা ভগ্নীগণকে ভরণপোষণ করিবেন এবং তাহাদের বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন।

(৩) কন্যাগণ। পরিবারের মধ্যে অবিবাহিতা কন্যা থাকিলে তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিতে এবং পারিবারিক সম্পত্তি হইতে তাহাদের বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কিন্তু বিবাহিতা কন্যাগণ বা দরিদ্র বিধবা কন্যাগণ ভরণপোষণ পাইতে স্বত্ববতী হইবে না (২৮ কলিকাতা ২৭৮; ২৩ বোম্বাই ২৯১)।

(৪) পরিবারের কোনও মেম্বর যদি জন্মান্ধ, জন্মবধির, জন্মমূক, উন্মাদগ্রস্ত বা কুষ্ঠগ্রস্ত হওয়ার জন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হন, তাহা হইলে অন্য যে ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন, তিনি ঐ সম্পত্তি হইতে উক্ত অক্ষম মেম্বরকে ও তাঁহার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে, পত্নীকে, নাবালক পুত্রকে ও অবিবাহিতা কন্যাকে ভরণপোষণ করিবেন, এবং ঐ সম্পত্তি হইতে ঐ কন্যার বিবাহ দিবেন।

(৫) পরিবারে যদি কোনও ব্যক্তি দত্তকরূপে গৃহীত হইয়া থাকে

এবং যদি ঐ দত্তকগ্রহণ অসিদ্ধ হয় এবং দত্তকপুত্র তাহার জন্মদাতা পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে না পাবে, তাহা হইলে পারিবারিক সম্পত্তিতে অপর যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইবেন, তিনি ঐ দত্তকপুত্রকে ভরণপোষণ করিবেন; তাহার যদি বিবাহ হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার স্ত্রী ও নাবালক পুত্র প্রভৃতিকেও ভরণপোষণ করিবেন।

(৬) ঘরজামাই। ঘরজামাই তাঁহার শ্বশুরের পরিবারের মেম্বরের মতই গণ্য হইবেন, এবং তাঁহাকে ভরণপোষণ করিতে হইবে। তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। যতদিন তিনি পরিবারের মধ্যে বাস করিবেন, ততদিন তিনি শ্বশুরের সম্পত্তি হইতে ভরণপোষণ পাইবেন, তিনি স্বেচ্ছায় অন্যত্র চলিয়া গেলে আর পৃথক ভরণপোষণ পাইবেন না। তবে অবস্থাবিশেষে তিনি পৃথক ভরণপোষণ পাইতেও পারেন (গোবিন্দ বঃ রাধাবল্লভ, ১২ কলিকাতা ল জার্ণাল ১৭৩)।

(৭) বিধবা পুত্রবধূ। পিতা যখন সাবালক পুত্রকে ভরণপোষণ করিতে বাধ্য নহেন, তখন তিনি তাঁহার পুত্রের বিধবা স্ত্রীকেও প্রতিপালন করিতে বাধ্য নহেন; তবে যদি পিতা পুত্রের সম্পত্তি কোনরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি অবশ্য তাঁহার বিধবা পুত্রবধূকে ভরণ-পোষণ করিতে বাধ্য হইবেন. (ক্ষেত্রমণি বঃ কাশীনাথ, ২ বেঙ্গল ল রিপোর্ট ১৫)। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ শ্বশুরের মৃত্যুর পর সম্পত্তি যাহার হাতে যাইবে, তাহার নিকট হইতেও বিধবা পুত্রবধূ ভরণপোষণ আদায় করিতে পারিবেন। পুত্রের সম্পত্তি না পাইলে শ্বশুর বিধবা পুত্রবধূকে ভরণপোষণ করিতে আইনতঃ বাধ্য নহেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মতঃ ইহা তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য; এবং তাঁহার মৃত্যুর পর যে ব্যক্তিগণ তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে তাঁহারা উক্ত বিধবা পুত্রবধূকেও ভরণপোষণ করিতে বাধ্য হইবেন (কামিনীদাসী বঃ চন্দ্র, ১৭ কলিকাতা ৩৭৩)। বিধবা পুত্রবধূ যদি শ্বশুরের সহিত কোন প্রকার কলহ না করিয়া তাহার

পিতৃগৃহে গিয়া বাস করে তাহা হইলেও সে পৃথক ভরণপোষণ পাইবে; কিন্তু সে যদি তাহার স্বামীত্যক্ত টাকা, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য লইয়া গিয়া শ্বশুরের সংসার পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে গিয়া বাস করে, তাহা হইলে আর সে শ্বশুরের নিকট হইতে (বা শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাঁহার ওয়ারিসগণের নিকট হইতে) পৃথক ভরণপোষণ দাবী করিতে পারিবে না। (সিদ্ধেশ্বরী বঃ জনার্দ্দন, ২৯ কলিকাতা ৫৫৭)।

ভরণপোষণের পরিমাণ।

ভরণপোষণের জন্য মাসহারা স্থির করিতে হইলে পারিবারিক সম্পত্তির আয়ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন, যে ব্যক্তিকে মাসহারা দিতে হইবে তাহার অবস্থা, এবং সম্পত্তি হইতে আরও কতজন ব্যক্তিকে ভরণপোষণ করিতে হইবে, এই সকল বিষয়ও পর্য্যালোচনা করিয়া মাসহারা স্থির করিতে হইবে (১২ এলাহাবাদ ৫৫৮; করুণাময়ী বঃ এডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেল, ৯ কলিকাতা উইকলি নোটস, ৬৫১)। কিন্তু সকল ব্যক্তিই যদি পৃথক মাসহারার টাকা চাহেন, তাহা হইলে সকল সময়ে তাহা দেওয়া সম্ভবপর নহে। সকলে মিলিয়া যদি পরিবারের মধ্যে থাকিয়া প্রতিপালিত হন, তাহা হইলে তাহাতে অনেক অল্প টাকায় ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়; কিন্তু সকলে পৃথক থাকিয়া টাকা লইতে চাহিল, অনেক বেশী খরচ পড়িয়া যায়। সুতরাং সম্পত্তির আয় কম হইলে সকলকে পৃথক মাসহারার টাকা দেওয়া সম্ভবপর নয়। সকলেই পরিবারের মধ্যে একত্রে থাকিয়া প্রতিপালিত হইলেই সুবিধাজনক।

পরিবারের মৃত মেম্বরের বিধবা পত্নীর ভরণপোষণের জন্য মাসহারা স্থির করিতে হইলে অনেকগুলি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। যদিও হিন্দুশাস্ত্রে বিধবাকে গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে খুব সংযত হইয়া থাকিতে

আদেশ করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাকে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী টাকা দিলে চলিবে না। তিনি তাঁহার স্বামীর জীবিতকালে যেরূপ স্বচ্ছন্দে ছিলেন, এখনও যাহাতে তিনি সেইরূপ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন তাঁহাকে তদুপযোগী অর্থ দিতে হইবে (৯ কলিকাতা উইক্লি নোটস ৬৫১)। যাহাতে তিনি অর্থাভাবে কষ্ট পাইয়া অসৎ পথ অবলম্বন না করেন, তাঁহাকে এরূপ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ দেওয়া কর্ত্তব্য (১২ এলাহাবাদ ৫৫৮)। যদি তিনি পূজা, ব্রত, তীর্থভ্রমণ আদি ধর্ম্মকার্য্য করেন, তাহা হইলে তজ্জন্য তাঁহাকে সঙ্গতমত অর্থ দিতে হইবে (প্রমথ বঃ নগেন্দ্রবালা ১২ কলিকাতা উইকলি নোটস ৮০৮)। পক্ষান্তরে, তাঁহার নিজের স্ত্রীধন কিরূপ প্রকারের আছে তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি দ্রব্য হিসাবের মধ্যে ধরা উচিত নহে; কিন্তু তাঁহার স্ত্রীধন হইতে যদি কিছু আয় থাকে (যথা, কোম্পানীর কাগজের সুদ ইত্যাদি) তবে তাহা ধরা উচিত (২ বোম্বাই, ৫৭৮)। স্ত্রীধন হইতে ভরণপোষণের যোগ্য যথেষ্ট আয় থাকিলে তিনি আর ভরণপোষণের জন্য পৃথক টাকার দাবী করিতে পারেন না।

মাসহারার টাকা একবার স্থির হইলেও (এমন কি, ডিক্রীর দ্বারা স্থির হইলেও) পরে তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সম্পত্তির হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাসহারার টাকার হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারিবে (দেবীপ্রসাদ বঃ গুণবতী, ২২ কলিকাতা ৪১০; রত্নমালা বঃ কামাখ্যা, ৩১ কলিকাতা ল জার্নাল ৩৫১, ৮ মাদ্রাজ ৯৪, ২২ মাদ্রাজ ১৭৫, ১৭ বোম্বাই ৪৫)।

ভরণপোষণের দায়িত্ব।

সম্পত্তি হইতে যে সকল ব্যক্তি ভরণপোষণ পাইতে স্বত্ববান, তাঁহাদিগকে ভরণপোষণ করিবার দায়িত্ব সমস্ত উত্তরাধিকারীগণের (স্ত্রীলোকই হউন, বা পুরুষই হউন) উপর পড়িবে। এমন কি, যদি উত্তরাধি-

কারীর অভাবে ঐ সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে অর্শায়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টেরও নিকট হইতে ঐ সকল ব্যক্তি ভরণপোষণ পাইতে স্বত্ববান হইবেন (১ কলিকাতা ৩৯১)।

কোন উত্তরাধিকারী যদি ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করেন, এবং ঐ সম্পত্তির উপর এতগুলি ব্যক্তির ভরণপোষণের দাবী আছে, তাহা যদি খরিদদার তদন্ত করিয়াও না জানিয়া সরল বিশ্বাসে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করেন তাহা হইলে খরিদদারের বিরুদ্ধে ঐ সকল ব্যক্তির আর ভরণপোষণের দাবী চলিবে না (২০ উইকলি রিপোর্টার ১২৬)। তবে যদি কেহ বিক্রয়ের পূর্ব্বেই ভরণপোষণের জন্য নালিশ করিয়া ঐ সম্পত্তির উপর দায় সৃষ্টি করিয়া এক ডিক্রী প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে খরিদ্দার সরল বিশ্বাসে খরিদ করিলেও ঐ ডিক্রী দ্বারা বাধ্য থাকিবেন (৯ কলি-কাতা ৫৩৫)।

কেহ যদি দানপত্রমূলে বা উইলমূলে (অর্থাৎ বিনামূল্যে) কোনও সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ঐ সম্পত্তি হইতে যে সকল ব্যক্তির ভরণপোষণ পাইবার স্বত্ব আছে, তাহাদিগকে তিনি ভরণপোষণ করিতে বাধ্য হইবেন।

দশম অধ্যায়।

ধর্ম্মার্থে সম্পত্তি দান

ধর্ম্মকার্য্যে বা দাতব্য কার্য্যে সম্পত্তি দান করিতে পারা যায়। কোন বিগ্রহস্থাপনার জন্য, বা বিগ্রহসেবার জন্য, বা কোনও অতিথিশালা, মঠ, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপনের জন্য সকলেই সম্পত্তি দান করিয়া যাইতে পারেন।

এইরূপ দান দুইপ্রকারের হইতে পারে :—(ক) পারিবারিক, অর্থাৎ যাহাতে কেবলমাত্র ঐ পরিবারের মেম্বরগণ উপকৃত হন, যথা গৃহদেবতার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে বা গৃহদেবতার পূজার জন্য কোন সম্পত্তি দান, (খ) সাধারণের উপকারার্থে দান, যথা সাধারণের জন্য কোনও মন্দির, মঠ, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপনকল্পে কোনও সম্পত্তি দান। এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কোনও পারিবারিক হিতার্থে কোনও সম্পত্তি দান করিলে পরিবারের মেম্বরগণ যদি যথেচ্ছরূপে নিজেদের জন্য উহার উপস্বত্ব ব্যয় করেন, তাহা হইলে জনসাধারণে তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবে না। কোনও পারিবারিক বিগ্রহের জন্য যদি কোন সম্পত্তি দান করা যায়, তাহা হইলে পরিবারের মেম্বরগণ একত্র মিলিয়া ঐ সম্পত্তি অন্য কোন কার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন (কনোয়ার বঃ রাম, ২ কলিকাতা ৩৫১ প্রিভিকৌন্সিল); অথবা ঐ মেম্বরগণ মিলিয়া যাহাতে নিয়মিতরূপে ঠাকুরসেবা হয় এই উদ্দেশ্যে ঐ গৃহদেবতাটী অন্য কোনও পরিবারকে দান করিতে পারেন (ক্ষেত্র বঃ হরিদাস, ১৭ কলিকাতা ৫৫৭)। কিন্তু ঐ বিগ্রহ যদি সাধারণের সম্পত্তি হইত তাহা হইলে এইরূপ হস্তান্তর করা কোনমতেই চলিত না।

ধর্ম্মার্থে সম্পত্তি দান করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিধানগুলি পালন করিতে হইবে :—

(১) যিনি সম্পত্তি দান করিতেছেন, তিনি ঐ সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে এবং চিরকালের জন্য দান করিয়া দিবেন, তিনি ঐ সম্পত্তির কোনও অংশ অথবা উহার উপস্বত্ব আর নিজে ভোগ করিতে পারিবেন না।

(২) দ্বিতীয়তঃ, সম্পত্তিটী প্রকৃতপক্ষে এবং স্পষ্ট ভাষায় দান করিতে হইবে ; শুধু যদি একটী মন্দিরের নামে কোনও সম্পত্তি খরিদ করা হয়, এবং দেখা যায় যে, খরিদদার সম্পত্তির উপস্বত্ব নিজেই ভোগ করিতেছেন, তাহা হইলে উহা মন্দিরের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা যাইবে না। ঐ সম্পত্তিটী প্রকৃতপক্ষে মন্দিরকে দান করিতে হইবে, এবং দাতা উহার কোনও উপস্বত্ব গ্রহণ করিবেন না ; তবেই উহা মন্দিরের সম্পত্তি হইবে। নচেৎ উহা দানকর্ত্তার নিজ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তাঁহার দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া যাইতে পারিবে (ব্রজসুন্দরী বঃ লছমী, ২০ উইকলি রিপোর্টার ৯৫)। সেইজন্য, কোনও লিখিত অর্পণনামা থাকিলে দান সম্বন্ধে উত্তম প্রমাণ হয়।

(৩) কোনও নির্দ্দিষ্ট বস্তুর উদ্দেশ্যে সম্পত্তি দান করা প্রয়োজন। "আমি এই সম্পত্তি ধর্ম্মকার্য্যে দান করিয়া গেলাম" এইরূপে দান করিলে চলিবে না, কারণ "ধর্ম্মকার্য্য" বলিলে তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট অর্থ হয় না (২৩ বোম্বাই ৭২৫ প্রিভিকৌন্সিল) ; সেইরূপ, "আমি এই সম্পত্তি ভগবানের সেবার জন্য দান করিলাম" এইরূপভাবে দান করিয়া দিলেও তাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বুঝায় না (চণ্ডীচরণ বঃ হরিবোলা, ৪৬ কলিকাতা ৯৫১) ; কোন্ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ঐ সম্পত্তির ব্যয় হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা চাই। যাহাকে সম্পত্তি দান করা হইতেছে তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট মন্দিরের দেবতা, বা নির্দ্দিষ্ট অতিথিশালা বা মঠ বা বিদ্যালয় বা চিকিৎসালয় ইত্যাদি হওয়া চাই ; অথবা কোন নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার

জন্য বা নূতন বিদ্যালয়, অতিথিশালা ইত্যাদি স্থাপনের জন্যও দান করা যাইতে পারে। এমন কি, যদি এইরূপ লেখা থাকে যে, সম্পত্তি হইতে কাঙ্গালীভোজন, ব্রাহ্মণভোজন, প্রতিবৎসর দুর্গাপূজা সম্পন্ন হইবে, তাহা হইলেও ঐ দান সিদ্ধ হইবে।

কোনও মনুষ্যকে কোনও সম্পত্তি দান করিতে হইলে এই নিয়ম যে ঐ মনুষ্য বর্ত্তমান থাকা চাই ; অর্থাৎ যে ব্যক্তি জন্মায় নাই তাহাকে কোনও সম্পত্তি দান করা যায় না। কিন্তু ধর্ম্মার্থে সম্পত্তি দান সম্বন্ধে ঐ নিয়ম প্রয়োজ্য হয় না। কেহ কোনও মন্দির বা বিদ্যালয় বা চিকিৎসালয়ে সম্পত্তি দান করিতে ইচ্ছা করিলে কোন বর্ত্তমান মন্দির বা বিদ্যালয় বা চিকিৎসালয়ে দান করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। তিনি এরূপ মর্ম্মে দান করিতে পারেন যে, তাঁহার সম্পত্তি হইতে ভবিষ্যতে কোনও মন্দির বা বিগ্রহ স্থাপনা হইবে এবং ঐ সম্পত্তির আয় হইতে উহার পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। (ভগবতীনাথ স্মৃতিতীর্থ বং রামলাল, ৩৭ কলিকাতা ১২৮ ফলবেঞ্চ)।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে দানকর্ত্তা যে সম্পত্তি দান করিবেন তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে দান করিয়া দিবেন, ঐ সম্পত্তির কোনও অংশে তাঁহার কোনও স্বত্ব থাকিবে না। তবে তিনি বা তাঁহার পরিবারের মেম্বরগণ বংশানুক্রমে সেবাইত হইতে পারিবেন, এবং সেবাইত স্বরূপ ঐ সম্পত্তি হইতে কিছু কিছু (এমন কি অর্দ্ধেক) উপস্বত্ব ভরণপোষণ বাবদ পাইতে পারেন (যদুনাথ বং সীতারামজী, ৩৯ এলাহাবাদ ৫৫৩ প্রিভি-কৌন্সিল)। কিন্তু তাহা বলিয়া ঐ সেবাইত উক্ত সম্পত্তির মালিক বলিয়া গণ্য হইবেন না ; ঐ মন্দিরের দেবতা, বা বিদ্যালয় বা অতিথিশালা বা মঠ ইত্যাদিই ঐ সম্পত্তির মালিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং সেবাইতের নিজের যদি কোনও দেনা থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য এই সম্পত্তি দায়ী হইবে না। কিন্তু কেহ যদি এই মর্ম্মে কোন মন্দিরে

সম্পত্তি দান করিয়া যান যে, তাঁহার বংশীয় ব্যক্তিগণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সেবাইত হইবে, এবং সম্পত্তির উপস্বত্বের সামান্য অংশ ঠাকুরসেবায় ব্যয় হইয়া বাকী অধিকাংশই সেবাইতের ভরণপোষণনির্ব্বাহের জন্য ব্যয় করা যাইবে, তাহা হইলে আদালত অনুমান করিবেন যে, ঐ ধর্ম্মার্থে সম্পত্তি দান একটা উপলক্ষ মাত্র ; ঐ সম্পত্তি যাহাতে হস্তান্তরিত না হয় এবং পাওনাদারগণ যাহাতে দেনার জন্য উহা ক্রোক করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যেই ঐরূপ দান করা হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ সম্পত্তি মন্দিরের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে না, দাতার নিজের সম্পত্তি বলিয়াই গণ্য হইবে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ওয়ারিশে সাধারণ নিয়মানুসারে বর্ত্তিবে, এবং দেনার জন্য ক্রোক নিলামও হইতে পারিবে ; এবং সেই সঙ্গে ঠাকুরসেবার জন্য দাতা যে অংশ ব্যয় করিতে বলিয়াছেন তাহাও উক্ত কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে (প্রমথ বঃ রাধিকা, ১৪ বেঙ্গল ল রিপোর্ট ১৭৫)।

উত্তরাধিকার।

ধর্ম্মার্থে প্রদত্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। যিনি সম্পত্তি দান করিয়া যান, তিনি নিজে নিয়ম করিয়া যাইতে পারেন যে, কাহারা ঐ সম্পত্তিতে পর পর সেবাইত হইবেন। অনেক স্থলে একজন সেবাইত, তাঁহার পরে কে সেবাইত হইবেন তাহা আদেশ করিয়া যান। অনেক স্থলে প্রথানুসারে সেবাইত নিযুক্ত হইয়া থাকে (২২ কলিকাতা ৮৪৩)। যথা, তারকেশ্বরে এইরূপ প্রথা আছে যে, একজন মোহন্তের পর তাঁহার শিষ্য পরবর্ত্তী মোহন্ত হইবেন। যেস্থলে উক্তরূপ প্রথা বা আদেশ না থাকে, সেস্থলে স্থাবর সম্পত্তিতে যে যে ব্যক্তিগণ পর পর উত্তরাধিকারী হন, সেই সেই ব্যক্তিগণ পর পর সেবাইত হইবেন (৮ কলিকাতা ল জার্ণাল ৬৭০)।

সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা।

ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে সেবাইতের বা ট্রাষ্টীর ক্ষমতা ঠিক নাবালকের সম্পত্তি সম্বন্ধে ম্যানেজারের ক্ষমতার ন্যায়। তিনি কেবলমাত্র আইন-সঙ্গত আবশ্যকতার জন্য ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিবেন; যথা, মন্দিরের দেবসেবা বজায় রাখিবার জন্য, মন্দিরে মাঝে মাঝে যে সকল উৎসব হয় সেই সকল উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য, মন্দির ভগ্ন হইলে তাহার মেরামতের জন্য, ঐ সম্পত্তি রক্ষার জন্য, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিবার জন্য, ঐ সম্পত্তি রক্ষার্থে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য, সেবাইত ঐ সম্পত্তি বন্ধক দিতে বা একাংশ হস্তান্তর করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

নাবালকের সম্পত্তি খরিদ করিবার সময়ে খরিদদারের যেরূপ তদন্ত করা আবশ্যক (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য), সেবাইত বা ট্রাষ্টীর নিকট হইতে সম্পত্তি খরিদ করিবার সময়েও তাঁহার সেইরূপ তদন্ত করা কর্ত্তব্য (হনুমান প্রসাদ বঃ বাবুই, ৬ মূর্স্ ইণ্ডিয়ান আপীল্স্ ৩৯৩)।

সেবাইত যদি কোনও সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন, কিংবা নষ্ট করেন, কিংবা ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দূরীভূত করিবার জন্য দুইজন সাধারণ ব্যক্তি মিলিয়া এডভোকেট জেনারেলের (কলিকাতায়) বা কালেক্টরের (মফঃস্বলে) সম্মতি লইয়া নালিস করিতে পারেন (দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন, ৯২ ধারা)।

অন্যান্য কথা।

ধর্ম্মার্থে সম্পত্তি দান করিলে তজ্জন্য কোনও দলিলের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু দলিল থাকিলে উত্তম প্রমাণ হয়, কারণ তাহা হইলে দান-কর্ত্তার মহাজনগণ তাঁহার দেনার জন্য ঐ সম্পত্তি ক্রোক নিলাম করিতে

পারেন না। অর্পণনামা সম্পাদন করিতে হইলে তাহাতে ষ্ট্যাম্প দিতে (সম্পত্তির মূল্য ধরিয়া তাহার উপর শতকরা ৸০ হিসাবে ষ্ট্যাম্প লাগে) এবং রেজিষ্টারী করিতে হইবে। দানকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে উইল দ্বারাও ধর্ম্মার্থে সম্পত্তি দান করিয়া যাইতে পারেন।

যাত্রীগণ মন্দিরে যে সকল দ্রব্য দান করে তন্মধ্যে যেগুলি ক্ষয়শীল পদার্থ (যথা, ফল, ফুল, চাউল ইত্যাদি) তাহা সেবাইতেরই ভোগ্য হয়; যে দ্রব্যগুলি ক্ষয়শীল নহে (যথা ধাতুদ্রব্য, অলঙ্কার) এরূপ দ্রব্য কেহ মন্দিরে দান করিলে তাহা মন্দিরের ঠাকুরের সম্পত্তি হইবে, সেবাইত তাহা নিজের জন্য লইতে পারিবেন না।

অনেকগুলি সেবাইত থাকিলে তাঁহারা স্মবিধার জন্য পালাক্রমে তাঁহাদের কার্য্য বিভাগ করিয়া লন। অনেক স্থলে (যথা, কালীঘাটের মন্দিরে) প্রথানুসারে এই পালা হস্তান্তর (যথা বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা) করিতে পারা যায় (মহামায়া দেবী বঃ হরিদাস হালদার, ৪২ কলিকাতা ৪৫৫)।

যে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য দানকর্ত্তা সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তাহা যদি সম্পন্ন করা অসম্ভব হইয়া উঠে, তাহা হইলে ঠিক সেই প্রকারের অন্য কোনও কার্য্যে ঐ সম্পত্তি ব্যয়িত হইবে। যদি কেহ কোনও নির্দ্দিষ্ট মন্দিরের ঠাকুরের সেবার জন্য সম্পত্তি দান করিয়া যান, এবং যদি সেই মন্দির পড়িয়া গিয়া ঐ ঠাকুর ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নূতন ঠাকুর স্থাপনা করিয়া তাঁহার সেবায় ঐ সম্পত্তি ব্যয়িত হইবে (বিজয়চাঁদ বঃ কালীপদ, ৪১ কলিকাতা ৫৭)। যদি কেহ তাঁহার গ্রামের স্কুলের উন্নতি বিধানের জন্য সম্পত্তি দিয়া যান, এবং যদি ঐ স্কুল উঠিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ গ্রামে যদি কোনও পাঠশালা থাকে বা নিকটবর্ত্তী গ্রামে কোনও স্কুল থাকে, সেই পাঠশালা

বা স্কুলের জন্য ঐ সম্পত্তি ব্যয়িত হইবে, অথবা ঐ সম্পত্তি হইতে নূতন স্কুল বা পাঠশালা স্থাপিত হইবে। ইহার কারণ এই যে, ধর্ম্মার্থে বা দাতব্য কার্য্যে সম্পত্তি দান করিলে তাহা কোন মতেই প্রত্যাহার করা যায় না; ঐ সম্পত্তি যে কোনও ধর্ম্মকার্য্যে বা দাতব্য কার্য্যে বা সাধারণের উপকারজনক কার্য্যে ব্যয় করিতেই হইবে।

পরিশিষ্ট।

মিতাক্ষরা।

এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিত হইয়াছে যে বঙ্গদেশে দায়ভাগের নিয়মই প্রচলিত। কিন্তু এই প্রদেশে এমন বহুব্যক্তি বাস করেন যাঁহারা পূর্ব্বে বিহার বা পশ্চিমবাসী ছিলেন, এখন বঙ্গদেশে বহুপুরুষাবধি বাস করিয়া বাঙ্গালীভাবাপন্ন, এমন কি বাঙ্গালীরই মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বতন রীতিনীতি পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা এখনও মিতাক্ষরা কর্ত্তৃক অনুশাসিত। তাঁহাদের অবগতির জন্য মিতাক্ষরার বিধিগুলি এই পরিশিষ্টে লিখিত হইল।

দত্তকগ্রহণ, বিবাহ, নাবালক ও অভিভাবক, উইল, স্ত্রীলোকের স্বত্ব, ভরণপোষণ ও ধর্ম্মার্থে সম্পত্তি দান—এই কয়টী বিষয়ে মিতাক্ষরা ও দায় ভাগে কোন প্রভেদ নাই। কেবল এজমালী সম্পত্তি, বিভাগ, ঋণ পরিশোধ, উত্তরাধিকার, সম্পত্তি হস্তান্তর, স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার, এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে মিতাক্ষরার বিধানগুলি দায়ভাগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই গুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

এজমালী সম্পত্তি।

কোন ব্যক্তি এবং তাঁহার নিম্নতন তিন পুরুষ একত্রে এজমালী রূপে সম্পত্তির অধিকারী হন। দায়ভাগ অনুসারে যেমন পিতা জীবিত থাকিতে পুত্রের কোন অধিকারই নাই, মিতাক্ষরার নিয়ম সেরূপ নহে; মিতাক্ষরা অনুসারে, কোন ব্যক্তি তাহার পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র সহ

একসঙ্গে সম্পত্তি ভোগ দখল করিয়া থাকেন। মিতাক্ষরার মূল সূত্র এই :—"ভূর্যা পিতামহোপাত্তা নিবন্ধো দ্রব্যমেব বা। তত্র স্যাৎ সদৃশং স্বাম্যং পিতুঃ পুত্রস্য চোভয়োঃ।" অর্থাৎ যে স্থাবর সম্পত্তি বা অস্থাবর দ্রব্য পিতামহ কর্তৃক অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহাতে পিতা এবং পুত্র উভয়ের তুল্যরূপ অধিকার হইবে।

এজমালী সম্পত্তিতে কাহারও কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ নাই। এজমালী পরিবারের মেম্বরগণের জন্ম ও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগতই সকলের অংশের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে সময়ে বিভাগ হয়, সেই সময়কার অবস্থা দেখিয়া অংশ নির্ণয় করিতে হইবে। কেবল এইটুকু বলা যাইতে পারে যে পিতা এবং তাহার পুত্রগণ তুল্যাংশে অধিকারী হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা বিষয়টী বুঝিতে পারা যাইবে :—

আনন্দ

বলরাম চন্দ্র দীনেশ

আনন্দ এবং তাঁহার তিন পুত্র বলরাম, চন্দ্র ও দীনেশ আছে, আর কেহ নাই; এরূপ ক্ষেত্রে বিভাগ হইবার সময়ে সম্পত্তি চারিভাগে বিভক্ত হইবে, এবং প্রত্যেকে একচতুর্থাংশ পাইবেন। যদি চন্দ্রের মৃত্যু হয়, এবং তাহার পর সম্পত্তির বিভাগ হয়, তাহা হইলে আনন্দ, বলরাম ও দীনেশ প্রত্যেকে এক তৃতীয়াংশ পাইবে। যদি আনন্দের আর একটী পুত্র ঈশান জন্মগ্রহণ করে, এবং পরে সম্পত্তির বিভাগ হয়, তাহা হইলে আনন্দ এবং তাঁহার চারি পুত্র, এই পাঁচজনের প্রত্যেকেই এক পঞ্চমাংশ পাইবেন।

পৌত্র প্রপৌত্রাদি থাকিলে বিষয়টী আরও জটিল হয় তাহা নিম্ন উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতেছে :—
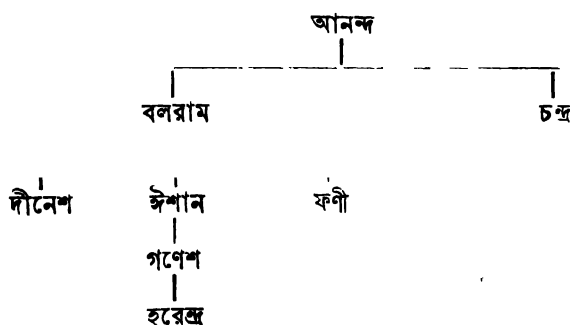
যদি শুধু আনন্দ, বলরাম এবং চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে বিভাগের সময়ে তিনজনের প্রত্যেকে এক তৃতীয়াংশ পাইবে। যদি চন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করে, এবং শুধু আনন্দ ও বলরাম থাকে, আর কেহ না থাকে, তাহা হইলে বিভাগের সময়ে আনন্দ অর্দ্ধাংশ এবং বলরাম অর্দ্ধাংশ পাইবে। যদি আনন্দ, চন্দ্র, দীনেশ, ঈশান ও ফণী থাকে এবং বলরামের মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিভাগের সময়ে আনন্দ ১/৩ অংশ, চন্দ্র ১/৩ অংশ পাইবে এবং দীনেশ, ঈশান ও ফণী এই তিনজন তাহাদের পিতার ১/৩ অংশ তুল্যরূপে পাইবে, অর্থাৎ প্রত্যেকে ১/৯ অংশ পাইবে। যদি বিভাগের পূর্ব্বে ঈশানের মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে দীনেশ ১/৬, এবং ফণী ১/৬ অংশ পাইবে। যদি আনন্দের জীবিতকালে বলরাম, ঈশান এবং গণেশ মরিয়া গিয়া থাকে, এবং আনন্দ, চন্দ্র, দীনেশ, ফণী এবং হরেন্দ্র থাকে, তাহা হইলে হরেন্দ্র কিছুই পাইবে না, কারণ আনন্দ এবং তাহার নিম্নতন তিনপুরুষ (প্রপৌত্র) পর্য্যন্ত এজমালী পরিবারের সম্পত্তির অংশী হইবে, হরেন্দ্র আনন্দের বৃদ্ধ প্রপৌত্র, সুতরাং আনন্দের জীবিতকালে সে এজমালী সম্পত্তিতে

অধিকারী হইবে না; আনন্দ এক তৃতীয়াংশ, চন্দ্র এক তৃতীয়াংশ, দীনেশ এক-ষষ্ঠাংশ, এবং ফণী এক ষষ্ঠাংশ পাইবে।

উপরিলিখিত উদাহরণগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে দায়ভাগ অনুসারে যেমন সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুতে তাঁহার পুত্রগণ "উত্তরাধিকারী" হইয়া থাকে, মিতাক্ষরা আইনমতে পৈতৃকসম্পত্তি সম্বন্ধে সেরূপ উত্তরাধিকারেব (inheritance) নিয়ম নাই; একজনের মৃত্যুতে তাহার সম্পত্তি কোন উত্তরাধিকারে অর্শায় না, তাহার অংশটী অপর জীবিত ব্যক্তিগণের অংশের মধ্যে চলিয়া যায়। যথা, আনন্দ এবং তাহার পুত্র বলরাম ও চন্দ্র থাকিলে, সম্পত্তিতে তিনজনের প্রত্যেকের এক তৃতীয়াংশ থাকে; তাহার পর আনন্দের মৃত্যু হইলে, বলরাম ও চন্দ্র প্রত্যেকে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাইবে; কিন্তু এস্থলে এইরূপ বলা যাইবে না যে আনন্দের মৃত্যুতে বলরাম এবং চন্দ্র তাঁহার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইলেন; এস্থলে বলা হইবে যে আনন্দের মৃত্যুতে তাহার অংশটী তাহার দুই পুত্রের মধ্যে চলিয়া গেল।

মিতাক্ষরা মতে পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত এই দুই প্রকার সম্পত্তি হয়; এবং এই দুই প্রকার সম্পত্তিতে বিশেষ প্রভেদ আছে। উপরে যে নিয়ম গুলি উদাহরণ দ্বারা বুঝান গেল, তাহা পৈতৃক সম্পত্তি সম্বন্ধে, স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি সম্বন্ধে নহে। অর্থাৎ উপরোক্ত উদাহরণ গুলিতে যে সম্পত্তির কথা লেখা হইয়াছে, তাহা যদি আনন্দের পৈতৃক সম্পত্তি হয় তাহা হইলে আনন্দ এবং তাহার পুত্রগণ একত্রে ভোগ ও অধিকার করিবে; কিন্তু যদি আনন্দের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি হয়, তাহা লইলে আনন্দই শুধু ঐ সম্পত্তির মালিক হইবে, এবং তাহার জীবিতকালে বলরাম বা চন্দ্র প্রভৃতি পুত্রগণ কোন অংশেরই দাবী করিতে পারিবে না।

দুইভ্রাতা যদি একত্রে মাতামহের সম্পত্তি পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে কতকটা পৈতৃক সম্পত্তির এবং কতকটা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির

নিয়ম খাটিবে। ঐ সম্পত্তি দুই ভ্রাতাই একত্রে ভোগ করিবে, কিন্তু তাহাদের পুত্রগণ পিতার জীবিতকালে কোন দাবী করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, যদি দুই ভ্রাতার মধ্যে একজনের অপুত্রক অবস্থায় স্ত্রী রাখিয়া মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ঐ মৃত ভ্রাতার সম্পত্তি তাহার বিধবা স্ত্রী পাইবে না, জীবিত ভ্রাতাই পাইবে (২৩ মাদ্রাজ. ৩৭৮ প্রিভি কৌন্সিল)।

যিনি সম্পত্তি অর্জ্জন করেন, তাঁহার হস্তে যতদিন সম্পত্তি থাকে, ততদিন উহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়, এবং তাঁহার জীবিত কালে পুত্রগণ কোন অংশের দাবী করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের হস্তে যখন সম্পত্তি পড়িবে, তখন তাহা তাহাদের পক্ষে পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তখন হইতে পৈতৃক সম্পত্তির নিয়মগুলি প্রযোজ্য হইবে (রাজ মোহন বঃ গৌর মোহন ৮ মূরস্ ইণ্ডিয়ান আপীলস্ ৯১)।

এজমালি সম্পত্তির অংশীগণ সকলেই সম্পত্তি বিভাগের জন্য দাবী ও নালিস করিতে পারেন। পুত্র তাহার পিতার বিরুদ্ধে বা পিতৃব্যের বিরুদ্ধে নালিস করিতে পারে ; কিন্তু তাহার পিতা ও পিতৃব্য যৌথরূপে থাকিতে ইচ্ছা করিলে সে শুধু পিতা হইতে পৃথক হইতে পারে, পিতাকে ও পিতৃব্যকে পৃথক হইতে বাধ্য করিতে পারে না। সে তাহার পিতা জীবিত থাকা কালে পিতামহের বিরুদ্ধে বিভাগের দাবী করিতে পারে না।

এজমালী পরিবারের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ তিনই (যথা পিতা, বা পিতৃব্য বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) কর্ত্তাস্বরূপ এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতা খুব অধিক। এজমালী পরিবারের উপকারার্থে তিনি সম্পত্তির আয় হইতে নিজের বিবেচনামত ব্যয় করিতে পারেন, এমন কি সমুদয় আয়ের টাকা ব্যয় করিতে পারেন, তাহাতে কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না।

ঋণপরিশোধ।

কোন ব্যক্তি ঋণ করিয়া মরিয়া গেলে পর তাহার পুত্র বা পৌত্র মৃতব্যক্তির সম্পত্তি হইতে ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। তবে যদি মৃত ব্যক্তি মদ্যপান, বারাঙ্গনা-গমন, জুয়াখেলা প্রভৃতি অসৎকার্য্যের জন্য ব্যয় করিয়া ঋণ করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা পরিশোধ করিতে পুত্র বা পৌত্র বাধ্য নহে।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জীবিতকালেই তৎকৃত ঋণের টাকা আদায়ের জন্য পাওনাদার নালিস করিতে পারেন, এবং এই নালিসে ঐ ব্যক্তির পুত্র বা পৌত্রগণকে পক্ষভুক্ত না করিলেও চলে। তাহাদিগকে পক্ষভুক্ত না করিলেও তাহারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তির দ্বারা বাধ্য থাকিবে। (মদনঠাকুর বঃ কান্তলাল, ২২ উইকলি রিপোর্টার ৫৬ প্রিভিকৌন্সিল)।

পুত্র এবং পৌত্র ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি সম্পত্তির ওয়ারিস হইলে সে মৃতব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য; এমন কি, ঐ ঋণ যদি অসৎব্যয়ের জন্য কৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সে তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবে।

সম্পত্তি হস্তান্তর।

কোন ব্যক্তি তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি (স্থাবর হউক বা অস্থাবর হউক) আপন ইচ্ছামত হস্তান্তর করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার পুত্র পৌত্রাদির কোন অধিকার নাই, এবং তাহারা হস্তান্তরে কোন আপত্তি করিতে পারে না (বলবন্ত বঃ রাণী কিশোরী, ২০ এলাহাবাদ ৬৭ প্রিঃ কোঃ)। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ সম্পত্তি তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে অসমানভাবে বিভাগ করিয়া দিয়া যাইতে পারেন।

কোন ব্যক্তি তাঁহার পৈতৃক অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন না, তবে ঐ সম্পত্তি হইতে সামান্য কিছু অংশ তাঁহার কোন স্নেহের পাত্রকে দান করিতে পারেন ; যথা পুত্রবধূকে সামান্য কিছু অলঙ্কার বা অন্য অস্থাবর দ্রব্য দান (২৪ বোম্বাই ৬৪৭) বা স্থাবর সম্পত্তির আয় হইতে কন্যাকে কিছু অর্থ দান (৩১ বোম্বাই ৩৭৩)।

পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি কেহ হস্তান্তর করিতে পারেন না, কারণ তাহাতে পুত্রগণের অংশ আছে। তবে নিম্নলিখিত স্থলে হস্তান্তর সিদ্ধ হয়, যথা :—

(১) পুত্রগণের সম্মতি লইয়া পিতা পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয়াদি করিতে পারেন। পুত্রগণ হস্তান্তরের পরে সম্মতি দিলেও চলে।

(২) কেহ তাহার কোন পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন। (৭ কলিঃ ল রিপোর্টস, ২৯৪)

(৩) আইনসঙ্গত আবশ্যকতা থাকিলে পিতা পুত্রগণের সম্মতি না লইয়াও পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বা বন্ধক দিতে পারেন। কন্যাগণের বিবাহ, পরিবারের মেম্বরগণের ভরণপোষণ, পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দান, বাৎসরিক পূজা পার্ব্বণাদির ব্যয়, উপনয়ন শ্রাদ্ধাদির জন্য ব্যয়, মামলা মোকদ্দমা পরিচালন প্রভৃতি কার্য্যকে আইনসঙ্গত আবশ্যকতা বলে।

(৪) স্বীয় ঋণ পরিশোধের জন্য পিতা সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে, এবং পুত্রগণ তাহাতে আপত্তি করিতে পারে না। তবে ঐ ঋণ যেন অসৎ ব্যয়ের জন্য না হয়। (গিরিধারী বঃ কান্তলাল, ২২ উইকলি রিপোর্টার ৫৬ প্রিঃ কৌঃ)

(৫) গৃহদেবতার নিত্যসেবার জন্য স্থাবর সম্পত্তির কিয়দংশ হস্তান্তর করিতে পারা যায় (৮ এলাহাবাদ ৭৬)।

সম্পত্তিবিভাগ হইবার পূর্ব্বে কোন মেম্বর তাঁহার অবিভক্ত অংশ

হস্তান্তর করিতে পারেন না। যদি কেহ করেন, তাহা হইলে অপর কোন মেম্বর নালিস করিলে ঐ হস্তান্তর অসিদ্ধ সাব্যস্ত হইবে। (সদাবর্ত্ত বঃ ফুলবাস, ২২ উইকৃলি রিপোর্টার ১ ফুলবেঞ্চ)। তবে কোন মেম্বরের বিরুদ্ধে টাকার ডিক্রীর বলে তাঁহার অবিভক্ত অংশ ক্রোক ও নিলাম করাইতে পারা যায় (দীনদয়াল বঃ জগদীপ, ৩ কলিকাতা ১৯৮ প্রিঃ কৌঃ)।

দান সম্বন্ধে যে নিয়মগুলি পূর্ব্বে (৬৮—৭১ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে, তাহা মিতাক্ষরা সম্বন্ধেও খাটিবে।

বিভাগ।

বিভাগের সময় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অংশ পাইয়া থাকেন :—

(১) পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে দায়ভাগে যেমন পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের কোন অধিকাব নাই, মিতাক্ষরার নিয়ম সেরূপ নহে। মিতাক্ষরায় পিতা ও পুত্রগণ একত্রে সম্পত্তি ভোগ দখল করিয়া থাকে এবং পুত্রগণ পিতার তুল্যাংশ প্রাপ্ত হয়।

(২) স্ত্রী। পিতা এবং পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ হইলে, পিতার স্ত্রীগণ তাহাদের স্বামীর তুল্যাংশ পাইবে। যথা, আনন্দ, তাহার দুই স্ত্রী, এবং পাঁচ পুত্র (এক স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র এবং অপর স্ত্রীর গর্ভে ৪ পুত্র) এই কয়জন মধ্যে বিভাগ হইতেছে। এস্থলে প্রত্যেক স্ত্রী এক-অষ্টমাংশ পাইবে (দুলারি বঃ দ্বারকানাথ, ৩২ কলিঃ ২৩৪)। তবে ইহা জানা আবশ্যক যে স্ত্রীগণ যে অংশ পাইতেছেন, তাহা শুধু ভরণ-পোষণ স্বরূপ ; ইহাতে তাহাদের জীবনস্বত্ব মাত্র হইবে (সুন্দর বঃ মনোহর, ১০ কলিঃ ল রিপোর্টস, ৭৯)। স্ত্রী সম্পত্তির বিভাগের জন্য দাবী করিতে পারে না।

(৩) মাতা, বিমাতা। পুত্রগণের মধ্যে বিভাগের সময়ে মাতা তাঁহার পুত্রগণের সমান অংশ পাইবেন; বিমাতাও তাঁহার সপত্নীপুত্রের সমান অংশ পাইবেন। কোন ব্যক্তি দুই স্ত্রী এবং চারি পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন—এক স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র, এবং অপর স্ত্রীর গর্ভে তিন পুত্র; এস্থলে বিভাগের সময়ে প্রত্যেক পুত্র এবং তাহাদের মাতা ও বিমাতা তুল্যাংশে পাইবে; অর্থাৎ প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ পাইবে (দামোদর বঃ সেনাবতী, ৮ কলিঃ ৫৩৭)। এক ব্যক্তি তিন স্ত্রী এবং প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভে একটী করিয়া পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন; এস্থলে বিভাগের সময়ে প্রত্যেক স্ত্রী এবং প্রত্যেক পুত্র এক-ষষ্ঠাংশ পাইবে।

(৪) পিতামহী। যদি পিতামহী এবং পৌত্রগণের মধ্যে বিভাগ হয়, এবং মধ্যে পুত্র না থাকে, তাহা হইলে পিতামহী এবং পৌত্রগণ তুল্যাংশে পাইবে।

(৫) কন্যা। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ হইবার সময়ে অবিবাহিতা কন্যা পুত্রের অংশের এক-চতুর্থাংশ পাইয়া থাকে। যথা, যদি এক অবিবাহিতা কন্যা এবং এক পুত্র থাকে, তাহা হইলে কন্যার অংশ এইরূপ হইবে:—কন্যা যদি পুত্র হইত তাহা হইলে সে ১/২ অংশ পাইত; তাহার ১/৪ অংশ, অর্থাৎ সম্পত্তির ১/৮ অংশ সে পাইবে; বাকী ৭/৮ অংশ পুত্র পাইবে।

উপরোক্ত স্ত্রীলোকগণ কেহই নিজে সম্পত্তি বিভাগের দাবী করিতে পারে না, তবে পুরুষ ব্যক্তিগণের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগের সময়ে তাঁহারা আইনমত অংশ পাইবেন।

উত্তরাধিকার

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পর পর (অর্থাৎ একের অভাবে পরবর্ত্তী ব্যক্তি) উত্তরাধিকারী হইবেন :—

(১-৩) পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, একত্রে ;

(৪) বিধবা পত্নী ;

(৫) কন্যা ; কন্যাগণের মধ্যে কেহ অবিবাহিতা থাকিলে সে-ই সমস্ত সম্পত্তি পাইয়া থাকে, বিবাহিতাগণ পাইবে না।

(৬) দৌহিত্র ;

(৭) মাতা ;

(৮) পিতা ;

(৯) ভ্রাতা ;

(১০) ভ্রাতুষ্পুত্র ;

(১১) ভ্রাতার পৌত্র ;

(১২) পিতামহী ; (১৩) পিতামহ ; (১৪) পিতৃব্য (অর্থাৎ পিতার ভ্রাতা) ; (১৫) পিতৃব্যপুত্র ; (১৬) পিতৃব্যের পৌত্র ; (১৭) প্রপিতামহী ; (১৮) প্রপিতামহ ; (১৯) প্রপিতামহের পুত্র (অর্থাৎ পিতার পিতৃব্য) ; এইরূপে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিগণ (সপিণ্ডগণ) পাইবে। তাহার পর সমানোদকগণ (৮ম হইতে ১৪শ পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিগণ) পাইবে। সম্প্রতি এই মর্ম্মে একটী আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে যে পিতামহের পর এবং পিতার ভ্রাতার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পর পর উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে, যথা—পৌত্রী, দৌহিত্রী, ভগ্নী, ভাগিনেয়। স্ত্রীলোকগণ অবশ্য জীবনস্বত্বে পাইবে।

সমানোদকগণের অভাবে বন্ধুগণ। 'বন্ধু' অর্থে ভিন্নগোত্র সপিণ্ডগণকে

বুঝায়। যথা—পুত্রের দৌহিত্র, মাতুল, মাতামহ, পিতামহের দৌহিত্র প্রভৃতি।

বন্ধুগণ তিনপ্রকার—আত্মবন্ধু অর্থাৎ নিজের বংশজ বন্ধু (যথা পুত্রের দৌহিত্র, পৌত্রের দৌহিত্র), পিতৃবন্ধু, অর্থাৎ পিতার বংশজ বন্ধু (যথা, পিতার দৌহিত্র, পিতার মামাতো ভাই, প্রভৃতি), মাতৃবন্ধু (যথা. মাতার মাসতুতো ভাই, মাতার মামাতো ভাই, প্রভৃতি)। বন্ধুগণের মধ্যে আত্মবন্ধুগণ অগ্রগণ্য, তদভাবে পিতৃবন্ধু এবং তদভাবে মাতৃবন্ধুগণ পাইবেন। তদভাবে গুরু, শিষ্য, পুরোহিত, স্বজাতিবর্গ, গ্রামের ব্রাহ্মণগণ, তদভাবে গবর্ণমেণ্ট।

দায়ভাগের ন্যায় মিতাক্ষরা আইনেও পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে জন্মান্ধ, জন্মবধির, জন্মখঞ্জ, জন্মমূক, কুষ্ঠগ্রস্ত বা ক্লীব ব্যক্তি সম্পত্তিতে অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু সম্প্রতি ১৯২৮ সালের ১২ আইনে (উত্তরাধিকারে অক্ষমতা দূরীকরণ বিষয়ক আইন) এই বিধান করা হইয়াছে যে কোন শারীরিক রোগ বা বিকৃতি বশতঃ কোন ব্যক্তি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি উন্মাদগ্রস্ত বা জড়বুদ্ধি সে সম্পত্তিতে অধিকারী হইতে পারিবে না।

স্ত্রীধন।

অবিবাহিতা কন্যার স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে দায়ভাগের যে নিয়ম (১২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) মিতাক্ষরারও সেই নিয়ম।

বিবাহিতা কন্যার স্ত্রীধন সম্পত্তিতে মিতাক্ষরা অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পর পর ওয়ারিশ হইবেন :—

(১) অবিবাহিতা কন্যা; (২) বিবাহিতা দরিদ্রা কন্যা; (৩) বিবাহিতা অবস্থাপন্ন কন্যা; (৪) দৌহিত্রী; (৫) দৌহিত্র; (৬) পুত্র; (৭) পৌত্র; (৮) স্বামী; (৯) স্বামীর অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ। [যদি বিবাহ আসুরমতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে (৮) মাতা; (৯) পিতা; (১০) পিতার অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ—এইরূপ হইবে।]

তদভাবে—মাতা, মাসী, মামী, জ্যেঠাই বা খুড়ী, পিসী, শ্বাশুড়ী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী; তদভাবে স্বামীর ভাগিনেয়, স্বীয় ভগ্নীর পুত্র, স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র, স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা, দেবর।

সপত্নীপুত্র অপেক্ষা স্বামী অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী (৩৩ বোম্বাই ৪৫২)।
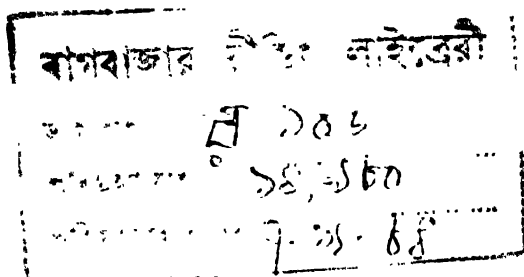
গ্রন্থকারের অন্যান্য বাঙ্গালা আইন পুস্তক।

ইউনিয়ন বোর্ড আইন

অর্থাৎ বঙ্গদেশের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনবিষয়ক আইন। অতি সরল এবং সাধারণের বোধগম্য ভাষায় অনুবাদ, প্রয়োজনীয় টীকা সমেত। তৎসঙ্গে ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত সংশোধিত সম্পূর্ণ **নিয়মাবলী**, এবং ইউনিয়ন বেঞ্চ ও ইউনিয়ন কোর্ট যে আইনগুলির প্রয়োজন, অর্থাৎ দণ্ডবিধি আইন, খেয়াবিষয়ক আইন, তামাদি আইন, পুলিশ আইন প্রভৃতির প্রয়োজনীয় ধারাগুলি ব্যাখ্যা ও নজীর সমেত প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৬ পৃষ্ঠা, বাঁধাই, মূল্য ১৲ টাকা।

মুসলমান আইন

ইহাতে বিবাহ, তালাক, দেনমোহর, বিবাহ ও তালাক রেজিষ্টারী আইন, নাবালক ও অভিভাবক, ভরণপোষণ উইল, মৃত্যুশয্যায় দান, হেবা, ওয়াকফ, হকসফা, উত্তরাধিকার (১০০ উদাহরণসহ)—এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুন্নি ও সিয়া উভয় সম্প্রদায়ের আইন ও বহুসংখ্যক **নজীর** প্রদত্ত হইয়াছে। বাঁধাই, মূল্য ১৲ টাকা।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন

১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত সংশোধিত। ইহাতে নানা শ্রেণীর ফৌজদারী আদালতের কথা, সমন, ওয়ারেণ্ট, ধর্ত্তব্য ও অধর্ত্তব্য অপরাধ, তল্লাসী পরোয়ানা, শান্তিরক্ষার ও সদাচারের জামিন, পুলিশ তদন্ত, পুলিশের নানা প্রকার ক্ষমতা, কোন্ আদালতে কোন্ অপরাধের বিচার হইবে, নালিস, চার্জ্জ, সমন মোকদ্দমা, ওয়ারেণ্ট মোকদ্দমা, সেসন মোকদ্দমা, আপীল, রিভিসন, প্রভৃতি ফৌজদারী আদালতের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যপ্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিস্তৃত টীকা ও হাইকোর্টের **নজীর** সম্বলিত। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই একমাত্র পুস্তক। প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা, বাঁধাই, মূল্য ২।৷০ টাকা।

দণ্ডবিধি আইন

১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত সংশোধিত। এই পুস্তকে সর্ব্বপ্রকার অপরাধের বিবরণ, শাস্তির বিবরণ ও নিয়ম, কোন্ কার্য্য অপরাধ নহে, কোন্ ধারায় কি অপরাধ, কোন্ অপরাধের কি দণ্ড, এই বিষয়গুলি বহু উদাহরণ, বিস্তৃত টীকা ও ব্যাখ্যা এবং হাইকোর্টের সমস্ত প্রয়োজনীয় নজীর সহ লিখিত হইয়াছে। প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা, বাঁধাই, মূল্য ২৲ টাকা।

সাক্ষ্যবিষয়ক আইন

এই দুর্ব্বোধ্য আইনটী যথাসম্ভব সরল ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও নজীর সহ বুঝান হইয়াছে। মূল্য ৸৹ আনা।

আইন ও আদালত

এই পুস্তকে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন, কোর্টফী আইন (নূতন বঙ্গীয় আইন), ও তামাদি আইনের সার মর্ম্মগুলি এবং প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী সরল বাঙ্গালা ভাষায় বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। দেওয়ানী কার্য্যবিধি ও প্রজাস্বত্ব আইনের প্রত্যেক ধারার সঙ্গে সঙ্গে মোকদ্দমা তদ্বির করিবার প্রয়োজনীয় উপদেশ, হাইকোর্টের সারকুলার অর্ডার, আদালতের কার্য্যপদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। আদালতের নানাবিধ খরচার (যথা, তলবানা, সাক্ষীর খরচা, কমিশন খরচা, উকিল ফী, নকল খরচা প্রভৃতির) বিবরণ লিখিত হইয়াছে। পরিশেষে বহুবিধ আরজী, জবাব, দরখাস্ত, ও এফিডেভিটের প্রায় একশত খানি মুসাবিদা প্রদত্ত হইয়াছে। উকীল মোহরের এবং মোকদ্দমা সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের ইহা নিত্যপ্রয়োজনীয় পুস্তক। এরূপ বিশদরূপে লিখিত আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক পুস্তক আর নাই। মূল্য পাঁচসিকা।

সাধারণের জ্ঞাতব্য আইন

হাইকোর্টের উকীল ৺হেমচন্দ্র মিত্র প্রণীত ও শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এই পুস্তকে সংক্ষেপে হিন্দু আইন, মুসলমান আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর (বিক্রয়, বন্ধক, পাট্টা, দান), প্রজাস্বত্ব, অভিভাবক ও নাবালক, সাবালক, পত্তনি, রাজস্ব, চুক্তি, ভূমি রেজেষ্টারী, উইল, প্রোবেট ও এডমিনিষ্ট্রেশন, উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট, ষ্ট্যাম্প (১৯২২ সালের নূতন আইন), রেজেষ্টারী, তামাদি, ইন্‌কমটেক্স ও দণ্ডবিধি আইন—এই ১৮ খানি আইনের স্থূল মর্ম্মগুলি সরল বাঙ্গালা ভাষায় (আইনের কূটভাষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক) ধারা অনুসারে লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, প্রভু ও ভৃত্য, পর্দ্দানসিন স্ত্রীলোক, হ্যাণ্ডনোট ও তমস্মুক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পৃথক পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরিশেষে, উইল, দানপত্র, কোবালা, বন্ধকী খত, পাট্টা, কবুলিয়ত প্রভৃতি ৪০ খানি দলীলের মুসাবিদা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ীলোক, নায়েব, গোমস্তা, উকীলের মুহুরী, এমন কি প্রত্যেক গৃহস্থের ইহা নিত্য প্রয়োজনীয় পুস্তক। মূল্য ১৸০ টাকা।

প্রকাশক—শ্রীইন্দুভূষণ মিত্র,

২৯ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।